তায্‌কিরা

বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা

তায্‌কিরা

বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা

সম্পাদনা পরিষদ

আহ্বায়ক

মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম

সদস্যবৃন্দ

মাওলানা রফিউল আলম

অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলাম

অধ্যাপক মুহাম্মদ মোখ্‌তারুজ্জামান

মাওলানা মোহাম্মদ আবু তাহের

মাওলানা মোহাম্মদ নূরুন্নবী

মাষ্টার জাকের আহমদ চৌধুরী

প্রকাশনায়

বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা।

ডাক ঃ কে. বি. বাজার, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৫০৬৬/১১

প্রকাশকাল

জানুয়ারী ২০০১ ইংরেজী
শাওয়াল ১৪২১ হিজরী
পৌষ ১৪০৭ বাংলা

কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রচ্ছদে

আল-আরব কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

৩২, নজির আহমদ চৌধুরী রোড,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬১০১৪৭-১৩২ (পিএবিএক্স)

মুদ্রণে

মনোরমা আর্ট প্রেস।

৪২৮, কাটাপাহাড় লেইন, টেরী বাজার, চট্টগ্রাম
ফোনঃ ৬৩০৫২০

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

গারাংগিয়ার হযরত বড় হুযুর কেবলা (রহঃ)
ও হযরত ছোট হুযুর কেবলা (রহঃ) এবং
মাদ্‌রাসার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব আহমদুল
ইসলাম চৌধুরী সাহেবের মরহুম আব্বাজান ও
আম্মাজানের ইছালে ছওয়াব কামনায়
অত্র স্মারক "তায্‌কিরা" মহান আল্লাহ্‌র
দরবারে সোপর্দ করা হল।

সম্পাদকীয়

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়াহ্‌দাহু ওয়াচ্ছালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা মান-লা নাবিয়্যা বা'দাহু

দক্ষিণ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী আমার প্রাণপ্রিয় দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা স্বীয় জীবন পরিক্রমার আড়াই দশকে এসে উপস্থিত। ১৯৭৬ সনে মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এই পর্যন্ত এর উদ্যোগে কোন স্মারক প্রকাশিত হয়নি। আজ মিলেনিয়ামের সূচনালগ্নে প্রতিষ্ঠার ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও কলামিষ্ট আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি আমার শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বী ও শিক্ষক হিসেবে এই স্মারক সম্পাদনার কঠিন দায়িত্বটা তুলে দিলেন আমার অদক্ষ হাতে। সম্পাদনার কাজ আনন্দের হলেও দুরূহ বটে। কারণ এতে সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতার দায়-দায়িত্বই অধিক। তবুও এব্‌তেদায়ী থেকে ফাযিল পর্যন্ত অত্র মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়নি।

এ স্মরনিকা কোন সাহিত্য পত্রিকা বা গবেষণাপত্র নয় বরং বিস্মৃতপ্রায় অতীতকে বর্তমান ও অনাগত প্রজন্মের স্মৃতির মানসপটে তুলে ধরার এক নগণ্য প্রয়াস। এতদ্‌সত্ত্বেও স্বল্প সংখ্যক প্রবন্ধের পাশাপাশি আমাদের স্নেহাস্পদ ছাত্র-ছাত্রীদের কাঁচা হাতের লেখা গুলোকে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যাতে তারা ভবিষ্যতে একঝাঁক দক্ষ কলম সৈনিকে পরিণত হবার প্রেরণা লাভ করে। তবে সন্নিবেশিত লেখাসমূহে লেখকদের নিজস্ব অভিমতকে বহাল রাখা হয়েছে।

প্রকাশিত স্মারকে অনেক কিছু সংযোজনের সাধ থাকা সত্বেও সাধ্যের সাথে তার সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হইনি। চেষ্টা করা হয়েছে তথ্য গুলোর যথার্থতা যাচাই ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার। তবুও সময়ের স্বল্পতা, হাতের অপরিপক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার কারণে সম্পাদনায় ও মুদ্রণে ভুল-ত্রুটি থাকাটা স্বাভাবিক। সেটাকে সম্মানিত পাঠক মহল সহৃদয়তার সাথে বিবেচনা করবেন বলে আশা রাখি। 'তায্‌কিরা' প্রকাশনায় যাঁরা পরামর্শ, সময়, শ্রম ও বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি রইলাম কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে মুনিবের দরবারে ফরিয়াদ, তিনি যেন আমাদের এ প্রয়াসকে পরকালের পাথেয় হিসেবে কবুল করেন। আমিন ॥

মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম
আহ্বায়ক-
তায্‌কিরা সম্পাদনা পরিষদ
ও
উপাধ্যক্ষ, অত্র মাদ্‌রাসা।

بسم الله الرحمن الرحيم

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
(প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সুপারিনটেন্ডেন্ট)
পাহাড়িয়া মাদ্রাসা।

"সুপারিনটেন্ডেন্ট বাড়ী"
ডাকঘর- পাহাড়িয়া মাদ্রাসা,
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

তাং...২০/৩/৭৪.....

বাঁশখালীস্থ খানকাহ শরীফ সম্পর্কে পবিত্র চিঠি পাইয়া আমার বক্তব্য জানিলাম। আমা হৈতে আমার মুরিদানের জিকির আজকার ও ধর্ম কর্ম ব্যাপারে তাহারা আপনার সাহায্য পাইতেছে ইহাতে আমার প্রশস্ত দোয়া।

বর্তমান বাঁশখালীস্থ খানকাহ শরীফ তথা যেই স্থানে অবস্থিত নির্মাণাধীন, সেখানে আমার যাওয়ার কোন সুবন্দোবস্ত নাই এবং ঐ মহল্লায় খানকাহ করার মত কোন উদ্যোগও এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। তাই বাঁশখালীস্থ খানকাহ শরীফ চেচুরিয়ায় স্থানান্তরিত করা সমীচীন মনে করি। কারণ সেখানে মুরিদানের সংখ্যাও বেশী এবং খানকাহ ব্যবস্থার জন্য লোক জনের মধ্যে আগ্রহও বেশী। তাই আপনারা এ ব্যাপারে যোগাযোগ করিলে অতীব খুশী হইব।

ইতি—

فقیر محمد عبد المجید غفر له ولوالدیه

১৯৭৪ ২৬।১০

বিঃদ্রঃ হযরত বড় হুযুর কেবলার (রহঃ) স্বাক্ষরিত উপরোক্ত নির্দেশনামার ভিত্তিতে ১৯৭৪ সনে বাঁশখালী খান্‌কায়ে হামেদিয়া মজিদিয়া অত্র চেচুরিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরবর্তীতে মাদ্‌রাসা ও সংলগ্ন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নিয়ে একটি পরিপূর্ণ ইসলামী কমপ্লেক্স গঠনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। —সম্পাদক

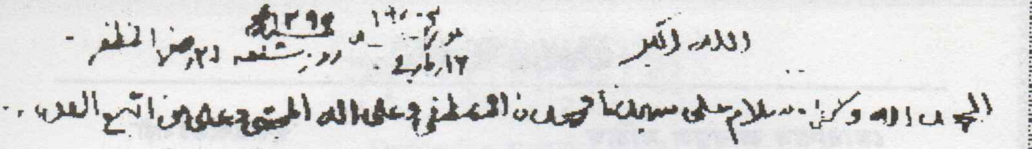

খান্‌কায়ে হামেদিয়া মজিদিয়া চেচুরিয়া, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

মজলিশে শুরার সদস্যগণের নাম

১। গাউছে যামান হযরত আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল মজিদ ছাহেব (দাঃ) ঃ সভাপতি
২। মাওলানা আবদুচ্ছালাম ছাহেব ঃ সহ-সভাপতি
৩। আহমদুল ইসলাম ঃ সেক্রেটারী
৪। আহমদুল হক ঃ অর্থ সম্পাদক
৫। ফরিদ আহমদ
৬। মোবারক আলী ঃ প্রচার সম্পাদক
৭। মৌলভী মুহাম্মদ ইলিয়াছ
৮। আনোয়ারুল আজিম সওদাগর ঃ সহ-সেক্রেটারী
৯। ছাবের আহমদ (সুফী ছাহেব) ঃ প্রচার সম্পাদক
১০। মৌলভী আবদুল কাদের ছাহেব
১১। আশরাফ আলী চৌধুরী
১২। মেম্বার শফিক আহমদ ছাহেব
১৩। উকিল ফরিদ আহমদ ঃ সহকারী
১৪। আবুল কাশেম
১৫। মৌলভী নজির আহমদ ছাহেব
১৬। মাষ্টার আলী আহমদ ছাহেব
১৭। মাওলানা নূরুল ইসলাম ঃ সহ-সভাপতি
১৮। আহমদ হোছাইন সওদাগর
১৯। আহমদ ছফা
২০। মুনির আহমদ ঃ প্রচার সম্পাদক
২১। মৌলভী মোছলেহ উদ্দিন
২২। নূরুল হক
২৩। হাবিবুর রহমান
২৪। মাষ্টার বদিউল আলম ছাহেব ঃ প্রচার সম্পাদক
২৫। কবির আহমদ সওদাগর
২৬। আবুল খাইর ফকির ঃ প্রচার সম্পাদক।

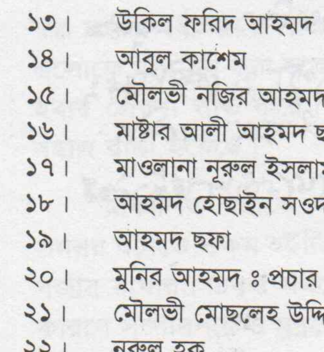

বিঃ দ্রঃ হযরত ছোট হুযুর কেবলা (রহঃ) এর স্বহস্তে লিখা খানকাহর প্রথম কমিটি হুবহু বঙ্গানুবাদ সহ এখানে ছাপানো হল।

মাদ্‌রাসার বার্ষিক মাহ্‌ফিলে প্রদত্ত হযরত ছোট হুযুর কেবলা (রহঃ) এর শেষ নসীহত

তা'উজ, তাসমিয়া ও দরূদশরীফ পাঠ করার পর কোরআনে করিমের সূরায়ে নুরের ৩৥ নং-আয়াত

الله نور السموات والارض .... من يشاء-

পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন। অতঃপর বলেন ঃ

আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শোকরিয়া তিনি আপনাদের এই মুবারক মাহফিলে হাজির হওয়ার তাওফিক দান করেছেন। ایک پیری صد بیماری ৯৩-৯৪ বৎসর বয়সের মানুষের আর কোন কিছু থাকেনা। আমি শোকরিয়া আদায় করছি, আমাকে যখন এখানে আনতে গিয়েছে তখন বের হওয়ার সময় দেখতেছি আল্লাহর অলি খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী সাহেবের আত্মা খুশিতে নাচতেছে। জীবনে মানুষের খেদমত করা ও ফায়দা পৌঁছানো তাঁর অভ্যাস ছিল। خير الناس من ينفع الناس নচেৎ তাঁর আওলাদের মধ্যে অলী পয়দা হওয়া, এই রকম মাদ্‌রাসা হওয়া সম্ভব হত না। আমি এই সব দেখে বিস্মিত। আমি দেখতেছি তিনি খুশিতে কি করতেছেন, আপনারা দেখতেছেন না। তাঁর রুহ সামনে হাজির। আমি দেখতেছি, কিন্তু আপনারা জানেন না। আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শোকরিয়া আদায় করছি। কথা হল, দুনিয়া কিছুই নয়। হাজার হাজার মানুষ চলে যাচ্ছে, তারপরও দুনিয়ার মাহফিলের সৌন্দর্য স্বাভাবিক। আমরা কোথায় ছিলাম? কোথা থেকে এসেছি? সামনের রাস্তা কতটুকু আছে? আপনারা জানেন রকেট যদি রাশিয়া থেকে ছাড়া হয় তাহলে আফ্রিকা আমেরিকা ঘুরে আবার যথাস্থানে চলে যায়।

রূহ জগতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছেন, এই মর্মে "আমি তোমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠাবো, তোমরা আমাকে স্বীকার করবে কিনা? আমরা এক বাক্যে বলেছিলাম নিশ্চয় স্বীকার করবো।" কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ হেদায়ত দিয়েছেন তারা সৎপথে আছে। খোদা না করুন যারা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে তারা এখনও পথহারা অবস্থায় আছে।

আমাকে একবার শুধু মাত্র খান্‌কাহ কায়েমের উদ্দেশ্যে এখানে আনা হয়েছিল। কোন্ জায়গায় বসেছিলাম মনে পড়ছেনা। তখন আমি বলেছিলাম এখানে খান্‌কাহ্ ছাড়া আরো অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে। হুযুর (সঃ) এর ফুয়ূজাত দেখা যাচ্ছে। তখন মাদ্‌রাসা হয়নি। এখানে তখনকার কেউ উপস্থিত থাকলে তাদের একথা মনে থাকার কথা। দুনিয়ায় টাকা পয়সা কিছুই নয়। আজকে আছে কালকে নেই। আপনার প্রাণ যখন বের হয়ে যাবে কোমরের সুতা কেটে নেবে। তারপর আপনি কোথায় যাচ্ছেন কেউ দেখবে না। টাকা পয়সা কোথায় আছে তালাশ করে নিয়ে ফেলবে।

মানুষের যখন মৃত্যুর সময় এসে যায় তখন মুখের আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ : আমাকে একটু সময় দিন, আমার জায়গা ছিল, পয়সা ছিল, চাইলে দান-ছদ্‌কা করতে পারতাম, কিন্তু করিনি। তখন আল্লাহ পাক বলবেন, তোমাকে আর এক মিনিট, এক

সেকেন্ডও সময় দেয়া যাবেনা। বুঝেছেন? এমন একটা সময় আসবে সকলের। দুনিয়ায় থাকতে নিজের কাজ নিজে করে যান। জমি, টাকা ইত্যাদি যা কিছু পারেন ছদ্কায়ে জারিয়া করে যান। এসব কিছু আপনার কাজে আসবে। অন্য কিছু কাজে আসবেনা। আল্হাম্দু লিল্লাহ্! আপনারা অনেক সাহায্য করেছেন। এর বদলা আল্লাহ্পাক আপনাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে দেবেন। হে আল্লাহ্পাক এই মাদ্রাসাকে কবুল করুন। এই মাদ্রাসার যাবতীয় অভাব পূরন করুন। যারা মাদ্রাসার অভাব পূরণ করে তাদের অভাব পূরণ করুন। রহমতের চাদর দিয়ে জড়িয়ে ধরুন। দ্বীন-দুনিয়ার শান্তি নসীব করুন। আমি আশা করব আরো বড় দানবীর এগিয়ে এসে এখানে দান করে ছদকায়ে জারিয়া রেখে যাবেন। আখেরাতে বিনিময় পাবেন।

আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্র অলী তারা, যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, যাকাত ফরজ হলে যাকাত আদায় করে, হজ্ব ফরজ হলে হজ্ব করে। কোথাও নেক কাজের ডাক পড়লে তথায় সাড়া দেন। আপনারা নিজের অনেক কাজকর্ম ছেড়ে একমাত্র আল্লাহ ও রসুলের মহব্বতে এ মজলিশে এসেছেন। সে হিসেবে আপনারা এখন ঘোষণা পেয়েছেন যে, আল্লাহ্র ওলীদের মধ্যে গণ্য হয়েছেন। আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করছি। কথা হলো বাঁশখালীতে অনেক লাখপতি মানুষ আছে। এখানে কোন কিছুর অভাব নেই, শুধু অন্তরের অভাব। আমরা যা করছি তা হচ্ছে আরব-আজম তথা সারা দুনিয়ার ইমামুত্ তরিকত হযরত শাহ সৈয়দ আবদুল বারী (রহঃ) এর ফয়ুজাত।

কথা হলো এত্তেফাক তথা ঐক্য বড় কথা । আল্লাহ্ যাকে তাওফীক দেন ইসলাম কবুল করতে পারেন। আমরা ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়েছি। সে হিসেবে অন্য জাতির উপর কোন আক্রমন করবেন না। হুজুর (সঃ) এরশাদ করেন, "তোমরা আল্লাহর আখলাক ধারণ কর। কেউ কারো সাথে রেষারেষি করবেনা।"

অতঃপর মোনাজাতের মাধ্যমে হুযুর তাকরীর শেষ করেন।

বিঃদ্রঃ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বার্ষিক মাহ্ফিল হযরত ছোট হুযুর কেবলা (রহঃ) এর তশরীফ আনা ব্যতীত অনুষ্ঠিত হত না। কিন্তু ১৯৯৪ সালে ওফাতের পূর্বে বৎসর কয়েক হুজুর শারিরীক কারণে মাহ্ফিলে আসেননি। উপরোক্ত নসীহত আমার যাচাই মতে ১৯৯১ সালের বার্ষিক মাহ্ফিলে প্রদত্ত আখেরী নসীহত। সেটা আমার সম্মানিত ওস্তায মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক জনাব মাওলানা আহমদ নজীর ছাহেবের কাছে সংরক্ষিত ক্যাসেট থেকে সংগ্রহ করেছি, যা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় ছিল। সেটাকে যথা সম্ভব সাধু ভাষায় সাজিয়ে অনুবাদ করে এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। সম্পাদক।

পরিদর্শন

মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে
অদ্যবধি যে সকল বুজুর্গানে দ্বীন,
ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং সরকারী পদস্থ
কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে সরেজমিনে
পরিদর্শন করে মাদ্‌রাসার ইতিহাসকে
গৌরবোজ্জ্বল করেছেন, পরিদর্শন বইতে
বিভিন্ন ভাষায় লিখিত তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ
কয়েকটা অভিমত বাংলায় অনুবাদ
করে পেশ করা হলো ॥

অভিমত

আওলাদে রসূল হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মাওলানা সাইয়্যেদ আবদুল আহাদ আল মাদানী (রহঃ)। খতীব, শাহী জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।

২৬/০/১৯৮৩ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشكره على نعمائه وفضائله التي لاتعد ولا تحصى واصلى واسلم على حبيبه وصفيه ورسوله من بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على جميع الاديان من لدن ادم عليه السلام الى عيسى عليه السلام فجميع الاديان انطوت و نسخت بمجيئى دين الاسلام و ببعثة سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اولى الفضل والاحسان بينوا لنا واوضحوا لنا طرق الهداية والفلاح فرضى الله عنهم اجمعين - وبعد

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই হামেদিয়া মাদ্‌রাসা পরিদর্শনের তাওফীক দান করলেন। আল্লাহ ছাড়া আর কোন তাওফীক দাতা নেই। সবকিছুকে সাজানো, শৃঙ্খলাপূর্ণ, রুচিশীল দেখতে পেলাম। তথায় প্রায় পাঁচ শত ছাত্র অধ্যয়ন করে, যাদের অধিকাংশ এতিম। তাদের প্রয়োজনীয় সব খরচাদি তথা অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থান ইত্যাদির ব্যয়ভার মাদ্‌রাসা বহন করে থাকে। ছাত্রদের থাকার জন্য অনেক কক্ষ রয়েছে। তদুপরি পাঠ্যবইসহ অন্যান্য আবশ্যকীয় আসবাবও ব্যবস্থা করে থাকে। সকল শিক্ষক আরবী, ইংরেজী ও বাংলা তথা এদেশের জাতীয় ভাষায় পারদর্শী। এসবের উপর ভিত্তি করে এ মহান প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু এর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন এক মহান ব্যক্তি যার নাম আহমদুল ইসলাম। তিনি আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সাঃ) কে ভালবাসেন এবং তিনি স্বীয় নামের মতই (প্রশংসনীয়)। আল্লাহ ও রসুলের(সাঃ) সন্তুষ্টির জন্য এই মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আমি আল্লাহর কাছে তাঁর উত্তম সমাপ্তি এবং উজ্জ্বল চেহারার জন্য দোয়া করি, যেদিন কিছু লোকের চেহারা সাদা হবে এবং কিছু লোকের চেহারা কালো হবে। আমি এখন মহান আল্লাহর কাছে কিয়ামত পর্যন্ত এই মাদ্‌রাসার কল্যাণ, সফলতা ও উন্নতির জন্য দোয়া করছি। পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলমান ভাইদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন মহান প্রতিষ্ঠাতার সাথে স্বীয় সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করে ইহকাল ও পরকালে অসীম সওয়াবের ভাগী হয়।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে হেদায়ত ও তাওফীক কামনা করছি, আমার জন্য এবং সকল মুসলমানের জন্য।

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

العبد المفتقر الى الله
السيد عبد الاحد محمود ... المدني
امام وخطيب جامع
مسجد بلدة شتاغانغ
بنغلاديش
حرر في ٢٦ مارس ١٩٨٣

অভিমত

ওলিকূল শিরোমণি হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব শাহসূফী মাওলানা আবদুর রশিদ সিদ্দিকী হামেদী রহঃ (ছোট হুযুর কেবলা, গারাংগিয়া)

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين

আল্লাহ্‌ তায়ালার লাখ লাখ শোকরিয়া যে, তিনি বিগত বছর গুলোর ন্যায় এই বছরও বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা সিনিয়ার মাদ্‌রাসার বার্ষিক সভায় উপস্থিত হবার তাওফীক দান করেছেন, মাশা'আল্লাহ্‌ এই মাদ্‌রাসা দিন দিন উন্নতির পথে আছে। মাদ্‌রাসার সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী ও গভর্নিং বডির সদস্যগণ বিশেষতঃ মাদ্‌রাসার সেক্রেটারী মরহুম খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরীর ছেলে আহমদুল ইসলাম সাহেবের নজীরবিহীন প্রচেষ্টা দেখে আমার শিরা উপশিরা হতে নির্দ্বিধায় সোবহানাল্লাহ্‌ ও আলহামদুলিল্লাহ্‌ জারি হচ্ছে। মহান সরকারের মহান দরবারে এই প্রত্যাশা, যেন এ মাদ্‌রাসায় শুধু কামিল মঞ্জুরী নয় বরং পরীক্ষা কেন্দ্র ও মঞ্জুরী দিয়ে আল্লাহর কাছে পুরষ্কৃত এবং মানুষের কাছে প্রশংসার পাত্র হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সৎকর্মশীলদের পছন্দ করেন।

وما علينا الا البلاغ

العارض
فقیر محمد عبد الرشید صدیقی حامدی
صدر مجلس شوریٰ گارانگیا عالیہ مدرسہ

অভিমত

জনাব আলহাজ্ব মাওলানা এম,এ, মান্নান

সাবেক মন্ত্রী,ধর্ম মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও সভাপতি, জমিয়তুল মোদার্‌রেসিন বাংলাদেশ।

৬/৩/১৯৮৭ইং

আমি অদ্য বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা পরিদর্শন করি। মাদ্‌রাসাটি দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হই। মাদ্‌রাসার পরিবেশ ও প্রশংসনীয়। উক্ত মাদ্‌রাসা পরিদর্শন কালে বাঁশখালীর মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মাহমুদুল ইসলাম সাহেবও উপস্থিত ছিলেন এবং সর্বক্ষণ সাথে ছিলেন। মাদ্‌রাসা কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক মাহ্‌ফিলে বহুদূর দূরান্ত ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে হাজার হাজার লোক যোগদান করেন। এই ধরনের ইসলামী সম্মেলন সত্যিই জনগণের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। মাদ্‌রাসাটি আরো উন্নয়নের প্রয়োজন আছে।

মাদ্‌রাসার সম্মানিত শিক্ষক বৃন্দের উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। উক্ত মাদ্‌রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলাবোধ ও ইসলামের প্রতি দরদ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ। আল্লাহ্‌ হাফেজ।

অভিমত

জনাব আলহাজ্ব ওমর ফারুক, সাবেক জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম

১০/৪/১৯৮৩

আমি এই মাদ্‌রাসা দেখে খুব খুশি হলাম। মাত্র কয়েক বৎসরে মাদ্‌রাসা যা উন্নতি করেছে তা উল্লেখযোগ্য।

আমি দোয়া করি যেন এই মাদ্‌রাসা সঠিক মানুষ ও মুসলমান তৈরী করে। আমীন

অভিমত

পীরে কামেল আলহাজ্ব শাহ্ সূফী সাইয়েদ দায়েম উল্লাহ ছাহেব (রহঃ) ঢাকা।

২৬/৩/১৯৮৩ইং

অদ্য ২৬/৩/৮৩ ইং রোজ শনিবার মাদ্‌রাসার বার্ষিক সভায় উপস্থিতির উদ্দেশ্যে আসি এবং মাদ্‌রাসার উন্নয়নমূলক কার্যাদি সচক্ষে পরিদর্শন করে আমি খুবই সন্তুষ্ট হই। সভায় মানুষের যোগদান ও স্থানীয় মানুষের মাদ্‌রাসার প্রতি আন্তরিকতা দেখে মুগ্ধ হই। মাদ্‌রাসার ভবিষ্যত উন্নতি আরো উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের নিকট একান্ত প্রার্থনা করি।

অভিমত

বাহরুল উলুম হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মাওলানা আমীনুল্লাহ ছাহেব (রহঃ)

বারদোনা, সাতকানিয়া ৩০/৫/১৪১৩ হিজরী

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين

অদ্য ২৯ -৫- ৮৩ ইংরেজী রোজ মঙ্গলবার রাত এই মাদ্‌রাসাপরিদর্শনের সুযোগ হয়। বার্ষিক মাহফিলে খোদায়ী অলৌকিক প্রশস্ততায় চতুষ্পার্শ্ব ও ক্যাম্পাস দেখার তাওফীক হয়। ছোবহানাল্লাহ বাঁশখালী চেচুরিয়া হামেদিয়া সিনিয়ার মাদ্‌রাসার ক্যাম্পাস, জামে মসজিদ, তদ্‌সংলগ্ন হেফজখানা, ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা ও এতিমখানা ইসলামধর্মীয় সবকিছুতে পরিপূর্ণ। ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের দয়া ও স্নেহ এবং শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন অত্যন্ত সুন্দর ও প্রশংসার দাবীদার। শিক্ষকরাও জ্ঞানের গভীরতা সহকারে দায়িত্ব পালনে মাশা'আল্লাহ প্রশংসার দাবীদার। তদুপরি সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী এবং মাদ্‌রাসার গভর্ণিং বডি একপথ ও একমতের অধিকারী। মাদ্‌রাসার গভর্ণিং বডির সভাপতি এমন এক বংশোদ্ভুত যারা দীর্ঘ দিন যাবত প্রশাসনের শীর্ষপর্যায়ে দায়িত্ব পালন, দ্বীনের পৃষ্ঠপোষকতা, আতিথেয়তা এবং আরো অন্যান্য কাজে জড়িত। আল্লাহ তায়ালা এ বংশকে দ্বীনি ও দুনিয়াবী সম্মানের সাথে কায়েম রাখুক। আমিন।

অভিমত

পীরে কামেল হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মাওলানা এলাহি বক্‌স ছাহেব (রহঃ)

শেখেরখীল, বাঁশখালী

২৭/০৩/১৯৮৩ইং

نحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين

এই মাদ্‌রাসা যাকে হামেদিয়া সিনিয়ার মাদ্‌রাসা হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে, সেটা আল্লাহ তায়ালার গায়েবী দান। মাশা' আল্লাহ এর ভিতরে বাইরে খোদায়ী রহমত, সরদারে দো'জাহানের সীরত দেখা যাচ্ছে। মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে আরজ, এই মাদ্‌রাসাকে যেন কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম রাখেন।

২৭-৩-৮৩

অভিমত

ফখরুল ওয়ায়েজিন হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মাওলানা মোবারক আহমদ ছাহেব, বারদোনা, সাতকানিয়া। ১৬/১২/১৯৮৯ইং

আলহাম্‌দুলিল্লাহ! হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসায় আমার কয়েকবার আসার সুযোগ হয়েছে। মাশা'আল্লাহ মাদ্‌রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের অবস্থা দেখে আমার যথেষ্ট আনন্দ লেগেছে। দোয়া করি, যেন মহান আল্লাহ তায়ালা একে উন্নতির সাথে কিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখেন।

১৬।১২।৮৯

অভিমত

ওস্তাযুল আসাতেযা হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা শফিকুর রহমান ছাহেব রহঃ (বড় হুযুর, বাঁশখালী)

২৬/২/১৯৮৮ইং

حامدا ومصليا ومسلما

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাকে বিগত বৎসর চট্টগ্রাম জিলার (ইসলামাবাদ হিসেবে খ্যাত) বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসার বার্ষিক মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার তাওফিক দান করেছেন। মাশা'আল্লাহ আমি এ মাদ্‌রাসাকে শিষ্টাচারীতা, উন্নত পাঠদান ও শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ মাদ্‌রাসা হিসেবে পেয়েছি। অত্র মাদ্‌রাসার সকল শিক্ষকগণ ধর্মীয় আবশ্যকীয় বিষয়ে উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় আরবী বিষয়ে পারদর্শী। অত্র মাদ্‌রাসার সকল ছাত্রগণ ও আবশ্যকীয় জ্ঞানের পূর্ণতা সাধনে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াদি আয়ত্ত করণে উৎসাহী । সম্মানিত শিক্ষকগণের আনুগত্য ও নবীজির সুন্নাতের অনুসরণে তাদের রয়েছে অগাধ উৎসাহ উদ্দীপনা ও সীমাহীন মনোযোগিতা। কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় তাদের অধিকাংশ ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে। তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা খুবই নগন্য। এমর্মে আমি আশাবাদী যে, নিঃসন্দেহে অকৃত্রিমভাবে এ মাদ্‌রাসা কামিল শ্রেণীর উপযুক্ত।

فقط والسلام مع غاية الاحترام والاكرام. ولازالت شموس
عناياتهم ساطعة على اهل المدارس الى يوم القيام-

محمد شفيق الرحمن غفرله
ولوالديه
২৬/২/৮৮

অভিমত

আলহাজ্ব আবুল হোছাইন চৌধুরী সাহেব

সাবেক জেলা শিক্ষা অফিসার, চট্টগ্রাম।

১৪/০৩/১৯৮২ইং

বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে প্রতি বছর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপে পড়ে অত্র মাদ্‌রাসার অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। সুতরাং মাটির তৈরী গৃহগুলির পরিবর্তে পাকা দালানগৃহ নির্মাণ করা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে । কিন্তু দেশ-বিদেশের ব্যাপক আর্থিক সাহায্য ছাড়া এহেন ব্যয় বহুল কাজ মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের দ্বারা এককভাবে করা সম্ভব নয়। যদি বর্তমান মাটির তৈরী মাদ্‌রাসা গৃহসমূহের পরিবর্তে পাকা বহুতল বিশিষ্ট দালান নির্মাণ করা যায়, তাহলে জলোচ্ছ্বাসের সময় এসমস্ত ভবনগুলি "বিপদ কালীন আশ্রয় কেন্দ্র " হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। "আমি এটা জেনে আরো বেশী খুশী হয়েছি যে, দাখিল ও আলিম চূড়ান্ত পরীক্ষা সমূহের ফলাফল খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক ও সন্তোষজনক।

মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অত্র মাদ্‌রাসার অবস্থান খুবই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। বাঁশখালী থানার মধ্য অংশে ডি. সি. রোডের পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায় এর যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো। সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, অতি শীঘ্রই এটি একটি পূর্ণাঙ্গ "কামিল মাদ্‌রাসায়" রূপান্তরিত হবে।

যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিষটি আমার সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে, তা হলোঃ ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অত্র মাদ্‌রাসার প্রত্যেক শিক্ষার্থী কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুশাসন মেনে চলে অতি সুশৃঙ্খল ও পূত-পবিত্র জীবন যাপনের পন্থা অবলম্বন করছে।

পরিশেষে, আমি অত্র মাদ্‌রাসার উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করছি।

14/3/82
(Abul Hossain Chowdhury)
District Education Officer
Chittagong

বিঃদ্রঃ বায়তুশ শরফের মরহুম পীর ছাহেব হযরত আলহাজ্ব শাহ সূফী মাওলানা আবদুল জব্বার (রহঃ) দু'বার বার্ষিক মাহ্‌ফিলে তশরীফ এনেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পরিদর্শন বইতে মন্তব্য সংগ্রহ না করায় আজ এখানে সংযোজন করা সম্ভব হলনা বিধায় আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। সম্পাদক।

শুভেচ্ছা বাণী

আলহাম্‌দু লিল্লাহে নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসুলিহিল কারীম।

অসংখ্য পীর আউলিয়ার আবাসভূমি দক্ষিণ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দ্বীনি শিক্ষার মশাল প্রজ্জ্বলনে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মাদ্‌রাসাটি দক্ষিণ চট্টলার অগনিত বনী আদমের রাহ্‌বারের দায়িত্ব পালন করছে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে। আমি মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করছি। তার পাশাপাশি মাদ্‌রাসাটির উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করছি। বিশেষতঃ সরকারের কাছে জোর সুপারিশ করছি যেন উক্ত মাদ্‌রাসাকে কামিল মঞ্জুরী দিয়ে এলাকার দীর্ঘ দিনের চাহিদা পূরণ করা হয়।

সর্বোপরি ২৫ বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠানে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এর সফলতার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মোনাজাত করছি।

আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

OBAIDUL HOQUE
Khatib Baitul Mukarram,
National Mosque, Dhaka.

(আলহাজ্ব মাওলানা ওবাইদুল হক)
খতীব,
বায়তুল মোকাররম, জাতীয় মসজিদ, ঢাকা।

শুভেচ্ছা বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

দক্ষিণ চট্টগ্রামের স্বনামধন্য ইসলামী জ্ঞান কেন্দ্র বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মরণিকা বের করছে জেনে আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি। ১৯৭৬ সনে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে অদ্যবধি এলাকায় এল্‌মে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আস্‌ছে। আমি আল্লাহ্‌র দরবারে মোনাজাত করছি যাতে মাদ্‌রাসাটি কামিল মানে উন্নীত হয়ে কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামের মহান খেদমত আন্‌জাম দিতে পারে। এতদ্‌সঙ্গে মাদ্‌রাসার সাথে জড়িত সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

বিশেষতঃ স্মরণিকা প্রকাশনার সার্বিক সফলতার জন্য দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি।

(আলহাজ্ব মাওলানা সাইয়েদ আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবিরী আল-মাদানী)
খতীব
শাহী জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।

শুভেচ্ছা বাণী

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين
وعلى آله واصحابه واولياء امته وعلماء شريعته اجمعين -

অসংখ্য পীর আউলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত দক্ষিণ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষায়তন বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ স্মরণিকা প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি সত্যিই আনন্দিত। ইসলামের মূলধারা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদর্শালোকে দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা প্রশংসনীয়। দক্ষিণ চট্টলার অগণিত মুসলমানদের দ্বীনের আলো বিতরণে এই মাদ্‌রাসার যে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে, তজ্জন্য আমি মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ, সম্মানিত শিক্ষক ছাহেবান ও ছাত্র-ছাত্রীদের শোক্‌রিয়া জ্ঞাপন করছি। আমি প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। আমীন! বেহুরমতে সায়্যিদিল মুরসালীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

মাযহাব, মিল্লাত ও আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শের ভিত্তিতে এ প্রতিষ্ঠান দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে, আমি এ আশা ব্যক্ত করি।

23.01.01

(আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আলকাদেরী)

খতিব

জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ, চট্টগ্রাম।

সদস্য

বোর্ড অব গভর্ণরস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

শুভেচ্ছা বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাবুল ইসলাম চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত দ্বীনি ঐতিহ্যের ধারক বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বৎসর পূরণ করতে সক্ষম হওয়ায় আল্লাহ্‌র দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি। গত বৎসর মাদ্‌রাসাটি সরেজমিনে পরিদর্শনের সুযোগ আমার হয়েছিল। শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে ছাত্রদের সাথে মোলাকাত করে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমার জানা মতে এই মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যবধি দিশেহারা বনী আদমের প্রকৃত রাহ্‌বার সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে আসছে। সামনেও ইক্বামতে দ্বীনের যোগ্য নাগরিক তৈরীতে এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা বহাল থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি মাদ্‌রাসার সম্মানিত গভর্ণিং বডি ও শিক্ষক মন্ডলীকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। বিশেষতঃ স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে মোনাজাত করছি।

আল্লাহপাক এ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানকে এই এলাকার দ্বীনের মশাল হিসেবে কবুল করুন। আমিন!

ওয়াস্‌সালাম।

(আলহাজ্ব মীর কাশেম আলী)
ডাইরেক্টর,
রাবেতা আলমে ইসলামী বাংলাদেশ।
ভাইস চেয়ারম্যান
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

শুভেচ্ছা বাণী

তারিখ ঃ ৬ই ডিসেম্বর, ২০০০ ইং

বাঁশখালীর মধ্যভাগে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ২৫ বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ধর্মপ্রাণ আপামর জনসাধারণের দ্বীনি অভাব পূরণে এ মাদ্‌রাসার ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। বন্ধুবর আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী ও এলাকার সর্বস্থরের জনসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা ও তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অতি অল্প সময়ে প্রতিষ্ঠানটিকে বর্তমান পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

আমি, দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাদ্‌রাসাটির উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও উন্নতি কামনা করছি। মাদ্‌রাসা পরিচালনা ও স্মরণিকা প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

(আলহাজ্ব) জাফরুল ইসলাম চৌধুরী
জাতীয় সংসদ সদস্য
২৯৩,চট্টগ্রাম-১৫
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

বিঃ দ্রঃ-তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল গভর্ণিংবডির সম্মানিত সেক্রেটারী হিসেবে মাদ্‌রাসা পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় ব্যস্ততার কারণে নিয়মিত সময় দিতে না পারলেও সম্ভাব্য সবক্ষেত্রে তাঁর সহযোগিতা এখন ও বহাল আছে।

শুভেচ্ছা বাণী

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ রহমতে বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের সিকি শতাব্দী পূর্তি উপলক্ষে স্মরণিকা বের করতে যাচ্ছে শুনে আনন্দিত হয়েছি। সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর পূর্বে গারাংগিয়ার ছোট হুযুর (রহঃ) এর পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি জনাব আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী বহু ত্যাগের বিনিময়ে ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাতার সুযোগ্য পরিচালনায় অল্প সময়ের মধ্যে ফাজিল পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হন। এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অত্র এলাকায় শরীয়ত বিরোধী অনেক কাজের মূলোৎপাটিত হয়েছে। তম্মধ্যে মাদ্‌রাসার সামনে যুগ যুগ ধরে যে বিরাট গরুর লড়াই ও বলি খেলা চলে আস্‌ছিল তা বন্ধ হয়ে যায়। এটা শুধু এল্‌মে জাহেরের কেন্দ্র নয়, এল্‌মে তাসাউফ বা আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্রও বটে। অত্র এলাকায় দ্বীনের প্রচার প্রসারে অত্র প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য।

বর্তমানে আর্থিক টানা-পোড়ন সত্ত্বেও এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। স্মরণিকা প্রকাশের মাধ্যমে ছাত্র ও শিক্ষকের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটবে বলে আশা করি। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে সৎকাজে সহযোগিতা করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

(আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম)
পীর ছাহেব, গারাংগিয়া, সাতকানিয়া।

শুভেচ্ছা বাণী

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম

অলিকুল শীরমণি কুতবে এরশাদ সুলতানুল আউলিয়া হযরত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মজীদ (বড় হুজুর কেবলা রহঃ) এর পবিত্র উপস্থিতি ও দোয়ার বদৌলতে উনারই জ্বলন্ত কেরামত, উক্ত স্থানে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত বলি খেলা ও গরুর লড়াইয়ের পরিবর্তে উনারই স্থাপিত বাঁশখালীর প্রাণ কেন্দ্র চেচুরিয়া গ্রামে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা দিন দিন উন্নতির সাথে দ্বীনের খেদমত আনজাম দিয়ে আসছে।

হুজুর কেবলা দ্বয়ের ইন্তেকালের পর আমি বৎসরে কমপক্ষে দু'বার বাঁশখালী খান্‌কায়ে হামেদিয়া মজিদিয়া ও বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসার বার্ষিক সভায় যথা সম্ভব উপস্থিত হয়ে মাদ্‌রাসার কর্ম-কান্ড স্বচক্ষে অবলোকন করি। আজ মাদ্‌রাসার ২৫ বৎসর পূ

পূর্তি উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে এ ফরিয়াদ জানাই, তিনি যেন মাদ্‌রাসা ও তাঁর শুভাকাংখিদেরকে আরো দিন দিন চতুর্মূখী উন্নতি দান করেন। আমিন!

ওয়াস্‌সালাম

(আলহাজ্ব মাওলানা মাহ্‌মুদুল হক মজিদী)
পীর ছাহেব, গারাংগিয়া, সাতকানিয়া।

শুভেচ্ছা বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

নাহ্মাদুহু ওয়া নুছাল্লি আলা রাসুলিহীল কারীম

আল্লাহ্ পাকের শোক্‌রিয়া আদায় করছি, যিনি আমার প্রাণ প্রিয় দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসাকে প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বৎসর পূরণ করে এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশের তাওফীক দিলেন। ১৯৭৪ সনে সর্বপ্রথম একখানা খান্‌কাহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সুলতানুল আউলিয়া মুরশেদী হযরত বড় হুজুর কেবলা (রহঃ) তশরীফ আনেন। আমি নালায়েক তৎসঙ্গে আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী ও তরীকত অনুরাগী কয়েক জন ভাইসহ হুজুর কেবলার হাতে এর ভিত্তি দেয়া হয়। এরপর মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হলে আমরা বার জন ব্যক্তি দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করে ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে সুন্নতে রসুল (সঃ) ও সিল্‌সিলায়ে তরিকতের আলোকে পরিচালিত হবে মর্মে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে মাদ্‌রাসা আরম্ভ করি। বর্তমানে প্রথম শ্রেণী থেকে ফাজিল পর্যন্ত সুদক্ষ শিক্ষক মন্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ভাল ভাবে লেখা-পড়া চলে আস্‌তেছে। যাদের ত্যাগের বদৌলতে স্বল্প সময়ে মাদ্‌রাসা এ মানে আসল, তাঁদের উত্তম প্রতিদান বিশেষতঃ যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তাদের রূহের মাগ্‌ফেরাত আল্লাহ্‌র দরবারে কামনা করছি। সর্বোপরি বর্তমান গভর্ণিং বডি, শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

আল্লাহ আমাদের শ্রমকে কবুল করুন এবং এই মাদ্‌রাসাকে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমিন!

(আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুচ্ছালাম)
পীর ছাহেব, বাঁশখালী।

শুভেচ্ছা বাণী

الحمد لله العلى العظيم والصلوة والسلام على نبيه ورسوله الكريم وعلى اله واصحابه الذين نصروا الدين القويم اما بعد !

সকল মুসলিম ও সম্মানিত ওলামায়ে কেরামদের মূল্য উপলব্ধিকারী ভাইদের কাছে ইহা অস্পষ্ট না থাকে যে, এই মাদ্‌রাসা যাকে ''হামেদিয়া রহিমা আলীয়া'' নামকরণ করা হয়েছে এবং বাঁশখালীর মাঝখানে মুগ্ধকর দৃশ্যে ও মনোরম জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে তা আমাদের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে এক বিরাট নেয়ামত। মাশা'আল্লাহ মাদ্‌রাসার সম্মানিত সকল শিক্ষকগণ উপযুক্ত ও উচ্চ মানের। যারা অত্যন্ত এখ্‌লাসের সাথে উলুমে শরীয়া ও জাগতিক বিষয়াদির শিক্ষা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে আঞ্জাম দিচ্ছে। প্রিয় ছাত্ররাও চারিত্রিক দিক দিয়ে সুন্নাতের অনুসারী হিসেবে পরিদৃশ্য হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে এই প্রতিষ্ঠান শায়খুশ্‌শরীয়ত ওয়াত্‌তরীকত হযরত শাহ গারাঙ্গিয়ার ইঙ্গিত ও রূহানী ফুয়ূজাতের আশ্চর্য ফসল। অল্প সময়ে দিন দিন উন্নতি লাভ করে এবতেদায়ী স্তর হতে ফাযিল পর্যন্ত মঞ্জুরী সরকারের পক্ষ হতে সহজ ভাবে লাভ করে। মুসলিম ভাইদের কাছে একান্ত আরজ, আপনারা সবর্দাই মাদ্‌রাসাকে দৃষ্টির সামনে রাখবেন এবং সাহায্য করতে কার্পন্য করবেন না।

মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা জনাব আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধূরী সাহেব ও মাদ্‌রাসার গভর্নিং বডির অন্যান্য সদস্যগণের জন্য দোয়া করছি যেন আল্লাহ ছোবহানাহু তায়ালা তাদের খেদমত সমূহকে উত্তম কবুলের সাথে সৌন্দর্য দান করেন এবং এই মাদ্‌রাসাকে কিয়ামত পর্যন্ত উন্নতির সাথে জারি রাখেন।

আজ ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকার কবুলিয়তের জন্যও আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করছি।

آمين : يارب العالمين بحرمة سيدالمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجمعين

(মাওলানা মোহাম্মদ আবদুচ্ছালাম)
কাথরিয়া, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
সাবেক ছদ্‌রুল মোদার্‌রেসিন
অত্র মাদ্‌রাসা।

এক নজরে মাদ্‌রাসা কমপ্লেক্স

	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার সন
❒	বাঁশখালী কেন্দ্রীয় খান্‌কায়ে হামেদিয়া মজিদিয়া	১৯৭৪ সাল
❒	চেচুরিয়া মজিদিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা	১৯৭৫ সাল
❒	বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা	১৯৭৬ সাল
❒	চেচুরিয়া রশিদিয়া হেফ্‌জখানা	১৯৭৭ সাল
❒	হামেদিয়া রহিমা এতিমখানা, বাঁশখালী	১৯৭৮ সাল
❒	বাঁশখালী জামে মসজিদ	১৯৭৮ সাল

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্য

দীর্ঘ পথ পরিক্রমা পাড়ি দিয়ে ও নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ঐতিহ্যবাহী বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা তার ২৫ বৎসর পূর্তি উদ্‌যাপন করতে পারায় মহা মহিম আল্লাহ্‌র কাছে জানাই অশেষ শোকরিয়া। অত্র এলাকায় দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারের একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৬ সালে স্থানীয় কিছু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা নিয়ে এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। অবশ্য এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার পূর্বে সংলগ্ন খান্‌কাহ ও ফোরকানিয়া এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত সংলগ্ন এতিমখানা, হেফ্‌জখানা, ও জামে মসজিদ এ মাদ্‌রাসার পূর্ণতা সাধন ও শোভা বর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠান একটি পরিপূর্ণ ইসলামী কমপ্লেক্সে রূপান্তরিত হয়।

২৫ বৎসর পূর্তির আজিকার এই দিনে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি অত্র এলাকা ও বাইরের সে সব ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের, যাঁদের সর্বাত্মক আর্থিক ও শারীরিক সহযোগিতায় আজ এ মাদ্‌রাসা বর্তমান পর্যায়ে এসে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছে। তম্মধ্যে যাঁরা ইহকাল ত্যাগ করেছেন, মহান আল্লাহ্‌ পাকের কাছে তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। আর যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। সাথে সাথে আগামীতে তাঁদের সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

এ মাদ্‌রাসার শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষকদের অবদান অবশ্যই স্মরণীয়। ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে আশা রাখি। অভিভাবকদের পরামর্শ ও সহযোগিতা অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও আমাদের চলার পথের পাথেয় হবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি। সাথে সাথে বর্তমান অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত ভবিষ্যত কামনা করছি।

আপনাদের কাছে দোয়া চাই, যাতে করে মহান আল্লাহ্‌ পাক আমাদের প্রচেষ্টা ও শ্রমকে নাজাতের উছিলা করে। আল্লাহ্‌পাক আমাদের সহায় হোন।

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী
প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি
অত্র মাদ্‌রাসা।

সহ-সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্য

দক্ষিণ চট্টলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ২৫ বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠানে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে সক্ষম হওয়ায় আমি আনন্দিত ও আল্লাহ্‌র দরবারে শোকর গুজার। অতি অল্প সময়ে মাদ্‌রাসাটি মুনিবের দয়ায় এলাকায় খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। অতীতের ন্যায় সামনেও সর্বস্তরের তাওহিদী জনতার কাছে মাদ্‌রাসার প্রতি সুনজর রাখার আহ্বান রইল।

আমি ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মাদ্‌রাসাটিকে আরো উন্নত মানে পরিণত করার জন্য আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করছি। সাথে সাথে প্রকাশিতব্য স্মরণিকা "তাযকিরা" এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(আলহাজ্ব) নূরুল আলম
সহ-সভাপতি,
অত্র মাদ্‌রাসা।

সেক্রেটারী মহোদয়ের বক্তব্য

ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করার তাওফীক লাভ করায় আল্লাহ্‌র দরবারে শোক্‌রিয়া আদায় করছি। ১৯৭৬ সনে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে অদ্যবধি তার সামগ্রিক উন্নয়নে আমার ও সহপাঠিদের সাধ্যমত প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। মাদ্‌রাসাটি এমানে পৌঁছতে যাঁদের আন্তরিক অবদান রয়েছে, তাঁদের সকলের প্রতি মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি। সামনেও সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। তৎসঙ্গে মাদ্‌রাসার সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক-কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করছি।

আল্লাহ যেন এ মাদ্‌রাসাকে কেয়ামত পর্যন্ত জারী রাখেন তার জন্য দোয়া করছি। সাথে সাথে স্মরণিকা প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ আমাদের শ্রমকে কবুল করুন ॥

(আলহাজ্ব) সৈয়দ আনোয়ার হোছাইন
সেক্রেটারী, অত্র মাদ্‌রাসা।

অধ্যক্ষ মহোদয়ের প্রতিবেদন

শুরুতে মহান রবের দরবারে শোক্রিয়া নিবেদন করছি, যিনি এ পৃথিবীতে মানবকে সুন্দর করে সৃজনের পর অভিষিক্ত করেছেন আশরাফুল মাখলুকাতের শ্রেষ্ঠ মর্যাদায়। যুগ যুগ ধরে এ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য অসংখ্য নবী রাসুলের আগমনের ধারা বেয়ে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল হিসেবে আমাদের প্রিয়নবী হযরত রাসুলে আকরম (সঃ) আবির্ভূত হন। অত:পর তিনি জাতি গড়ার কারখানা হিসেবে মক্কা মুকাররমায় দারুল আরকাম ও মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন, যা ইসলামের সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে সর্বজন বিদিত ও স্বীকৃত। এ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের পথ অবলম্বনে পুণ্যভূমি চট্টগ্রাম দক্ষিণাঞ্চলের বাঁশখালী উপজেলাধীন দু'যুগের বেশী সোনালী ঐতিহ্যে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র মন্ডিত বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা এক সুপরিচিত নাম।

মহা মহিমান্বিত আল্লাহর অনন্ত কৃপায় পঁচিশ বর্ষ পূর্তির এ শুভক্ষণেই স্বল্প বয়স ও ইলমের অধিকারী প্রতিবেদকের মসিতে তথ্য বহুল বর্ণাঢ্য ও বৈদ্যুতিক গতিতে সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পুরো ইতিবৃত্ত অসম্ভব হলেও ইতিহাস পর্যালোচনা ও রেকর্ড পত্র পর্যবেক্ষণ পূর্বক নিম্নোক্ত বিবরণীর দুঃসাহসী পদক্ষেপ নিচ্ছি মাত্র।

দেশ স্বাধীনতাত্তোর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধর্মীয় মূল্যবোধ অবলুপ্ত হওয়ার মত সংকটাপন্ন মূহুর্তে উপজেলার প্রাণ কেন্দ্রে বৈলছড়ি ইউনিয়নের চেচুরিয়া গ্রামে অবস্থিত বাঁশখালী কেন্দ্রীয় খান্‌কায়ে হামেদিয়া মজিদিয়ার অনুকূল পরিবেশে পথহারা অগণিত বনী আদমের দ্বীনি তা'লিমের জন্য একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। দ্বীনের এ চাহিদা পূরণে ভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব আমীরুল হজ্ব মরহুম খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরীর সুযোগ্য উত্তরসূরী আল্‌হাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী খান্‌কাহ সংলগ্ন নিজস্ব জায়গা দানে সম্মতি প্রদান করলে এলাকার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের সমন্বিত প্রচেষ্টার বদৌলতে এ মহতি উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৭৬ ইং সনের মাঝামাঝি সময়ে এর আলাপ আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে ১৫০ফুট দীর্ঘ পূর্বমূখী উত্তর দক্ষিণ টিনশেড মাটির দেয়াল বিশিষ্ট গৃহ নির্মিত হয়। তবে এর পূর্বে ১৯৭৬ ইংরেজীর শেষের দিকে মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী এবং ওনার চার ভাইসহ সর্বপ্রথম মাদ্‌রাসার জন্য ৩৭ শতক জমি ১৯৭৭সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়াক্‌ফ করেন। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বাঁশখালী কেন্দ্রীয় খানকায়ে হামেদিয়া মজিদিয়ার জায়গা ওয়াক্‌ফ করেন তিনি নিজে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে এতে দ্বীনি তা'লিমের কয়েকটি বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে খোলা হলে তা বিশাল কমপ্লেক্স-এ রূপ ধারণ করে। যেমন পবিত্র কুরআন তালিমের জন্য ১৯৭৫ ইংরেজীতে খান্‌কায় চেচুরিয়া মজিদিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ১৯৭৭ ইংরেজীতে মাদ্‌রাসায় স্থানান্তরিত হয়। উল্লেখ্য তৎকালীন সরকারী বিধি মোতাবেক মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়ে জেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক অনুদান পেয়েছিল। অতঃপর ১৯৭৭ ইংরেজীতে উক্ত খান্‌কায় মুসলিম মিল্লাতের একমাত্র হেদায়ত গ্রন্থ পবিত্র কোরআন মজিদ হেফ্‌জের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় চেচুরিয়া রশিদিয়া হেফ্‌জখানা। ১৯৭৮ ইংরেজীতে উক্ত হেফ্‌জখানাসহ মূল মাদ্‌রাসার দক্ষিণ ভাগে দুই কক্ষ বিশিষ্ট পৃথক এতিমখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর হতে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত (রেজি নং সি/৭৪০) নিঃস্ব এতিমদের থাকা খাওয়া কাপড়-চোপড়, শিক্ষা উপকরণসহ যাবতীয় তত্ত্বাবধান সুশৃংখলভাবে চলে আসছে। এভাবে সংযোজিত হলো হামেদিয়া রহিমা এতিমখানা। অনুরূপভাবে ১৯৭৮ ইংরেজীতে মূল মাদ্‌রাসা গৃহের দক্ষিণাংশে একই দানকৃত জমিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় বাঁশখালী জামে মসজিদ। পরবর্তীতে মাদ্‌রাসা, এতিমখানা ও হেফ্‌জখানার ছাত্র সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মাদ্‌রাসা ও এতিমখানা

সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে মাদ্‌রাসার উত্তর দিকে পূর্ব-পশ্চিম ১১০ ফুট দক্ষিণ মুখী চারতলার ভিত্তি সমেত দালান নির্মিত হয়। যার দ্বিতীয় তলা নির্মাণাধীন এবং দক্ষিণ দিকে পূর্ব-পশ্চিম ১২০ ফুট উত্তর মূখী দালান নির্মিত হলে তার পশ্চিম ভাগে হেফ্‌জখানা ও পূর্বভাগে এতিমখানা সাবেক স্থান হতে স্থানান্তর করা হয়। এছাড়া মাদ্‌রাসার উত্তরে পুকুর পাড়ে চার পরিবারের জন্য দু'টি সেমিপাকা টিনশেড ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয় এবং দঃ পাড়ে ছাত্রদেরজন্য পৃথক ডাইনিং হল ও রান্না ঘর তৈরী হয় এবং এর পশ্চিম ভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টয়লেট নির্মিত হয়। উল্লেখ্য, মাদ্‌রাসায় ১৫০ ফুট লম্বা উত্তর দক্ষিণ কাঁচা গৃহটি ১৯৯৭ সালের ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ায় জায়গাটা এখন খালি পড়ে আছে। সেখানে চারতলা ভিত্তিসমেত মাদ্‌রাসার মূল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ধর্মপ্রাণ ভাইদের সহযোগিতা কাম্য। এভাবে অগ্রসরমান এ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলছে। ফলশ্রুতিতে তৎকালীন বিভাগীয় সহকারী পরিদর্শক বাঁশখালীর কৃতি সন্তান আলহাজ্ব আবুল হোছাইন চৌধুরী সরকারী ভাবে মাদ্‌রাসা পরিদর্শনে এসে সফল ও আন্তরিক রিপোর্ট প্রদান করলে সর্বপ্রথম দাখিল মঞ্জুরি লাভ করে, কারণ তৎকালীন দাখিল মঞ্জুরী প্রদান ডি,ডি, পি,আই সম্পন্ন করতেন। এভাবে ঃ

☆ ০১/০৭/৭৭ ইংরেজীতে দাখিল মঞ্জুরী।

☆ ০১/০৭/৭৯ ইংরেজীতে আলিম মঞ্জুরী।

☆ ০১/০৭/৮১ ইংরেজীতে ফাজিল অনুমতি।

☆ ০১/০৭/৮৪ ইংরেজীতে ফাজিল মঞ্জুরী লাভ করে।

স্বল্প পরিসরে গড়ে উঠা অত্র কমপ্লেক্সের সুদক্ষ ও নিষ্টাবান গভর্ণিং বডি ও সম্মানিত আসাতেযায়ে কেরামের পরিশ্রমের বদৌলতে ক্রমান্বয়ে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে এগুতে থাকলে কামিল শ্রেণী খোলার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয় তা বাস্তবায়ন কল্পে প্রয়োজনীয় কিতাব পত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করলে তদানীন্তন সরকারের ধর্মমন্ত্রী ও জমিয়তুল মোদার্‌রেসিনের সভাপতি আলহাজ্ব মাওঃ এম, এ, মান্নান দাওয়াত প্রাপ্ত হয়ে মাদ্‌রাসার সালানা জলসায় কামিল শ্রেণীর সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু সরকারীনীতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এর কার্যক্রম মাঝপথে স্থগিত হয়ে আছে।

বলাবাহুল্য বাঁশখালী হামেদিয়া কমপ্লেক্সের বহুমুখী প্রতিষ্ঠান তথা খান্‌কাহ, ফোরকানিয়া হেফ্‌জখানা, এতিমখানা, জামে মসজিদ এগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পৃথক পৃথক পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। তবে নির্বাহী জিম্মাদারী মাদ্‌রাসার মূল গভর্ণিং বডি আঞ্জাম দিয়ে থাকেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অত্র মাদ্‌রাসা শা'হানে গারাংগিয়ার দোয়ার বরকতে মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করতঃ যুগোপযোগী ও উন্নত কানুনে সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে যথা সাধ্য পরিচালিত হয়ে আসছে। ফলে বর্তমানে অধ্যয়নরত প্রায় নয় শত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত বৃত্তি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল লাভ করে। তা ছাড়া বিভিন্ন সংস্থা, পরিষদ ও ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যবধি গৌরবোদ্দীপ্ত কালের অসংখ্য ছাত্র দেশের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মাদ্‌রাসা, কলেজ ও সরকারী বেসরকারী স্কুলের বিভিন্ন পদে যোগ্যতার সাথে অধিষ্ঠিত রয়েছে। তাছাড়া বহির্বিশ্বে বিভিন্ন সম্মানজনক পদ সমূহ অলংকৃত করতেও সক্ষম হয়েছে।

নব্য জাহেলিয়্যাতের যুগে দেশী-বিদেশী ইসলামের শত্রুরা দ্বীন ও দ্বীনি শিক্ষা উৎখাতের চরম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আন্তর্জাতিকভাবে ইসলাম, ইসলামী মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্ববাসীর গণজোয়ারকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত

করার হীন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইসলাম ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ বিস্তার লাভ করেছে ব্যাপকভাবে। যুগের অনুরূপ প্রেক্ষাপটে ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের কার্যকর ভূমিকার বিকল্প নেই। আদর্শিক অবক্ষয়ের চরম তামাসাচ্ছন্ন এ পিরিয়ডে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার কল্পে অবহেলিত মুসলিম উম্মাহর রাহ্বার তৈরী করতঃ ইকামতে দ্বীনের যোগ্য নেতৃত্ব উপহার দিচ্ছে অত্র মাদ্‌রাসা। প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আগত জ্ঞান পিপাসু তালেবগণ দ্বীনের যথাযথ তালিম পেয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে।

পরিশেষে, বলা যায় অত্র মাদ্‌রাসা দ্বীনি অনুভূতি ও তাক্ওয়া বিবর্জিত চলমান প্রেক্ষাপটে উম্মাহর হেদায়ত ও মিল্লাতের সুকঠিন দাবিকে পূরণ করার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলছে অতীব সতর্কতার সাথে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অত্র মাদ্‌রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট সম্মানিত গভর্ণিং বডির সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ ও শিক্ষক, কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী বা অন্যান্য শুভাকাংখী যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন, তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে উত্তম বিনিময় দানের জন্য মহান আল্লাহ্‌র দরবারে মোনাজাত করি। হে আল্লাহ্‌ অত্র মাদ্‌রাসার সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতিতে আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমিন্‌! ছুম্মা আমিন।

(মাওলানা) মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
অধ্যক্ষ ,অত্র মাদ্‌রাসা।

মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠা কালীন সাংগঠনিক কমিটি

২০/১০/১৯৭৬ - ২৮/১২/১৯৭৯ ইংরেজী

ক্রমিক	নাম	ঠিকানা	পদবী
১।	জনাব মাওলানা আবদুচ্ছালাম	কোকদন্ডী, বাঁশখালী	সভাপতি
২।	জনাব আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী	বৈলছড়ী, বাঁশখালী	সেক্রেটারী
৩।	জনাব মাওলানা আহমদ নজীর	পালেগ্রাম, বাঁশখালী	সদস্য
৪।	জনাব মোজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী	চেচুরিয়া, বাঁশখালী	সদস্য
৫।	জনাব কবির আহমদ সওদাগর	কোকদন্ডী, বাঁশখালী	সদস্য
৬।	জনাব মৌলভী মুহাম্মদ ইলিয়াছ	চেচুরিয়া, বাঁশখালী	সদস্য
৭।	জনাব নূরুল আলম	চেচুরিয়া, বাঁশখালী	সদস্য
৮।	জনাব আনোয়ারুল আজিম সওদাগর	কাথরিয়া, বাঁশখালী	সদস্য
৯।	জনাব মাহমুদুল হক	চেচুরিয়া, বাঁশখালী	সদস্য
১০।	জনাব নূরুল হক চৌধুরী	বৈলছড়ী, বাঁশখালী	সদস্য
১১।	জনাব সৈয়দ আনোয়ার হোছাইন	ইজ্জত নগর, বাঁশখালী	সদস্য
১২।	জনাব মোবারক আলী	বৈলছড়ী, বাঁশখালী	সদস্য
১৩।	জনাব সৈয়দ আহমদুল হক	চেচুরিয়া, বাঁশখালী	সদস্য
১৪।	জনাব মাওলানা কবির আহমদ	চেচুরিয়া, বাঁশখালী	সদস্য
১৫।	জনাব দানেশ আহমদ চৌধুরী	চেচুরিয়া, বাঁশখালী	সদস্য

প্রথম ও বর্তমান কমিটির অন্তর্ভুক্ত নন এমন সম্মানিত সদস্যবৃন্দ যারা বিভিন্ন কমিটিতে ছিলেন

২৯/১২/১৯৭৯ – ২৬/০১/১৯৯৮ ইংরেজী

ক্রমিক	নাম	ঠিকানা
১।	জনাব আলহাজ্ব মাহমুদুল হক চৌধুরী	বৈলছড়ী, বাঁশখালী
২।	জনাব আলহাজ্ব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, এম.পি.	গুনাগড়ী, বাঁশখালী
৩।	জনাব আলহাজ্ব ইয়াছীনুল ইসলাম চৌধুরী	বৈলছড়ী, বাঁশখালী
৪।	জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আবদুচ্ছালাম ছাহেব	কাথরিয়া, বাঁশখালী
৫।	জনাব কমরুদ্দীন চৌধুরী	বৈলছড়ী, বাঁশখালী
৬।	জনাব মোহাম্মদ জোনাইদ	চেচুরিয়া, বাঁশখালী
৭।	জনাব আলহাজ্ব ডাঃ মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব চৌধুরী	শেখেরখীল, বাঁশখালী
৮।	জনাব ডাঃ ফররুখ আহমদ	গুনাগড়ী, বাঁশখালী।

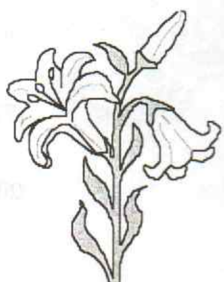

মাদ্‌রাসার বর্তমান গভর্ণিং বডি
২৭/০১/৯৮ - ২৬/০১/২০০১ ইং

❒ ক্রমিক	❒ নাম	❒ ঠিকানা	❒ পদবী
১।	জনাব আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী	বৈলছড়ী, বাঁশখালী	সভাপতি
২।	জনাব আলহাজ্ব নূরুল আলম	কালীপূর, বাঁশখালী	সহ-সভাপতি
৩।	জনাব আলহাজ্ব সৈয়দ আনোয়ার হোছাইন	কালীপূর, বাঁশখালী	সেক্রেটারী
৪।	জনাব আলহাজ্ব এস,এম, মোরশেদ	গুনাগরী, বাঁশখালী	সদস্য
৫।	জনাব আলহাজ্ব সলিমুল্লাহ চৌধুরী	বৈলছড়ী, বাঁশখালী	সদস্য
৬।	জনাব আলহাজ্ব নূরুল আলম	চেচুরিয়া, বাঁশখালী	সদস্য
৭।	জনাব আলহাজ্ব মাহমুদুল হক	চেচুরিয়া, বাঁশখালী	সদস্য
৮।	জনাব আলহাজ্ব জমির আহমদ	চেচুরিয়া,বাঁশখালী	সদস্য
৯।	জনাব ডাঃ সৈয়দ মিছ্‌বাহ্‌-উল হক	চেচুরিয়া,বাঁশখালী	সদস্য
১০।	জনাব মাওলানা আহমদ নজীর	পালেগ্রাম, বাঁশখালী	শিক্ষক প্রতিনিধি
১১।	জনাব আলহাজ্ব মাওলানা আমীনুল হক	ছনুয়া,বাঁশখালী	শিক্ষক প্রতিনিধি
১২।	জনাব মাওলানা মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম	শেখেরখীল, বাঁশখালী	অধ্যক্ষ

মাদ্‌রাসার সাবেক তত্ত্বাবধায়ক/অধ্যক্ষবৃন্দ

ক্রমিক	নাম	ঠিকানা	পদবী	কর্মদিবস
১।	জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হোছাইন	বাগমারা, বাঁশখালী	তত্ত্বাবধায়ক	১/২/৭৬ - ৩১/৩/৭৭
২।	জনাব মাওলানা মীর আহমদ	পালেগ্রাম, বাঁশখালী	ভারঃ তত্ত্বাবধায়ক	১/৪/৭৭ - ১৫/৪/৮০
৩।	জনাব মাওলানা নূরুল ইসলাম	মহেষখালী, কক্সবাজার	তত্ত্বাবধায়ক	১৬/৪/৮০ - ৩১/৫/৮২
৪।	জনাব মাওলানা মীর আহমদ	পালেগ্রাম, বাঁশখালী	তত্ত্বাবধায়ক	১/৬/৮২ - ৩১/৮/৮৬
৫।	জনাব মরহুম মাওলানা কবির আহমদ	বড়ঘোনা, বাঁশখালী	অধ্যক্ষ	১/৯/৮৬ - ১৮/১১/৮৬
৬।	জনাব মাওলানা মীর আহমদ	পালেগ্রাম, বাঁশখালী	অধ্যক্ষ	১৯/১১/৮৬ - ৭/৬/৮৭
৭।	জনাব আলহাজ্ব মাওলানা বজলে আহমদ	বাগমারা, বাঁশখালী	অধ্যক্ষ	৮/৬/৮৭ - ৩১/৫/৮৮
৮।	জনাব মাওলানা মোজাফ্‌ফর আহমদ	চাম্বল, বাঁশখালী	অধ্যক্ষ	১/৬/৮৮ - ৩০/১১/৯৩
৯।	জনাব মাওলানা সৈয়দ আহমদ	ছনুয়া,বাঁশখালী	ভারঃ অধ্যক্ষ	১/১২/৯৩ - ৪/৯/৯৪
১০।	জনাব মাওলানা বদী আহমদ	চাম্বল, বাঁশখালী	অধ্যক্ষ	৫/৯/৯৪ - ১৩/২/২০০০

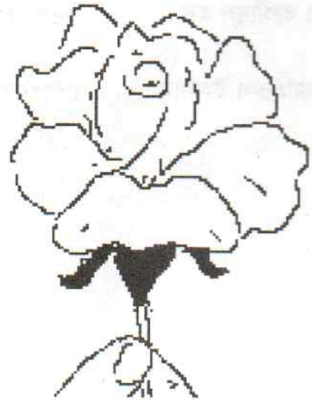

মাদ্‌রাসার প্রাক্তন শিক্ষকবৃন্দ

নিয়োগের ক্রমানুসারে

ক্রমিক	নাম	ঠিকানা
১।	জনাব মাওলানা আবুল মঈন	চাম্বল, বাঁশখালী
২।	জনাব মাওলানা আবদুল লতিফ	জলদী, বাঁশখালী।
৩।	জনাব মাষ্টার আমিনুর রহমান	বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
৪।	জনাব মাষ্টার সৈয়দ আহমদ	গুণাগড়ী, বাঁশখালী।
৫।	জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আবদুচ্ছালাম (বড় হুজুর)	কাথরিয়া, বাঁশখালী।
৬।	জনাব মাওলানা রফিউল করিম	চাম্বল, বাঁশখালী।
৭।	জনাব মাওলানা মুফিজুর রহমান	গন্ডামারা, বাঁশখালী।
৮।	জনাব মাষ্টার আহমদুর রহমান	চাম্বল, বাঁশখালী।
৯।	জনাব মরহুম মাওলানা নজির আহমদ	মিনজিরিতলা, বাঁশখালী।
১০।	জনাব মাষ্টার ছালেহ আহমদ	কাথরিয়া, বাঁশখালী।
১১।	জনাব মাওলানা হাফেজ মফ্‌জল আহমদ	গাঠিয়াডাঙ্গা, সাতকানিয়া।
১২।	জনাব মাওলানা মকছুদ আহমদ	ছনুয়া, বাঁশখালী।
১৩।	জনাব মাষ্টার আবদুল খালেক চৌধুরী	গন্ডামারা,বাঁশখালী।
১৪।	জনাব মাষ্টার সৈয়দ আহমদ	ভাদালিয়া, বাঁশখালী।
১৫।	জনাব মাষ্টার গোলামুর রহমান	বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
১৬।	জনাব মাষ্টার আবদুর রশিদ	বাঁশখালা, বাঁশখালী।
১৭।	জনাব মাওলানা আতাউর রহমান	কাথরিয়া, বাঁশখালী।
১৮।	জনাব মাওলানা মুহাম্মদ জুনাইদ	পঃ চেচুরিয়া,বাঁশখালী।
১৯।	জনাব মাওলানা অলি আহমদ	পালেগ্রাম, বাঁশখালী।
২০।	জনাব আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী	বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
২১।	জনাব মাওলানা সামসুল আলম আযাদ	পশ্চিম চাম্বল, বাঁশখালী।
২২।	জনাব মাওলানা মুফিজুর রহমান	মিনজিরিতলা, বাঁশখালী।
২৩।	জনাব মাওলানা আবদুল লতিফ	আরাকান, বার্মা।
২৪।	জনাব মাওলানা আহমদ হোছাইন	পাইরাং, বাঁশখালী।
২৫।	জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম(উপাধ্যক্ষ)	ছনুয়া, বাঁশখালী।

❒ ক্রমিক	❒ নাম	❒ ঠিকানা
২৬।	জনাব মাওলানা বেদার আহমদ	জলদী, বাঁশখালী।
২৭।	জনাব মরহুম মাষ্টার মুহাম্মদ ইসমাঈল	চেচুরিয়া, বাঁশখালী।
২৮।	জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাছন	চাম্বল, বাঁশখালী।
২৯।	জনাব মাষ্টার শেখ আবদুস সালাম	জলদী, বাঁশখালী।
৩০।	জনাব মাষ্টার রশিদ আহমদ চৌধুরী	বড়ঘোনা, বাঁশখালী।
৩১।	জনাব মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম	গুণাগড়ী, বাঁশখালী।
৩২।	জনাব মাওলানা বজল আহমদ	সরল, বাঁশখালী।
৩৩।	জনাব মাষ্টার মুহাম্মদ ইউনুছ	বাহারছড়া, বাঁশখালী।
৩৪।	জনাব মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ ইছহাক	বাগমারা, বাঁশখালী।
৩৫।	জনাব মাওলানা আবদুল মালেক	পূর্ব কোনাখালী, চকরিয়া।
৩৬।	জনাব মাষ্টার নূরুল আবছার	ইলশা, বাঁশখালী।
৩৭।	জনাব মাষ্টার খোরশেদুল আলম	ইলশা, বাঁশখালী।
৩৮।	জনাব মাওলানা আহমদুর রহমান	রত্নপুর, বাঁশখালী।
৩৯।	জনাব অধ্যাপক শেখ মঈনুল হক চৌধুরী	জলদী, বাঁশখালী।
৪০।	জনাব মাষ্টার আক্কাছুর রহমান	বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া।
৪১।	জনাব মাওলানা রুহুল আমীন	চাম্বল, বাঁশখালী।
৪২।	জনাব হাফেজ সোলতান আহমদ	কাথরিয়া, বাঁশখালী।
৪৩।	জনাব মাওলানা শেহাব উদ্দীন	বৈলছড়ী, বাঁশখালী।
৪৪।	জনাব মাষ্টার আবদুল ওয়াজেদ	গুণাগড়ী, বাঁশখালী।
৪৫।	জনাব মাষ্টার হাছান আলী	ছনুয়া, বাঁশখালী।
৪৬।	জনাব মাওলানা সৈয়দ আহমদ(উপাধ্যক্ষ)	ছনুয়া, বাঁশখালী।
৪৭।	জনাব মরহুম অধ্যাপক জাফরুল আলম চৌধুরী	চাম্বল, বাঁশখালী।
৪৮।	জনাব অধ্যাপক আজিজুর রহমান	চাম্বল, বাঁশখালী।
৪৯।	জনাব মাওলানা জাফর আহমদ	শেখের খীল, বাঁশখালী।
৫০।	জনাব মাওলানা ক্বারী আবদুল জব্বার	উত্তর জলদী, বাঁশখালী।
৫১।	জনাব মাষ্টার মুহাম্মদ আমীর	ছনুয়া, বাঁশখালী।
৫২।	জনাব মাওলানা মুহাম্মদ মুহসিন	সাতকানিয়া সদর, সাতকানিয়া।
৫৩।	জনাব মাষ্টার রুহুল কাদের চৌধুরী	বাগমারা, বাঁশখালী।

মাদ্রাসায় বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক/কর্মচারীবৃন্দ

ক্রমিক	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
১।	জনাব মাওলানা মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম	এম.এম.	অধ্যক্ষ
২।	জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম	এম.এম., বি.এ.	উপাধ্যক্ষ
৩।	জনাব মাওলানা আহমদ নজীর	এম.এম.	সহকারী অধ্যাপক(আরবী)
৪।	জনাব মাওলানা রফিউল আলম	এম.এম., এম.এ.	সহকারী অধ্যাপক(আরবী)
৫।	জনাব মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুল হক	এম.এম.	প্রভাষক (আরবী)
৬।	জনাব অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলাম	বি.এ. (অনার্স) এম.এ.	প্রভাষক (বাংলা)
৭।	জনাব অধ্যাপক জহিরুল ইসলাম (খন্ড কালীন)	বি.এ. (অনার্স) এম.এ.	প্রভাষক (ইংরেজী)
৮।	জনাব অধ্যাপক মুহাম্মদ মোখ্তারুজ্জামান	বি.এ. (অনার্স) এম.এ, এফ.এম,	প্রভাষক (ইস. ইতিহাস)
৯।	জনাব আলহাজ্ব মাওলানা আমীনুল হক	এফ.এম.	সহকারী মৌলভী
১০।	জনাব মাওলানা আলী আহমদ	এম.এম.	সহকারী মৌলভী
১১।	জনাব আলহাজ্ব মাওলানা মুজিবুর রহমান	এম.এম.	সহকারী মৌলভী
১২।	জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের	বি.এ.বি-এড,এম.এম.	সহকারী শিক্ষক
১৩।	জনাব মাষ্টার আজিজ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী	বি.এ.	সহকারী শিক্ষক
১৪।	জনাব মাষ্টার ফয়েজুর রহমান	বি.এস-সি.	সহকারী শিক্ষক
১৫।	জনাব মাষ্টার মোরশেদুল হাসান চৌধুরী	বি.এ.বি.পি-এড.	সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা)
১৬।	জনাব মাষ্টার জাফরুল ইসলাম	আই.এ.	জুনিয়র শিক্ষক
১৭।	জনাব মাওলানা মুজিবুল হক	এফ.এম.	ক্বারী (দাখিল)
১৮।	জনাব মাওলানা মুহাম্মদ নূরুন্নবী	এম.এম.	এবতেদায়ী প্রধান
১৯।	জনাব মাওলানা রমিজ আহমদ ফারুকী	এম.এম.	এবতেদায়ী সহকারী মৌলভী
২০।	জনাব মাষ্টার নূরুল হোসাইন চৌধুরী	আই.এ.	এবতেদায়ী সহকারী শিক্ষক
২১।	জনাব মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী	আলিম.	ক্বারী (এবতেদায়ী)
২২।	জনাব মাওলানা মুজাফ্ফর আহমদ	এম.এম.গ্রন্থাগারীক, ডিপ্লোমা.	লাইব্রেরীয়ান
২৩।	জনাব মাষ্টার জাকের আহমদ চৌধুরী	এস.এস-সি	উচ্চমান অফিস সহকারী
২৪।	জনাব মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়বুল্লাহ	এফ.এম. বি.এ.	অফিস সহকারী
২৫।	জনাব মাহ্ফুজুর রহমান	৮ম শ্রেণী	দপ্তরী
২৬।	জনাব মুজাফ্ফর আহমদ	৫ম শ্রেণী	ঝাড়ুদার
২৭।	জনাব নূরুজ্জামান	৫ম শ্রেণী	নৈশ প্রহরী
২৮।	জনাব মুরশিদুল হক	৫ম শ্রেণী	পিয়ন

মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা

(আলহাজ্ব) নূরুল আলম
সদস্য,
গভর্ণিং বডি, অত্র মাদ্‌রাসা

অত্র মাদ্‌রাসার ইতিহাস নিয়ে কিছু লিখতে গেলে প্রারম্ভে স্বভাবত: এসে যাবে কুইশ্‌শল্যা পুকুরের কথা। এই কুইশ্‌শল্যা পুকুর নিয়ে রয়েছে নানা কথা ও নানা কিংবদন্তি। এককালে কুইশ্‌শল্যা পুকুরটি মগ্‌দের মালিকানায় ছিল বলে জানা যায়। কুইশ্‌শল নাকি কোন মগের নাম, সে মতে মগের নাম অনুসারে কুইশশল্যা পুকুর । চারকানি ভূমির উপর পুকুরটি অবস্থিত হলেও জলের তুলনায় চারিদিকের পাড়গুলো বৃহৎ-আকারের উঁচুবলা চলে। পুকুরের পূর্ব পার্শ্বে প্রায় সাতকানি নাল জমি বাদে বাঁশখালীর উত্তর দক্ষিণ প্রধান সড়ক। পুকুরের উত্তর পার্শ্বে একটি নীচু ধরনের পাহাড়। পাহাড়ের নাম হল আঞ্চলিক ভাষায় হ'লি মুরা এবং পুকুরের পূর্ব পার্শ্বের সাতকানি জমিকে বলা হত হ'লির বিল। হ'লি মুরাটি সরকারী খাস-খতিয়ানের সম্পত্তি। এই মুরাটি শত-শত বৎসর ধরে সর্ব সাধারণের মুসলমানদের কবরস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ কুলিন পাড়ার নর-নারীরা শায়িত আছেন। স্বভাবতঃই এই কবরস্থানে আল্লাহ পাকের অনেক মকবুল বান্দা শায়িত থাকারই কথা। প্রতি বৎসর ৩০শে চৈত্র এই সাতকানি নাল জমির হ'লি বিলে বৃহৎ আকারের গরুর লড়াই অনুষ্ঠিত হত। এর জন্য আগে থেকে কোন প্রকারের প্রচারের প্রয়োজন হত না। গরুর লড়াই-এ যেমনি শত শত গরুর আগমন হত, তেমনি হাজার হাজার আদম সন্তান এই ধর্ম বিরোধী কর্মকান্ড দেখতে উপস্থিত হত। গরুর লড়াই এর সাথে বসতো বিশাল মেলা। এ মেলার মধ্যে জুয়া অন্যতম। প্রতি বৎসর ৩০শে চৈত্র যেমনি ধর্মবিরোধী গরুর লড়াই অনুষ্ঠিত হত, তেমনি গরুর লড়াই এর দ্বারা নিকটস্থ শত শত বৎসরের কবরস্থানের (হ'লিমুরা) পবিত্রতা নষ্ট হত।

শত শত বৎসরের কুইশ্‌শল্যা পুকুরটি হাত বদল হয়ে আমার মুরুব্বি সর্বজন শ্রদ্ধেয় আমিরুল হজ্ব খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরীর মালিকানায় আসে। তাঁর সম্মতি নিয়ে কুইশ্‌শল্যা পুকুরের উত্তর পাড়ের পূর্বাংশকে সমতল করে কুলিন পাড়ার ঈদগাহ্ ও জানাযার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা হত। তখনকার আমলে নলকূপের প্রচলন না থাকায় চতুপার্শ্বের হাজার হাজার নর-নারী কুইশ্‌শল্যা পুকুরের পানি পান করত।

১৯৬২ সালে খান বাহাদুর সাহেব ইন্তেকাল করার পরেও তাঁর ওয়ারিশ হিসেবে সন্তানেরা ভোগ দখল করতে থাকে এই কুইশ্‌শল্যা পুকুর। খান বাহাদুর সাহেবের তৃতীয় পুত্র আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী ছাত্র জীবনে গারাংগিয়ার বড় হুযুর কেবলার (রহঃ) মুরীদ হন। তেমনি চেচুরিয়া বৈলছড়ীসহ বাঁশখালীর হাজার হাজার ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি গারাংগিয়ার বড় হুযুর কেবলার (রহঃ) মুরীদ ছিলেন। আমি হালি শহরের হযরত কাজী সাহেব (রহঃ) এর মুরীদ হই। আমরা এবং গারাংগিয়া আজমগড়ি সিলসিলার সাথে তরিকতের সম্পর্ক ছিল এবং বর্তমানেও আছে। গারাংগিয়ার বড় হুযুর (রাহঃ) এর মুরীদগণ বাঁশখালীতে একটি স্থায়ী খান্‌কাহ প্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ হন। কুইশ্‌শল্যা পুকুরটি চেচুরিয়া গ্রামে তথা বাঁশখালীর কেন্দ্রস্থলে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। এই পুকুর পাড়ে আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী খান্‌কাহ প্রতিষ্ঠা কল্পে জায়গা দিতে সম্মত হওয়ায় সকলের সম্মতিতে পুকুরের পূর্ব পাড়ের উত্তর পার্শ্বে ১৯৭৪ সালে দালান নির্মাণ করে খান্‌কাহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। গারাংগিয়ার ছোট হুযুর (রহঃ) এর নামকরণ করেন, বাঁশখালী খান্‌কায়ে হামেদিয়া-মজিদিয়া। পরের বৎসর ১৯৭৫ সালে কুলিন পাড়ার ফোরকানিয়াটি আমি, মরহুম আলহাজ্ব মাওলানা কবির আহমদ ও মরহুম মৌলভী ইলিয়াছ সাহেবের প্রস্তাবে আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরীসহ অন্যান্যরা সমর্থন করায় খান্‌কাহ্ এর দালান গৃহে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৭৬ সালে আজমগড়ি

সিল্‌সিলার মুরীদগণের মধ্যে প্রশ্নজাগে, এই খান্‌কাহ সংলগ্ন সরকারী লাইনে একটি বড় আকারের মাদ্‌রাসা করার। মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী খান্‌কাহ সংলগ্ন পুকুরের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিন পাড় তাঁর অপর চার ভাইসহ দান করায় আমরা সমমনা তরিকতের ভাইগণ খান বাহাদুর বাজারের বন্ধুবর আনোয়ারুল আজিম সওদাগর সাহেবের দোকানে ও খান্‌কায় প্রায় তিন চার মাস অবধি আলাপ আলোচনার পর খান্‌কাহ সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে পূর্বমুখী একশত হাত লম্বা মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাউনি বিশিষ্ট মাদ্‌রাসা ভবন নির্মাণ করা হয়। এই মাদ্‌রাসা গৃহে ফোরকানিয়া খান্‌কাহ থেকে স্থানান্তর করায় খান্‌কাহ দালানে ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় হেফ্‌জখানা। মাদ্‌রাসা গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে দু'টি কক্ষ নিয়ে ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় এতিমখানা। একশত হাত লম্বা মাদ্‌রাসা গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে অর্থাৎ পুকুর পাড়ের দক্ষিণ পূর্বাংশে ১৯৭৮ সালে জামে মসজিদের পাকা দালান নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়।

পরবর্তিতে পুকুরের উত্তর পূর্বদিকে পূর্ব-পশ্চিম লম্বা দক্ষিণ মুখী মাদ্‌রাসা সম্প্রসারণ করা হয়। তেমনিভাবে পুকুরের দক্ষিণ পূর্বদিকে পূবপার্শ্বে উত্তরমুখী এতিমখানা স্থানান্তর করা হয়। সে মতে, ১৯৭৭ সাল থেকেই পর্যায়ক্রমে কুইশ্‌শল্যা পুকুরের পূর্ব পার্শ্বের হ'লি বিলের জমি খরিদের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। ১৯৭৪ সনে খানকাহ প্রতিষ্ঠার পর থেকে গরুর লড়াই ও সংশ্লিষ্ট শরিয়ত বিরোধী সমস্ত কার্যকলাপ বিলুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমানে সেখানে একটি ধর্মীয় নূরানী পরিবেশ বিরাজ করছে।

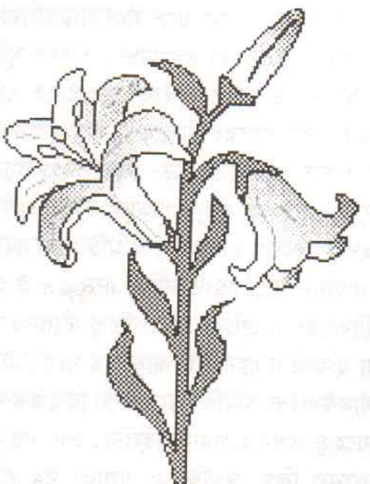

মাদ্‌রাসার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

(মাওলানা) আহমদ নজির
সদস্য, গভর্ণিং বডি ও
সহকারী অধ্যাপক, অত্র মাদ্‌রাসা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাঁশখালী উপজেলার কেন্দ্রস্থল চেচুরিয়া গ্রামের প্রধান সড়কের পশ্চিমপার্শ্বে প্রায় পাঁচ একর বিশাল এলাকা নিয়ে নয়নাভিরাম স্নিগ্ধ পরিবেশে অত্র মাদ্‌রাসাটি অবস্থিত। মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার আগে বর্তমান মাদ্‌রাসার মাঠে বৎসরের নির্দিষ্ট তারিখে ৩০শে চৈত্র একটি বিরাট গরুর লড়াইয়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। সাথে চলত মেলার নামে জুয়া এবং ইসলাম বিরোধী জঘন্য কর্মকান্ড। কিন্তু রাহনুমায়ে শরিয়ত ও তরিকত গারাংগিয়ার হযরত বড় হুযুর কেবলা (রহঃ) এর কদম মোবারকের বরকতে এবং ছোট হুযুর কেবলা (রহঃ) এর অনুপ্রেরণায় সর্বোপরি বাঁশখালীর কৃতি সন্তান খান বাহাদুর আলহাজ্ব বদি আহমদ চৌধুরীর সুযোগ্য পুত্র সমাজ সেবক ও বিশিষ্ট কলামিষ্ট আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী জায়গা দিতে সম্মত হওয়ায় চৌধুরী সাহেবসহ আমরা কতেক ব্যক্তিবর্গ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করায় তখনকার গরুর লড়াইসহ কলুষিত পরিবেশ বিদুরিত হয়ে বর্তমানে নূরানী ইসলামী পরিবেশ বিরাজ করতেছে, যা এখন রাসুলে পাক (সাঃ) এর বাগানে পরিনত হয়েছে। আস্তে আস্তে বৎসর গড়িয়ে মাদ্‌রাসা পঁচিশ বৎসরে পদার্পন করল। পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় মাদ্‌রাসার পক্ষ থেকে আমাকে মাদ্‌রাসার ইতিহাস সম্পর্কে লিখতে বলায় আমি এই মহতি উদ্যোগে সাড়া দিয়ে মহান রব্বুল আলমীনের দরবারে শোকরিয়া আদায় করে লিখা শুরু করলাম।

অত্র মাদ্‌রাসার ইতিহাস লিখতে গেলে প্রথমে এসে যায় গারাংগিয়ার বড় হুযুর কেবলা (রহঃ) এর কথা। অত্র উপজেলায় গারাংগিয়ার বড় হুযুর (রহঃ) এর হাজার হাজার মুরীদান ছিল। তম্মধ্যে আমি যখন আলিমের ছাত্র ১৯৬৭ ইংরেজীতে, তখন বড় হুযুরের (রহঃ) এর হাতে হাত দিয়ে বা'য়াত হবার সৌভাগ্য লাভ করি। বাঁশখালীতে যেহেতু হযরত বড় হুযুরের হাজার হাজার মুরীদ আছে সেহেতু তখনকার অবস্থায় একটি পরিপূর্ণ খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেমতে বড় হুযুর (রহঃ) এর লিখিত সম্মতি লাভ করায় এবং অত্র মাদ্‌রাসা সংলগ্ন পুকুর পাড়ে আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী জায়গা দিতে সম্মত হওয়ায় গারাংগিয়ার ছোট হুযুর কেবলা (রহঃ) খান্‌কাহ্ এর পুর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন কল্পে বাঁশখালীতে তশরীফ আনেন। ছোট হুযুর কেবলা বাঁশখালী খান বাহাদুর বাড়ীতে তশ্‌রীফ এনে ১৬ ই মার্চ ১৯৭৪ ইংরেজীতে মাদ্‌রাসা সংলগ্ন পুকুর পাড়ে এক বিশেষ তরিকতের মাহ্‌ফিলে সভাপতিত্ব করেন। তখন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার কল্পনাও নাই। কিন্তু খানকাহ্ প্রতিষ্ঠার জন্য হাজার দু'য়েক ইট আনা হয় মাত্র। ঐ বৈঠকে বাদে মাগরিব শ'খানেক মুরীদানের উপস্থিতিতে খানকাহ্‌র নামকরণ ও কমিটি গঠনের পর কিছুক্ষন নছিহত রাখছিলেন। ঐ নছিহতের এক পর্যায়ে বর্তমান মাদ্‌রাসার (যেহেতু তখন মাদ্‌রাসা ছিলনা) জায়গার দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন "আমি এখানে শুধু খানকাহ্ নয় আরও অনেক কিছু দেখছি, এ এলাকা খুব রশ্মিময় দেখছি। আপনারা হিম্মত হারাবেন না।" উপরোক্ত মন্তব্যটি ১৯৯১ সালে শেষ বারের মত মাদ্‌রাসার বার্ষিক মাহ্‌ফিলে এসে পুনরাবৃত্তি করেন। ঐ ক্যাসেট আমার কাছে সংরক্ষিত আছে।

এদিকে বড় হুযুর কেবলা (রহঃ) বৎসরে একাধিকবার বাঁশখালীতে তরিকতের সফরে আসতেন। তেমনি একবার আমার শ্বশুর আলহাজ্ব মেম্বার শফিক আহমদ সাহেবের বাড়ী থেকে আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর পৈত্রিক পাল্‌কির মাধ্যমে বড় হুযুর কেবলা (রহঃ) কে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যান। উল্লেখ্য

যে, বাঁশখালীতে হযরত বড় হুযুর কেবলা (রহঃ) সর্ব প্রথম আলহাজ্ব মেম্বার শফিক আহমদ সাহেবের বাড়ীতে তাশরীফ আনেন। তখন হতে বড় হুযুর (রহঃ) বাঁশখালী আসলে খান বাহাদুর বাড়ীতে তশরীফ রাখতেন এবং সেখান হতে অন্যত্র সফর করতেন। তেমনিভাবে ১৯৭৪ সালে ছোট হুযুর কেবলা (রহঃ) খানকাহ্ কমিটি গঠনের কিছুদিন পর হযরত বড় হুযুর (রহঃ) নিজ হাতে ইট বসায়ে খান্‌কাহ্‌র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। হুযুর কেবলার সাথে আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আবদুল কুদ্দুস আলকাদেরী (রহঃ) ও ছিলেন। অত:পর খানকাহ্‌র চারিদিকে পাকা দেওয়াল এবং ছনের ছাউনি দেওয়ার পর নির্মাণ কাজ থেমে যায়।

এ দিকে খানকাহ্ তরিকতের মাহ্‌ফিল ব্যতিত অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত না হওয়ায় এতে একটি ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সবাই একমত পোষন করেন। ফলে আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী সহ স্থানীয় পীর ভাইগণের আবদারের চাপ অগ্রাহ্য করতে না পেরে আমি অস্থায়ীভাবে এই ফোরকানিয়ার শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করি। উল্লেখ্য, আমি বর্তমানে ফোরকানিয়ার শিক্ষকতার দায়িত্বে না থাকলেও খানকাহ্ কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। ফোরকানিয়ার দায়িত্ব পালনকালিন সময়ে ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝির দিকে আমার মনে অত্র এলাকায় সরকারী লাইনে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা জাগে। যেহেতু অত্র এলাকায় বড় হুযুর (রহঃ) এর হাজার হাজার মুরিদ আছে তেমনি উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর এলাকার মধ্যে কোন সরকারী মাদ্‌রাসা ছিল না। এমনি একদিন সকাল বেলায় ফোরকানিয়ার শিশুদের পাঠদান শেষ করে কয়েকশ গজ দূরত্বে বৈলছড়ী খান বাহাদুর বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পীর ভাই আনোওয়ারুল আজিম সওদাগরের দোকানে বসে তাঁর সাথে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা কল্পে আমার মনের ভাব প্রকাশ করি। সওদাগর সাহেব আমার সাথে একমত পোষণ করায় আমরা উভয়ে খান বাহাদুর বাড়ীতে আল্‌হাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী সাহেবের সাক্ষাতে চলে যাই। তাঁর কাছে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করলে সাথে সাথে তিনিও আমাদের সাথে একমত পোষণ করে বললেন, কিছু দিন হতে তাঁর মনেও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা জাগছিল। অত:পর আমরা সমমনা হামেদিয়া সিল্‌সিলার তরিকতের ভাইগণ প্রায় তিন চার মাস অবধি জনাব আনোওয়ারুল আজিম সওদাগরের দোকানে এবং খান্‌কায় নিয়মিত বৈঠক করে পরামর্শ করতে থাকি। অবশেষে আমরা বারজন একত্রিত হয়ে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করতে সংকল্পবদ্ধ হই। আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর পারিবারিক বিশাল পুকুর (কুইশ্‌শইল্যা পুকুর) পাড়ে জায়গা দিতে সম্মত হওয়ায় ঐ পুকুর পাড়ে একশত হাত লম্বা কাঁচা ইটের ঘর নির্মাণ কল্পে ইট কাটা শুরু হয়। ইট কাটা সম্পন্ন হবার পর একটি মাহ্‌ফিলের মাধ্যমে মাদ্‌রাসার ভিত্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তন্মধ্যে গারাংগিয়ার হযরত ছোট হুযুর কেবলা (রহঃ), চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসার তখনকার মুফতি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আমিন ছাহেব (রহঃ) সাতকানিয়ার হযরত মাওলানা আমিন উল্লাহ ছাহেব (রহঃ) (বড় মৌলানা ছাহেব) ও বাঁশখালীর হযরত মাওলানা এলাহি বক্স ছাহেব (রহঃ) কে বিশেষ আমন্ত্রিত মেহমান হিসাবে দাওয়াত দেওয়া হয়। ওয়ায়েজ হিসেবে দাওয়াত দেয়া হয় লোহাগাড়ার কলাউজান নিবাসী আল্‌হাজ্ব হযরত মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবী ছাহেব(রহঃ) এবং আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোবারক আহমদ ছাহেব ও আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শফিক আহমদ ছাহেবকে।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, তখনকার অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের অগ্রহায়ন মাসে কয়েক দিনের বৃষ্টিতে জমি-মাঠ, রাস্তা-ঘাঠ সব জায়গা পানির সয়লাবে ভেসে যায়। ফলে এ বিশাল ব্যবস্থাপনার মাহ্‌ফিল করতে সক্ষম না হলেও হযরত মাওলানা শফিক আহমদ ছাহেব তশরীফ আনেন। তাঁর উপস্থিতিতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে খানকাহ্‌র ভিতরে কোন প্রকারে মাহ্‌ফিল সম্পন্ন করা হয়। এদিকে কয়েক দিন পর আবহাওয়ার অবস্থা ভাল এবং চতুর্দিকের মাটি শুস্ক হয়ে গেলে দেখা যায়, ঐ একশত হাত লম্বা ঘরের জন্য তৈরী করা ৩৪ হাজার ইটের মধ্যে মাত্র ৪ হাজার ইট স্টকের ভিতর পাওয়া যায় বাকী সমস্ত ইট বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে যায়। তখন

আমরা হতাশ হয়ে যাই মাদ্‌রাসা করা সম্ভব হবে কিনা। তখন সে মূহুর্তে আল্‌হাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী দৃঢ় সাহস নিয়ে এগিয়ে এসে যদি হাল না ধরতেন, তাহলে এই মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ ছিল। তখন আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী ও তরীকতের ভাইগণ এলাকায় ধর্মপ্রাণ ভাইবোনের সহযোগিতা নিয়ে আবার মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠাকল্পে ইট কাটা শুরু করে দেন। এদিকে ডিসেম্বর মাসে প্রথম বার্ষিক সভা উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার পর পর আল্‌হাজ্ব সৈয়দ অনোয়ার হোছাইনের সহযোগিতায় বিশিষ্ট শিল্পপতি ও দানবীর মরহুম আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইউছুফ ছাহেবের দানে মাদ্‌রাসায় টিনের ছাউনি দেওয়া সহজতর হয়। ইতোপূর্বে মরহুম কবির আহমদ সওদাগরের উৎসাহে মাদ্‌রাসার দাখিল মঞ্জুরীর নিমিত্বে আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী বাঁশখালীর বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগীও চট্টগ্রাম বিভাগীয় শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব মরহুম আলহাজ্ব আবুল হোসাইন চৌধুরীর শরণাপন্ন হন। তার প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় অত্র মাদ্‌রাসা অল্প সময়ের মধ্যে দাখিল স্বীকৃতি লাভ করে। অত:পর ব্যাপক হারে ছাত্র ভর্তি শুরু হয়ে যায়। প্রথমে খানকাহ্‌র বারান্দায় বসে আমি মরহুম আলহাজ্ব মাওলানা কবির আহমদ ছাহেবকে সাথে নিয়ে ছাত্র ভর্তির কাজ শুরু করি। পরবর্তীতে এলাকার প্রয়োজনের তাগিদে মাদ্‌রাসায় ছাত্র সংকুলান না হওয়াতে মাদ্‌রাসা সম্প্রসারণ করতে অনেকটা বাধ্য হয়ে যায়। এ অবস্থায় আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী ও কমিটির সদস্যগণ দিন রাত শ্রম দিতে থাকেন। তখন অবস্থার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্‌রাসা আলিম পর্যন্ত উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অফিসিয়াল কার্যাদি সম্পূর্ণ করার পর জনাব আবুল হোসাইন সাহেবের সহযোগিতায় ও ঢাকার সূফী দায়েম উল্লাহ (রহঃ) (পীর সাহেব কেবলা, ছোট দায়েরা শরীফ, ঢাকা) এর প্রচেষ্টায় অত্র মাদ্‌রাসা আলিম মঞ্জুরী লাভ করে ১৯৭৯ সালে। অতঃপর ছাত্র এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে আরো জমি খরিদ করে ঘর নির্মানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইত্যবসরে আলহাজ্ব মোজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী ও আলহাজ্ব নূরুল আবছার চৌধুরী সহ অনেকের সহযোগিতায় নির্মিত হয় বাঁশখালী জামে মসজিদ। আলহাজ্ব মাহমুদুল হক চৌধুরীর আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে নির্মাণ করা হয় জামে মসজিদ সংলগ্ন হেফজখানার দালান। এমতাবস্থায় মাদ্‌রাসা সংলগ্ন স্বতন্ত্র এতিম খানা প্রতিষ্ঠিত হয় যার কমিটি ও তহবিল সম্পুর্ণ পৃথক। আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী নিজে প্রতিষ্ঠাতা হয়েও আলহাজ্ব দানেশ আহমদ চৌধুরীকে সভাপতি ও আমাকে সেক্রেটারী থাকতে বাধ্য করেন। আল্লাহ্ পাক আমার পক্ষ হতে এতিমদের খেদমত কবুল করুক। এতিমখানার দালান নির্মানে আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইউছুফ সাহেবের অনুদান স্মরণ করার মত। আলিম মঞ্জুরী লাভ করে কিছু দিন যেতে না যেতেই আবার দাবী উঠে ফাজিল স্তরে মাদ্‌রাসাকে উন্নীত করার। তখন প্রথম পর্যায়ে অনুমতি লাভ ও দ্বিতীয় পর্যায়ে মঞ্জুরী লাভ করার নিয়ম চালু হয়। সে মতে ১৯৮১ সালে অত্র মাদ্‌রাসা ফাজিল অনুমতি পরে স্বীকৃতি লাভ করে। আলিম মঞ্জুরী ও ফাজিল স্বীকৃতিতে তখনকার সুপারেন্টেন্ডেন্ট ও অধ্যক্ষ আমার ছোট ভাই মাওলানা মীর আহমদ ছাহেব আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর কাঁধে কাঁধ মিলায়ে সহযোগিতা করেন। তিনি প্রাথমিক অবস্থায় মাদ্‌রাসার উন্নয়ন কাজে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেন। ফাজিল অনুমতি ও স্বীকৃতির ব্যাপারে উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবদুর রহীম ছাহেবও যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেন। উল্লেখ্য যে, মাদ্‌রাসার প্রাথমিক পর্যায়ে কাথরিয়া নিবাসী হযরত মাওলানা আবদুচ্ছালাম ছাহেব (সাবেক বড় হুজুর) শিক্ষকতায় যোগদান না করলে হয়ত অল্প সময়ে মাদ্‌রাসার ভাবমূর্তি এভাবে ছড়িয়ে পড়ত না। মাদ্‌রাসা ফাজিল মঞ্জুরী লাভ করে কিছু দূর যেতে না যেতে আবার কামিল খোলার দাবী উঠে। যেহেতু বিশাল এলাকা নিয়ে বাঁশখালী উপজেলা সহ চকরিয়া, কুতুবদিয়া ও আনোয়ারায় কোন কামিল মাদ্‌রাসা নেই, সেমতে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ ও আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী উদ্যোগ গ্রহণ করেন কামিল খোলার। কামিলের নিমিত্তে কিছু কিতাব ও আসবাব পত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল। সাবেক মেয়র আলহাজ্ব মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরীর প্রচেষ্টায় ১৯৮৭ সালে সাবেক ধর্মমন্ত্রী আলহাজ্ব মাওলানা এম, এ, মান্নান বার্ষিক মাহ্‌ফিলে কামিল ঘোষণা করে ছিলেন। কিন্তু কামিল স্বীকৃতির ব্যাপারে সরকার এত বেশি কড়াকড়ি আরোপ করে, যার ফলশ্রুতিতে আমাদের প্রচেষ্টা

মাঝপথে থেমে যায়। মাদ্‌রাসার প্রাথমিক অবস্থায় তখনকার তত্ত্বাবধায়ক মহেশখালী নিবাসী জনাব মাওলানা নূরুল ইসলাম ছাহেবও যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেন। বর্তমানে মাদ্‌রাসা আল্লাহর রহমতে সুন্দর, সুচারুরূপে চলে আসছে। এ ব্যাপারে সাবেক অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা বজলে আহমদ ছাহেব ও অধ্যক্ষ মাওলানা মোজাফ্‌ফর আহমদ ছাহেব, উপাধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়দ আহমদ ছাহেব এবং অধ্যক্ষ মাওলানা বদি আহমদ ছাহেবের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

আরো স্মরণ করছি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার সময় যাঁদের অবদান রয়েছে যেমন আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আবদুচ্ছালাম ছাহেব কোকদন্ডী, জনাব সৈয়দ আহমদুল হক, জনাব আলহাজ্ব মাহমুদুল হক, জনাব আনোওয়ারুল আজিম সওদাগর, জনাব আলহাজ্ব নূরুল আলম, জনাব নূরুল হক চৌধুরী, জনাব আলহাজ্ব দানেশ আহমদ চৌধুরী।

মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে যাদের অবদান রয়েছে, আর যাঁরা আমাদের মধ্যে বেঁচে নাই তাদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি, সাথে সাথে তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। এরা হলেন সর্ব জনাব আলহাজ্ব মাওলানা কবির আহমদ চেচুরিয়া, কবির আহমদ সওদাগর কোকদন্ডী, মোবারক আলী বৈলছড়ী, ও মৌলভী মোহম্মদ ইলিয়াছ চেচুরিয়া।

মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠায় আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী ও তাঁর পরিবার বর্গের অবদানের কথাটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে তাঁরই সহোদর ভাই সাবেক এম,পি, ও মেয়র আলহাজ্ব মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরীর প্রচেষ্টায় W.F.P. এর খাদ্য প্রাপ্তিতে মাদ্‌রাসা দ্রুত অগ্রগতি লাভ করে। বর্তমানে এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্রান্ট তাঁরই প্রচেষ্টার সাক্ষ্য বহন করে। মাদ্‌রাসার বর্তমান সেক্রেটারী জনাব আলহাজ্ব সৈয়দ আনোওয়ার হোসাইন সাহেব তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মাদ্‌রাসার আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে না আসলে মাদ্‌রাসা হয়ত অনেক পিছিয়ে থাকত, বর্তমানেও তিনি মাদ্‌রাসার উন্নয়নে যথেষ্ট সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

মাদ্‌রাসার বর্তমান সহ সভাপতি বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব নূরুল আলম সাহেব মাদ্‌রাসার উন্নয়নে যে অবদান রেখেছেন তা স্মরণ করার মত। বর্তমানে বাঁশখালী থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব আলহাজ্ব জাফরুল ইসলাম চৌধুরী যে অবদান রেখে যাচ্ছেন তাও ভুলবার মত নয়, জনাব আলহাজ্ব সৈয়দ আনোয়ার হোসাইন সাহেবের মাধ্যমে চন্দনাইশ নিবাসী জনাব আবদুর রাজ্জাক ফকির সাহেব সাতকানিয়া এলাকা থেকে অত্র মাদ্‌রাসা সংলগ্ন এতিমখানার অনুকূলে যে জমি দান করেছেন তাও স্মরণ করার মত। সাথে সাথে স্মরণ করছি অত্র মাদ্‌রাসার শিক্ষক বৃন্দকে যারা রাত দিন মাদ্‌রাসার খেদমত করেছেন ও করে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাঁদের হায়াত দরাজ করুক। আরো স্মরণ করছি মাদ্‌রাসার প্রাক্তন শিক্ষক বৃন্দকে যারা আমাদের মাঝে এখন বেঁচে নেই তাঁদের রূহের মাগ্‌ফিরাত কামনা করছি। এছাড়া তরিকতের ও দেশ বিদেশের মুসলমান ভাইগণ বহু অবদান রেখেছেন। আমি আশা রাখি, ভবিষ্যতেও এ মাদ্‌রাসার প্রতি সকলের সুনজর থাকবে।

দক্ষিণ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী আদর্শ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা সবার নিকট সুপরিচিত। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন অত্র মাদ্‌রাসা ও মাদ্‌রাসার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে রাসুলে পাক (সঃ) এর বাগান হিসেবে কবুল করুক এবং আমাদের জন্য নাজাতের উছিলা হোক। "আমিন"

রিয়া ঃ এক ধ্বংসাত্বক ছোবল

(আলহাজ্ব) জমির আহমদ
সদস্য
গভর্ণিং বডি, অত্র মাদ্‌রাসা।

ইসলামী পরিভাষায় রিয়া বলা হয়, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবাদত করা। অন্যে সম্মান করবে, ধার্মিক বলে ধারণা করবে এই উদ্দেশ্যে নিজেকে লোক সম্মুখে সাধু পরহেয্‌গার রুপে প্রকাশ করাকেই রিয়া বলে। এবাদত যেক্ষেত্রে একান্তই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করার কথা সেখানে অন্য কেউ দেখে ভাল বলুক, এরূপ মনোভাব নিয়ে এবাদত করলে প্রকৃত পক্ষে সে এবাদত আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করা হয় না। এ কারণে রিয়াকে গোপন শির্‌ক বলা হয়। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে রিয়ার ধ্বংসকারিতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। রিয়া মিশ্রিত এবাদত কখনও আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হবেনা বরং এর জন্য শাস্তি ও আযাব অবধারিত। তাই রিয়ার কুফল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য।

মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে আল্লাহ্‌ তায়ালা ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি তার পালন কর্তার সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালন কর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে" (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ১১০) হাদীসে বর্ণিত শানে নুযুল থেকে সূরা কাহাফের উল্লেখিত আয়াত সম্বন্ধে জানা যায় যে, এখানে উল্লেখিত শির্‌ক দ্বারা গোপন শির্‌ক অর্থাৎ রিয়া তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তিকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম হাকেম তাঁর মুস্তাদরাক নামক কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে আব্বাস (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মুসলমান আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করতঃ মনে মনে কামনা করত যে, জনসমাজে শৌর্য-বীর্য প্রচারিত হোক। তারই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মাআরিফুল কোরআন খন্ড-৫ পৃঃ - ৬৪৯) উপরে বর্ণিত রিয়া'র সারমর্ম এই যে, আয়াতে রিয়াকারীকে গোপন শির্‌ক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহ্‌র জন্য হলেও যদি তার সাথে কোনরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির বায়না থাকে তবে তাও এক প্রকার গোপন শির্‌ক। এর ফলে মানুষের আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং নিজের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ঘোষনা করেন, " দুর্ভোগ ও ওয়ায়েল দোযখ সে সব নামাযীর জন্য যারা তাদের নামায সম্বন্ধে অজ্ঞ ও বে-খবর, যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে। (সুরা মাউন-৪-৬) রিয়ার অশুভ পরিনতি সম্পর্কে হুজুর (সঃ) কঠোর সতর্কবাণী দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) হতে বর্ণিত হাদিসে হুজুর পাক (সঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, আমি শরীকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উর্ধ্বে। যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে। আমি সেই আমল শরীকদের জন্য ছেড়ে দেই। একদা হযরত মা'আয বিন জাবাল (রঃ) কে রোদন করতে দেখে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি রোদন করছেন কেন? হযরত মাআয (রাঃ) উত্তর করলেন, আমি হুজুর (সাঃ) কে এরশাদ করতে শুনেছি যে, সামান্য পরিমান রিয়াও শির্‌ক (মেশকাত খন্ড-২ পৃঃ-৪৫৫)। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরো বলেছেন, আমি আমার উম্মতগণের জন্য ছোট শির্‌কের ভয় যত করছি এত ভয় অন্য কোন বিষয়ে করিনা। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ছোট শির্‌ক কি? হুজুর (সঃ) উত্তর করলেন, তা হচ্ছে "রিয়া"। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা এরূপ লোকদেরকে বলবেন, হে রিয়া'কারীরা তোমরা যাদের উদ্দেশ্যে এবাদত করেছিলে তাদের নিকট গমন কর এবং নিজ নিজ এবাদতের বিনিময় প্রার্থনা কর। (মেশকাত খন্ড-২ পৃঃ-৪৫৬)। হুযুর (সাঃ) আরোও এরশাদ করেছেন ঃ কেয়ামতের দিবসে সর্ব প্রথম যে ব্যক্তিকে বিচারের জন্য পেশ করা হবে, সে হবে একজন শহীদ, তাকে আল্লাহ্‌ তায়ালার এজলাসে হাজির করা হবে। অত:পর আল্লাহ্‌ তায়ালা তাকে স্বীয় নিয়ামত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। আর সেও তা স্মরণ করবে। তারপর আল্লাহ্‌ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, এতসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায়

তুমি দুনিয়াতে কি আমল করেছ? সে উত্তর দেবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করেছি, এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গিয়েছি। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন- তুমি মিথ্যা বলছ, বরং তুমি লড়েছ এ জন্য যে, তোমাকে বাহাদুর বলা হবে। তোমাকে তা বলা হয়েছে। অত:পর তার ব্যাপারে আদেশ করা হবে। অতএব তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অত:পর সে ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে যে নিজে দ্বীনি ইলম শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করেছে। আল্লাহ্ প্রথমে তাকে নিজের নিয়ামত সমূহ স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। অত:পর আল্লাহ তায়ালা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন- এ নিয়ামত সমূহের শোকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য তুমি কি আমল করেছ? সে জবাবে বলবে, আমি নিজে এলম শিখেছি এবং অপরকে ও শিক্ষা দান করেছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করেছি। আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এ জন্য এলম শিক্ষা করেছ, যাতে তোমাকে আলেম বলা হয় এবং এ জন্য কোরআন অধ্যয়ন করেছ, যাতে তোমাকে ক্বারী বলা হয়, আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। অত:পর (ফেরেশ্‌তাদেরকে) তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। সুতরাং তাকে উপুড় করে টানা-হেঁচড়া করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অত:পর এমন ব্যক্তিকে বিচারের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত করা হবে, যাকে আল্লাহ্ তায়ালা বিপুল ধন-সম্পদ দান করে বিত্তবান করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে আপন নিয়ামত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। তখন সমস্ত নিয়ামতের কথা সে অকপটে স্বীকার করবে। অত:পর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন - এ সমস্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায় তুমি কি আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে যে সব ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর তার একটি পথ ও আমি হাতছাড়া করিনি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য তার সবটাতেই ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ তায়ালা বলবেন- তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি এ জন্য করেছিলে, যাতে বলা হয়, সে একজন দানবীর। সুতরাং তোমাকে তা বলা হয়েছে অত:পর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে, নির্দেশ মোতাবেক তাকে উপুড় করে টানা -হেঁচড়া করতে করতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।- মুসলিম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্য সৎকর্ম করে তার সাথে আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যবহার করেন যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্চিত হয়ে যায়। (তাফসীরে মাযহারী খন্ড -৭ম পৃঃ -২৮৭) তাফসীরে কুরতুবীতে আছে হযরত হাসান বসরীকে (রাহঃ) এখলাস ও রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, এখলাস হচ্ছে সৎ ও ভাল কর্মের গোপনীয়তা পছন্দ করা। এরপর যদি আল্লাহ্ তায়ালা তোমার আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেন তবে তুমি একথা বল ঃ হে আল্লাহ্ এটা আপনার অনুগ্রহ ও কৃপা। রিয়াকারীর জঘন্য পরিণাম সম্পর্কে আরো বহু হাদীস রয়েছে। রিয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে প্রতিটি রিয়া মানুষের নেক আমল কে ধ্বংস করে দেয়।

প্রথমত ঃ যে ক্ষেত্রে সওয়াব লাভের আশা আদৌ থাকেনা কেবল লোকের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়, সে স্থরের রিয়া অতিশয় জঘন্য। যেমন সমাজে মিশলে অপরের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জনের আশায় নামাজ পড়ে এবং রোযা রাখে কিন্তু নির্জনে থাকলে নামাজ পড়ে না এবং রোযা ও রাখে না। এ জাতীয় রিয়ার জন্য পরকালে ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ মানুষের সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জনের সংকল্পই প্রবল। তবে সওয়াবের আশা সামান্য থাকলেও কিন্তু তা অত্যন্ত দুর্বল। এরূপ লোক জনসমাজে অতি আগ্রহের সহিত এবাদত করে, কিন্তু নির্জনে হলে হয়ত করত না, এরূপ রিয়া প্রায় প্রথম শ্রেণীর রিয়ার ন্যায়ই জঘন্য।

তৃতীয়ত ঃ সওয়াবের নিয়ত প্রবল থাকা সাপেক্ষে নির্জনে নামায রোযা করে থাকে। কিন্তু অন্তরে রিয়ার ভাব থাকাবশতঃ অন্য লোক দেখলে অন্তরে আনন্দ উপভোগ হয়। এবাদত করা তার জন্য সহজ হয়ে পড়ে এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে আশা করা যায় যে, তার এবাদত ও সওয়াব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবেনা। বরং যে পরিমান রিয়া থাকবে সেই পরিমান ইবাদত নষ্ট হবে এবং আযাব ভোগ করতে হবে।

চতুর্থতঃ উভয়বিধ নিয়ত সমান সমান। তখন সওয়াব এবং আযাবও সমান ভাবে বিভক্ত হতে পারে। উপরোল্লেখিত হাদীসের প্রকাশ্য মর্ম হতে বুঝা যায় যে, মানুষ এ জাতীয় রিয়ার ফলে একে বারে নিষ্কৃতি পাবে না।

নেক্ কাজ ধ্বংসকারী রিয়া ঃ কখনও কখনও এবাদতের প্রারম্ভে রিয়া উদিত হলে এবাদতকে সম্পুর্ণরূপে বিনষ্টকরে ফেলে, কেননা প্রত্যেক এবাদতে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের খাঁটি নিয়ত থাকা আবশ্যক। খাঁটি নিয়ত ব্যতিত এবাদত শুদ্ধ হবে না। কিন্তু যদি মূল এবাদতে রিয়া না হয়ে ইবাদতের আনুষঙ্গিক কোন কার্যে, লোক দেখানো মনোভাব থাকে। তবে এবাদত নষ্ট না হয়ে কেবল সেই আনুষঙ্গিক কাজের সওয়াব বিনষ্ট হবে। যেমন এক ব্যক্তি একা হলেও মূল নামাযের নিয়তে রিয়ার প্রশ্রয় দেয় না, তবে অলসতার দরুণ আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ আদায় করে না। লোক দেখলে খুব গুরুত্বের সহিত প্রত্যেক নামাজের সময় হওয়া মাত্র মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায সম্পন্ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আউয়াল ওয়াক্তে সমাধা করার সহিত মূল নামাযের কোন সম্পর্ক নাই, তা নামাজের আনুষাঙ্গিক অবস্থা মাত্র। এর মধ্যে রিয়ার সংশ্রব থাকায় আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়ার সওয়াব বিনষ্ট হবে মূল নামাজ বিনষ্ট হবেনা। এর কারণ এই যে মূল নামায সে খাঁটি নিয়তে আল্লাহ্ তায়ালার উদ্দেশ্যেই আদায় করেছে। খালেছ নিয়তে নামাজ সামাধা করার পরে যদি কারও অন্তরে রিয়ার ভাব উদয় হয় এবং লোকের শ্রদ্ধা অর্জনের ইচ্ছায় উক্ত ইবাদত প্রকাশ করে ফেলে তবে মূল নামায বিনষ্ট হবে না। কিন্তু লোকের শ্রদ্ধা অর্জনের বাসনায় এবাদত প্রকাশ করার দরুণ আযাব ভোগ করতে হবে। কোন ব্যক্তি নামায আরম্ভ করার পর নামাযের মধ্যভাগে তথায় কোন খেল তামাশা এসে উপস্থিত হল কিংবা এ ব্যক্তি কোন বস্তু হারিয়েছিল। অনুসন্ধান করে নিরাশ হয়েছে হঠাৎ নামাযের মধ্যে সে হারানো বস্তু কোথায় রয়েছে স্মরণ হয়েছে। এমতাবস্থায় লোকজন আছে বলে লজ্জায় নামায ত্যাগ না করে কোন প্রকারে নামায সমাধা করল। একাকী হলে এমতাবস্থায় অবশ্যই নামায ছেড়ে দিত। এরূপ রিয়া মিশ্রিত নামায বিনষ্ট হয়ে যাবে। এর কারণ এই যে, উপরোক্ত ঘটনা উপস্থিত হওয়া মাত্র তার অন্তর হতে এবাদতের নিয়ত তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। কেবল লোক লজ্জায় রিয়ার বশীভূত হয়েই কোন প্রকারে নামায সমাধা করেছিল।

পরিশেষে বলতে চাই, সকল মুসলমান ভাই ! আপনাদের জন্য অপরিহার্য যে, সকল প্রকার নেক কাজ ইখলাসের সাথে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের আশা করা। অন্যথায় পরকালে কঠিন আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। এবং নেক কাজ করার সময় যদি কোন প্রকারের রিয়া চলে আসে তখন ইস্তেগফার পড়ে রিয়াকে পরিবর্তন করে আল্লাহ্‌র রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি অর্জন করার নিয়ত করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সবাইকে রিয়ার ন্যায় মারাত্মক ব্যাধি থেকে হেফাজত করুন। আমিন!

اتحاد العلماء والمسلمين

بقلم: محمد رفيع العالم
الاستاذ المعين باللغة العربية
لهذه المدرسة

الحمد لله وكفى، والصلوة والسلام على رسوله من لانبى بعده، محمد عليه افضل الصلوة والسلام وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين امابعد!

فقد انعم الله على هذه الامة بنعم كثيرة وخصها بمزايا فريدة۔ وجعلها خير امة اخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، واعظم هذه النعم نعمة الاسلام الذى ارتضاه الله لعباده شريعة ومنهج حياة واتم به على عباده النعمة واكمل لهم به الدين، ولكن اعداء الاسلام قدحسدوا المسلمين على هذه النعمة الكبرى فامتلأت قلوبهم حقدا وغيظا وفاضت نفوسهم بالعداوة والبغضاء لهذ الدين واهله وودوا لوانهم يسلبون عن المسلمين هذه النعمة او يخرجونهم منها، واما مسلموا اليوم فهم ناموا فى رقدتهم الطويلة، وتفرقوا بفرق عديدة واختلفوا اختلافا كثيرا حتى انهم تفرقوا فى شيع مختلفات وسموا انفسهم باسماء خاصة، وبهذه الفرصة ان اعداء الله ورسوله والمسلمين اغتنموا اوقاتهم لاقلاع الاسلام والمسلمين عن وجه الارض، حتى انهم اطلقوا شبكاتهم من كل جهة سياسية واجتماعية واقتصادية ودفاعية ونشرا كما نرى انهم احتلوا على فلسطين والشيشان والصين وبوسنيا والحرسك وكشمير وغير ذالك من الممالك الاسلامية

فلابدلاخواننا المسلمين وعلمائهم للنجاة عن تلك الحوادث من الاتحاد والاتفاق فيمابينهم، تاركا اغراضهم العصبية والشعبية والرسمية المروجة ۔ فلذالك اذا نظرنا الى القران الكريم .نجد فيه اوامر الاتفاق والاتحاد والاصلاح بين المسلمين وترك الفساد، كما قال الله تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذكنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا (آل عمران ۔ ١٠٣) وقال تعالى ايضا ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجائهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم (آل عمران۔ ١٠٥)

ففى الاية الاولى امر الله تعالى ان نعتصم بحبل الله اى بالقران قولا وفعلا وعملا وعقيدة، ونهاناعن التفرقة، ثم ذكرلنا نعمة وهى الاخوة فى الاسلام، وبهذا اكد النبى ﷺ تلك الاخوة فى الاحاديث بقوله: كل ملسم اخوة، وفى الاية الثانية نهانا الله عن التفرقة نهيا بينا حتى حذر فيه بعذاب اليم .كيلا يفشأ بينهم الفساد وأما الذى قال النبى ﷺ اختلاف العلماء رحمة، فهى ترغيبا لاستنباط المسائل والاجتهاد فيها، ومع ذالك لو اختلف المسلمون وعلمائهم فقال تعالى : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت

احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيئى الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين . انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوالله لعلكم ترحمون . ياايها الذين امنوا لايسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولاتلمزوا انفسكم ولاتنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون . ياايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولايغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم (سورة الحجرات - ١٢ - ١٩)

فالله سبحانه وتعالى نهانا فى الايات المذكورات عن التفرقة والبغاوة - ولو وقع الاختلاف بينهم فامرهم للاصلاح بين المسلمين بالقسط، ونها هم عن التلقب باسماء بئيسة واللمز لانفس بريئة، والنبز بالقاب خبيثة، حتى جزرهم وامرهم فيه للتوبة، ونهاهم عن ظن الشر حتى شبهه تعالى باكل لحوم اخيه الميت وكراهته عنها. ومع ذالك أكثر العلماء والمسلمين فى جميع انحاء العالم واطرافه وقعوا فى التفرقة والاختلاف سياسية واجتماعية واقتصادية، وداعية خصوصا فى امور الدين منهجا ومسلكا وشريعة. وايضا ان ملوك المسلمين فى ممالكهم يتبعون اسلوب البريطانية وبعضهم اسلوب الامريكية وبعضهم اسلوب الروسية، حتى انهم احبوهم قدوة وناصرالهم - وقد قال الله تعالى : ودوا لوتكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال تعالى : ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء الاية وقال الله تعالى : ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، وقال الله تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذالك فليس من الله فى شيئ الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير (آل عمران ٢٨) وقال الله تعالى : ياايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفى صدورهم أكبر، قد بينالكم الايات ان كنتم تعقلون (آل عمران - ١١٨) وقال تعالى: الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا (النساء - ١٣٩) وقال الله تعالى : ياايها الذين امنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ج ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لايهدى القوم الظالمين (المائدة - ٥١)

وهذه الايات الكريمة وكثير من الايات كلها تدل على اتحاد المسلمين واتفاقهم عالما كان او غير عالم الذين يؤمنون بالله ورسوله واتخذوا الاسلام دينا - واما اذا نظرنا الى الاحاديث فنجد كثيرا منها تدل على اتحاد المسلمين واتفاقهم واصلاح المسلمين بينهم كما قال عليه الصلوة والسلام ان الله لايجمع امتى او قال امة محمد ﷺ على ضلالة، ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ فى النار - رواه احمد (مشكوة صـ ٣٠) وعن معاذ بن جبل رضـ قال قال رسول الله ﷺ ان الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم يأخذ الشاذة والقاصية والناحية واياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة - رواه احمد (مشكوة صفـ ٣١)

وعن ابی ذرؓ قال قال رسول الله ﷺ من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه۔ رواه احمد (مشكوة صـ۳۱)

وعن النعمان بن بشيرؓ قال قال رسول الله ﷺ ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائرالجسد بالسهر والحمّى ۔ متفق عليه (مشكوة صـ۴۲۲)

وعن ابی موسیؓ عن النبی ﷺ قال المؤمن للمؤمن كا لبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه ۔ متفق عليه (مشكوة صـ۴۲۲)

واذا نظرنا الى تاريخ الاسلام لوجدنا فيه عبرات كثيرة فى الا تحاد والاتفاق وترك التفرقة ـوكان النبى ﷺ يشاور مع اصحابه فى امورالدين وشئونه فتوجد ثمرة قراراته ناجحة فائزة، كما فى غزوة بدر مع قلة المسلمين وكثرة الكافرين فتح الله على المشركين، وفى غزوة احد انهزم الله المسلمين بالتفرقة بعبد الله ابن ابى، واصحاب جبل العينين، وفى غزوة صلح الحديبية وغزوة فتح مكه وغزوة تبوك والاحزاب فتح الله المسلمين وهكذا فى خلافة ابى بكرؓ فى غزوة اليمامة وفى خلافة عمرؓ فتح الله فلسطين وسوريا وفارس ومصر وغير ذالك ، وفى خلافة عثمان تفرق المسلمون حتى استشهد عثمانؓ فى ايدى البغاة، ووقع الفساد بين المسلمين مالم ينسأه التاريخ عن صفحاته ۔ وفى خلافة علىؓ اختلف المسلمون فيه، وتفرقوا بحز بين، ووقعت غزوتان بينهما، غزوة الجمل والصفين، وخرج من حزب علىؓ افراد كثير، سموا انفسهم بالخارجى، واستشهدعلىؓ بايدى البغاة، ولولم يقع الاختلاف بينهم لفتحوا جميع كرة الارض فى عهد خلفاء الراشدين المهديين، وهكذا ذهبت الخلافة الى غير اهلها، ولم يزل يقع الفساد والاختلاف بين المسلمين، وهكذا كان دور خلافة بنى امية والعباسية، حتى هيأ الله قائدا بطلا مغوارا الناصر لدين الله صلاح الدين الايوبى وفتح الله بيده "الحرب الصليب"

وفى حرب العالمى الثانى لماتفرق المسلمون انهدمت خلافتهم بايدى المسيحيين والمشركين واحتلوا على مما لكهم واسسوا فيه تأسيس دولهم ولكن رحمة الله قريب، لم يزل المسلمون يوافقون بينهم، ويجاهدون ضد الكافرين، ولم يزل يسلبون ممالكهم ويحرزونها عن ايدى الغاصبين ويطردونهم عن ديارهم لان الله تعالى اوقد نار الجهاد والنهضة فى قلوب المسلمين، ولم يزل يقابلون الكفار بالجهاد والمشقة، خصوصا فى الايام القادمة۔

فالنداء الى اخوا ننا الكرام من المسلمين وعلمائهم:

متى تنتبهون عن رقدتكم الطويلة وتتفقون فى تأمير دين الله تاركا كل العصبية والشعبية، وتخلصون انفسكم، عن اغراض الدنية وتجاهدون فى سبيل الله لاعلاء كلمته الطيبة ۔ ويومئذ يقول الرسول مسرحابانكم خير امة اخرجت للناس۔

মুসলিম জাতির উত্থান-পতন

মুহাম্মদ মোখ্‌তারুজ্জামান
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস
অত্র মাদ্‌রাসা

প্রাক-কথন ঃ মানব সভ্যতা ও ধর্মের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ ধর্ম হল ইসলাম। ইসলাম সকল ধর্ম ও মতকে বাতিল ঘোষণা করে এবং মানব জাতিকে সভ্যতা ও প্রগতির দিকে অগ্রসর করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। মানব জাতির প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগে আল্লাহর দেওয়া আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৃথিবীতে মুসলমানগণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম জাহেলী আরবকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্য পূর্বের সকল যুগকে হার মানায়ে পৃথিবীতে স্থায়ীত্ব লাভ করে। দুনিয়ার ইতিহাসে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। ইসলাম এশিয়া, ইউরোপ তথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে মুসলিম জাতির উত্থান হয়। মানব সভ্যতা প্রকৃতির চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী উত্থান-পতনের মাধ্যমে অগ্রসর হয়। এ প্রসঙ্গে পাক কোরআনে এরশাদ হয়েছে - وتلك الايام نداولهابين الناس মানুষের কর্মের ফলে উন্নতি ও অবনতি হয়। প্রকৃতি জগতের পরিবর্তন ও বিবর্তনের উপর মানুষের কোন কর্তৃত্ব নেই। একটি জাতির ভাংগা-গড়া ও উত্থান-পতনের পিছনে রয়েছে মানব সৃষ্ট বহু কারণ।

মুসলমানদের মর্যাদা ঃ

মুসলিম জাতির রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। জাতি হিসেবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সর্ব প্রথম মুসলমানদেরকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করেন। কোরআনে করিমের ঘোষনাঃ

ملة ابيكم ابراهيم هو سمكم المسلمين .

কোরআনের ভাষায় সেই উত্তম মধ্যম পন্থীও আদর্শ বাদী জাতিটি কাল পরিক্রমায় বিভিন্ন নবীও রাসুলের মাধ্যমে সামনে এগুতে থাকে। অবশেষে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাতে এ জাতির পরিপূর্ণতা ঘটে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গীবন মুসলমানদের উত্থান ও ব্যাপ্তিকে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে যে সব বিপ্লব একটা নতুন ও চিরস্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে, তাদের মধ্যে অন্যতম ও স্মরণীয় বলে বর্ণনা করেছেন।

বিভিন্ন রাজ্য জয় ঃ

ইতিপূর্বে আরবরা ছিল অসভ্য। অথচ কিছু কাল পরেই এই অসভ্যরাই জগতে একটা বৃহত্তম শক্তির অধিকারী হয়ে উঠল। সিরিয়, মিশর, পারস্য, তুর্কীস্থান, পাঞ্জাব,বায়জান্টাইন কনস্টানটিনোপল , আলেকজান্দ্রিয়া স্পেন প্রভৃতি রাজ্যগুলো হল মুসলমানদের করতলগত। মুসলমানগণ দ্বীপ্ত কণ্ঠে ঘোষনা দিল - No East, No West, Islam is the best. এত সহজে মুসলমানগণ কৃতকার্য হল যে, অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে এই প্রশ্ন সকলের মনে জাগল, সত্যিই তাদের এই অবাধ জয়ের পথে আর কোন বাঁধাই দেয়া যাবেনা। ইউরোপের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সারা খৃষ্টান জগত নতুন প্রাচ্য সভ্যতার সামনে দাড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। এ ভাবেই ইউরোপে মুসলিম জাতির উত্থান হল।

আমাদের দেশে ইসলাম ঃ

বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসারের অংশ হিসেবে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে ভারত উপমহাদেশে ব্যবসায়ী ও সামরিক বেশে এবং কতিপয় অলী-দরবেশ শুধুমাত্র ইসলামের

দাওয়াত ও তাবলিগের জন্য আগমন করেন। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিম জাতির উত্থান হয়। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিল্জীর বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক পর সোনার গাঁয়ের স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ (১৩৩৮-৪৯)চট্টগ্রামকে রাজনৈতিকভাবে মুসলিম শাসনের অর্ন্তভূক্ত করেন। আমাদের চট্টগ্রামে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তির মূলেও রয়েছে বার আউলিয়া তথা হযরত আমানত শাহ্(রহঃ), হযরত বদর শাহ (রহঃ), হযরত মোহসেন আউলিয়া (রহঃ), হযরত এয়াছিন আউলিয়া (রহঃ) ও হযরত শাহ্ চান্দ আউলিয়া (রহঃ) প্রমূখ আউলিয়ায়ে কেরামগণের পদচারণা ও আত্মত্যাগ।

দ্বান্দিক সফলতা ঃ

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখতে পাই, মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যকার দ্বন্ধ ও সংঘাত চিরন্তন। প্রত্যেক যুগের নবী রসুল, সাহাবায়ে কেরাম, আইয়িম্মায়ে মুজ্তাহেদীন, সলফে সালেহীন, মুসলিম রাজা বাদশাহ ও দ্বীনের সৈনিকগণ বাতিল পন্থীদের সাথে মোকাবিলা করে সফলতা অর্জন করেছেন। যার ফলে মুসলিম জাতির বিকাশ সাধিত হয়েছে।

সাফল্যের কারণঃ

মুসলমানদের সফলতা ও উৎকর্ষতার পিছনে মুলতঃ দুইটি কারণ বিদ্যমান। একদিকে ইসলামের অন্তর্নিহিত প্রানশক্তি তথা গ্রহণযোগ্যতা এবং অন্যান্য ধর্ম সমূহের বিড়ম্বনা। অন্যদিকে মুসলমানদের আদর্শিক শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব। ইসলাম বিশ্বজনীন ও মানবতাদের আদর্শ হবার কারণেই বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের এত ব্যাপক প্রসার ও বিস্তৃতি। একদিন মুসলমানেরা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচুকরে দাঁড়িয়েছিল । তাই আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

توحيدكی امانت سينوں ميں ہے ہمارے ❖ اساں نہيں مٹھانا نام ونشاں ہمارا
چين وعرب ہمارا ہندوستاں ہمارا ❖ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا

মুসলমানদের পতন ঃ

মুসলিম জাতির পতনের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহঃ) বলেন, "মুসলমানরা যত দিন সত্যানুসন্ধিৎসু ও জ্ঞান সাধনার পথে অগ্রসর হচ্ছিল, দুনিয়ার সমস্ত জাতি তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে চলেছিল। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে যখন চিন্তানায়ক ও গবেষকের আবির্ভাব বন্ধ হয়ে গেল তখন তারা দুনিয়ার নেতৃত্ব থেকে ছিট্কে পড়ল। অন্যদিকে পাশ্চাত্য জাতিগুলো এই সকল ক্ষেত্রেই দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল। মুসলমানদের উত্থান-পতন সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল বলেন,

وہ زمانہ ميں معزز تھے مسلماں ہوكر ❖ اور تم خوار ہوئے تارك قرآن ہوكر

মুসলমানদের পতনের জন্য দায়ীঃ

(ক) মুসলমানদের দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকা। (খ) চিন্তার জগতে অনৈক্য ও জাতীয় সংহতির অভাব (গ) আলেম সমাজের উদাসীনতা ও সংকীর্ণতা (ঘ) খিলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের প্রবর্তন। (ঙ) সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। (চ) মুসলমানদের উদাসীনতা। (ছ) অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার (জ) গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য ভুলে যাওয়া (ঝ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

পতন থেকে উদ্ধারের উপায় ঃ

ইসলাম মুসলমানদের কে উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। তাই ইসলামকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে। শহীদ হাসানুল বান্না (রহঃ) বলেন - " Islam is my Father, Islam is my Mother I like no other." মুসলমানরা দুরন্ত দুর্বার, তাদের বেগ দুর্দমনীয়, তারা দুর্গম পথের বিপ্লবী কাফেলা, তাদের রয়েছে বিশাল বক্ষ, উদার হৃদয়, উষ্ণ রক্ত, শক্তিধর বাহু। কেউ তাদেরকে রুখতে পারেনা। তাই কবি মতিউল ইসলাম বলেন,

বুকের দুয়ারে কুঠার হানিয়া জাগাও সে মহাবল, ❖ তোমরা জাতির পথের দিশারী অশান্ত চঞ্চল।
তোমাদের হাতে ঝলসে উঠুক খসে পড়া শমশের ❖ তোমাদের কেহ সিংহশাবক কেহ দুর্দমশের।

মুসলমানদের করণীয় :

মুসলমানদের এসব কারণ সামনে নিয়ে আবার সব মুসলমানকে ভাবতে হবে ও কর্মে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। মুসলমানগণ যদি উন্নতি ও প্রগতির পথে অগ্রসর হতে চায়, যদি শক্তিমান ও মর্যাদাবান জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায়, তাহলে প্রথমে ঈমানের ক্ষেত্রে চরম মজবুতি, আইনানুবর্তিতার ক্ষেত্রে পুর্ণ আনুগত্যশীল হতে হবে। কবি নজরুল বলেছেন,

"শুকনো রুটিরে সম্বল করে + শক্তি সাহস ঈমানের জোরে,
হারানো অতীত ফিরিয়ে আন + আল্লাহু আকবর রবে হে + কাঁপুক বিশ্ব দূর বিমান।"

এ জন্যই আজকের প্রয়োজন খোলাফায়ে রাশেদার আলোকে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হলে পূনরায় বিশ্ব মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আবার যদি মুসলমানগণ কোরআনকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরে যদি কোরআন নির্দেশিত চিন্তা গবেষণার পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীর পর্যবেক্ষণ ও রহস্যাবলীর অনুসন্ধান করে কোরআনের ইমারত গড়ে তুলে বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি ও তর্কশাস্ত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে। তাহলে গোটা বিশ্ব আবার মুসলমানদের ইমামত মেনে নিবে। তাই কবির ভাষায় বলি ঃ

কোরআনের ডাকে সাড়া দাও আজি হেলা করনা আর
জ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে সবাই দূর কর অন্ধকার।

উপসংহার : স্থবিরতা দ্বারা গতিশীলতা মোকাবিলা করা যায়না। তর্ক শাস্ত্রের বদৌলতে যুগের গতি বদলিয়ে দেয়া যায়না। যুগকে বদলিয়ে দিতে চাই সিংহদিল একটা মজবুত দল, যাদের অন্তরে স্থিতি লাভ করে কোরআনী জ্যোতি আর তাদের আচরণে ও কর্মতৎপরতায় প্রতিষ্ঠিত হয় সাহাবাদের আদর্শ। তাই তো কবি বলেছেন -

অতীত মোদের গৌরব ভরা উজ্জ্বল বর্তমান,
ভবিষ্যতের দিশারী আমরা খালিদের খান্দান ।

যখন মুসলিম জাতি প্রকৃত ইসলামী চরিত্রের অধিকারী হবে, হবে সত্যনিষ্ট, বিশ্বাস পরায়ন ও মানবতার খেদমতগার, তখন তারা সক্ষম হবে গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে। কবি নজরুল যথার্থই বলেছেন ঃ

বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা + শির উঁচু কর মুসলমান,
দাওয়াত এসেছে নতুন জামানার + ভাংগা কিল্লায় উড়ে নিশান।

সফল আদর্শ শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন

মুহাম্মদ আবু তাহের
সহকারী শিক্ষক, অত্র মাদরাসা

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের শিক্ষক ছিল যুগে যুগে প্রেরিত মহান আল্লাহর নবীগণ এবং মহান স্রষ্টার নয়নাভিরাম প্রকৃতি। কিন্তু কালের আবহ পেরিয়ে যখন থেকে সমাজ বদ্ধ মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়া পত্তন হল সেদিন থেকে সাম্প্রতিক কালের এদিনটি পর্যন্ত শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে শিক্ষক একটি উল্লেখ যোগ্য উপাদান। কেননা শিক্ষা কার্যের সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। White hcad-এর মতে কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই শিক্ষক এর চেয়ে উত্তম নহে। শিক্ষক হচ্ছেন সভ্যতার ধারক -Gurdian of Civilization. শিক্ষক শুধু শিক্ষাদান করেননা,তিনি মানুষ গড়ার কারিগরও বটে। তিনি জাতি গঠন করেন। জাতির মান নির্ভর করে সমাজের প্রতিটি নাগরিকের মানের উপর, নাগরিকের মান বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষার মানের উপর, আর শিক্ষার মান সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে শিক্ষকের গুনাবলীর উপর।

শিক্ষকের ইংরেজী প্রতি শব্দ TEAC HER,এর আক্ষরিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়ঃ

T-Truthful (সত্যবাদী) E- Educated (সুশিক্ষিত) A- Active (সক্রিয়) C-Concious (সচেতন) H- Honest (সাধু/ধার্মিক) E-Energetic Efficent (কর্ম চঞ্চল, দক্ষ) (R=R-R) Reader, Writer, Aerthmatic (All round, devlopment) চতুর্মুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি হবেন একজন শিক্ষক যিনি সত্যবাদী, সুশিক্ষিত, নিজ কর্মে যত্নবান, সমাজ সচেতন, সাধু ও ধার্মিক, অত্যন্ত দক্ষ এবং চতুর্মুখী প্রতিভার অধিকারী। যিনি হবেন গ্রহন উপযোগী, আকর্ষনীয়, অনুকরণীয়,ও অনুস্মরণীয়। একজন আদর্শ শিক্ষক সকল বৈরীতার মাঝে ও শিক্ষার কাজ এমন সুচারুরূপে পরিচালনা করেন যে,সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা স্বার্থকতায় ভরে উঠে।

আবার সকল সুবিধা সরোবরে অবগাহন করে ও শিক্ষকের যোগ্যতার অভাবে শিক্ষাকার্য টি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। তাই শিক্ষাকে সার্থক করার জন্য যেমন প্রয়োজন হয় পাঠ্যক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা, তেমনি চাই যোগ্য ও সুশিক্ষক। আর একজন আদর্শ ও যোগ্য শিক্ষক তার নিজস্ব পেশাগত নৈতিকতার অপরূপ ডোরে আবদ্ধ।

সমাজ বদ্ধ মানুষকে জীবন ও জীবিকার জন্য কোন না কোন পেশা অবলম্বন করতে হয়। প্রত্যেক পেশারই কিছু নিজস্ব নিয়ম শৃংখলা, দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যা হচ্ছে উক্ত পেশার পেশাগত নৈতিকতা (Professional ethies) নৈতিকতা হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের ও আত্ম জাগরণের বিবেক প্রসূত সুষ্ঠ মস্তিষ্কের সুচিন্তার ফসল, যা মানুষকে মানবতা ও শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব মহিমা দান করে সৃষ্টি রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব দীপ্তি মণিমালা পরিয়েছে। এ নৈতিকতা শিক্ষকতা পেশার ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষকতার পেশায় যে সকল গুন, ক্ষমতা, দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্য এবং সংলক্ষনের আবশ্যক, যা শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীগণের বিশ্লেষণ প্রসূত সে গুলি একটি তালিকার মাধ্যমে দেখানো হল-

শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য ঃ

একজন আদর্শ সফল শিক্ষক এর বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ ২ প্রকার। যথা ঃ ক. ব্যক্তিগত। খ. পেশাগত বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আবার ২ প্রকার। ১.জন্মগত, ২. অর্জিত বৈশিষ্ট্য।

১। জন্মগত বৈশিষ্ট্য ঃ

ক. দৈহিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য।
খ. বৌদ্ধিক ক্ষমতা।
গ. বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা।
ঘ. উষ্ণতা বা স্নেহ প্রবণতা।

২। অর্জিত বৈশিষ্ট্য ঃ

ক. ব্যক্তি সত্ত্বার বিভিন্ন সংলক্ষন।
খ. দায়িত্ব বোধ।
গ. প্রগতিশীল দৃষ্টি-ভংগি।

ঘ. প্রক্ষোভমূলক বৈশিষ্ট্য।
ঙ. উন্নত জীবনাদর্শ।
চ. নিরপেক্ষ চিন্তা ক্ষমতা।
ছ. ব্যক্তিগত পাঠাগার।
জ. সেবামূলক মনোভাব।
ঝ. রস বোধ।
ঞ. জ্ঞান পিপাসা।
ট. ছাত্র প্রীতি।
ঠ. জাতহীনতা।
ড. নৈতিক আদর্শ।
ঢ. নেতৃত্বের গুনাবলী।
ণ. মানষিক সুস্থতা।
ত. ধৈর্য।

৩) পেশাগত গুনাবলী বা বৈশিষ্ট্যঃ

ক. বিষয় বস্তুর জ্ঞান।
খ. জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা।
গ. শিক্ষা পদ্ধতির জ্ঞান।
ঘ. পরীক্ষা ও গবেষণা মূলক জ্ঞান।
ঙ. মনো বিজ্ঞানের জ্ঞান।
চ. ন্যায় বিচার ক্ষমতা।
ছ. পরিবর্তিত তথ্য জ্ঞান।
জ. পাঠ্যভ্যাস।
ঝ. শিক্ষকতায় গভীর অনুরাগ।
ঞ. পরিচ্ছন্ন মনোভাব।
ট. শিশু মনে আগ্রহের জনক।
ঠ. প্রদীপনের ব্যবহারিক জ্ঞান।
ড. মূল্যায়নের জ্ঞান।
ঢ. বলবর্ধক প্রদান কারী।
ণ. উপকরণের ব্যবহার।
ত. সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজে দক্ষতা।

মূল্যায়ন ব্যবস্থা ঃ

আমাদের দেশে অন্যান্য বিষয় ও পেশার মত শিক্ষকতার পেশায় ও স্বজনপ্রীতি, দলপ্রীতি এবং দুর্নীতির প্রভাব বিস্তার শুরু হয়েছে। যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ লোকেরাই বিভিন্ন পদে নিয়োগ পাচ্ছে এবং আমলাতান্ত্রিক উৎকোচ প্রথায় তারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হচ্ছে বা মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এসব কারণে উপযুক্ত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ অবহেলিত, উপেক্ষিত, অনুৎসাহিত। ফলে দিন দিন শিক্ষার নৈতিক মান ক্ষুন্ন হচ্ছে।

আমার মতে একজন শিক্ষককে তখনই সফল, আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে মূল্যায়ন করা উচিৎ যখন তিনি উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য সমূহের পাশাপাশি

১. কম C.L. ভোগকারী হবেন।
২. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন।
৩. যথাসময়ে ক্লাশে আগমনকারী ও প্রস্থানকারী হবেন।
৪. প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজে নিজেকে উৎসর্গকারী হবেন।
৫. নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হবেন।
৬. আধুনিক পদ্ধতিতে পাঠদান করবেন।
৭. পাঠদানে উপকরণের ব্যবহার করবেন।

শেষ কথা ঃ

পরিশেষে বলতে চাই, আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি তথা ডাল্টন পদ্ধতি, মন্টেসরি পদ্ধতি ও পরিকল্পনা প্রভৃতি আলোচনা করলে দেখা যায়, সকল কর্মের নায়ক শিক্ষার্থী আর তার সার্থক রূপকার হলেন শিক্ষক। দেশ, জাতি, সমাজ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব এ সার্থক রূপকার তথা মানুষ গড়ার কারিগরের কাছ থেকে যথার্থ সংখ্যক শুদ্ধ, সুন্দর ও যুগ উপযোগী মানুষ চায় শিক্ষকগণই পারেন কালের এ দাবী মেটাতে এবং সে পারার পূর্ব কথা হচ্ছে শিক্ষককে তার নিজস্ব পেশাগত নৈতিকতায় অটল ও অটুট থাকা নিজ কর্তব্য ও কর্মে অবিচল থাকা। আর এজন্য প্রয়োজন রাষ্ট্র ও সমাজের যা করণীয় শিক্ষকের জন্য তা করা। দিনে দিনে শিক্ষকের এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের এ জ্ঞান চক্ষুর যথার্থ উন্মেষ ঘটুক, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র ও শিক্ষককে যথাযথ মান মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করুক এ প্রত্যাশাই রইল।

الجهاد واهميته فى الاسلام

بقلم محمد غياث الدين
الصف الثانى من العالم

قال الله تعالى فى القران الكريم وعد الله الذين امنوامنكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكّنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدّ لنّهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى لايشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذالك فاولئك هم الفاسقون (النور -٥٥) فهمنا وعلمنا من هٰذه الاية الكريمة انّ اللّه سبحانه وتعالى وعد الذين امنوا وعملوالصالحات بالخلافة فى ارضه والتمكين لهم دينهم الذى ارتضٰى لهم والتبديل خوفهم بالامن ولايخلف الله وعده بل اليوم ليس فى ايديهم الخلافة والسلطنة فى ايدى الكفار والفجار والمنافقين. والمؤمنون الصلحون يعيشون تحت حكومتهم الفاسدة -اين وعد الله تعالى؟ ايخلف الله وعده؟ وقد قال الله تعالى فى القران ولن يخلف الله وعده (الحج -٤٨) فما وجه ذٰلك؟ نعم هو ترك العمل بكتاب الله والسنة وايضا قد وصف الله تعالى هذه الامة بخير امّة ومسئوليتهم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بقوله كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله (ال عمران :١١) لاشك ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر كان ايضا من واجبات الامم السابقة فما وجه افضلية هذه الامم عليهم ؟ اجاب عنه الامام القفال الشاسى رحمه الله حقا ما اورد الامام فخر الدين الرازى فى تفسيره قال ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر على درجتان - الاولى : ادنى درجة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وهى تكون باللسان والقلب. والثانية : اعلاها وهى ازالة الكفر والشرك والفساد والفسق وجميع المعاصى بالقتال فوجه افضلية هذه الامة على جميع الامم امتثال اعلى درجة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر- قال الله تعالى ايضا فى القران كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسٰى ان تكرهوا شيأ وهو خير لكم وعسٰى ان تحبوا شيأ وهو شرّلكم والله يعلم وانتم لاتعلمون (البقرة -٢١٦) موضع النظر والتد بر فى

هذه الاية الكريمة ان الله سبحا نه وتعالى قال بعد قوله تعالى كتب عليكم القتال "وهو كره لكم" لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم اشد الناس ايمانا لان القتال هو عمل عسير جدا وكيف قاد النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه فى تسع وعشرين غزوة وبعث اصحابه المقاتلين في ثلث واربعين سرية ليحفظ الاسلامْ والمسلمين من ايدى الكفار ـ ولكن يقول البعض اين وقت الجهاد؟ اين معدات الجهاد؟ ومن جانب يوجد قوم فى المجتمع الذين يظنون ان حقيقة الدين تسبيح وتهليل بكرة واصيلا واداء صلوة و ذلك لايكون ابدا ـ قال الله تعالى عن هذا موضحا فى القرآن انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله اولئك هم الصدقون (حجرات ١٥) وفى هذا جد ير بالتفكر حديث النبى صلى الله عليه وسلم اذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبا يعوا بالعينة واتبعوا اذناب البقر وتر كوا الجهاد فى سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلايرفعه حتى يرجعوا الى دينهم (الطبرانى) ماذا منفعتنا فى الجهاد ؟ يقول القران مفصحا فيه ست فوائد ـ الاول : قاتلوهم يعذبهم اللّه بايديكم الثانى ويحزهم لاتبقى حضارتهم وثقافتهم ولاتبقى لهم سيادة وقوة ويعيشون صاغرين ـ الثالث وينصركم عليهم ـ الرابع : ويشف صدور قوم مؤمنين الخامس : يذهب غيظ قلوبهم اى يقع كل غضب قلوبكم على الكفار وتنسون التنازع ـ السادس : ويتوب الله على من يشاء (التوبة : ١٤) هكذا بحث اللّه فى سورة الانفال كلها عن الجهاد نزلت سورة التوبة بمناسبة الجهاد وقال ايضا فى سورة الحج والممتحنة عن احكام الجها د يفهم منها اهمية الجهاد فى الاسلام من قرأ القران فهو لايترك الجهاد ابدا ـ ولايكون غير راغب الى الجهاد قط ينبغى لنا ان نتمنى الشهادة كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يتمنى للشهادة فى سبيل الله ِلا بد لنا من التقدم للثورة الاسلامية بطريق الجهاد كما تقدم النبى صلى الله عليه وسلم الى الجهاد لاقامة احكام الاسلام اسعدنا الله جميعا بتوفيق الاشتراك فى الجهاد لاعلاء كلمته والشهادة فى سبيله وينصر الاسلام فى جميع انحاء العالم .

THE SCIENTIFIC INDICATIONS IN THE HOLY QURAN

Muhammad Taiaub Ullah.
Fazil second year.

In the name of Allah, the most beneficent and the Most merciful. Praise be to Allah, the sustainer and the cherisher of the universe. The Holy Quran is the book of guidance. The guidance is for the whole of mankind and comprises all the activities of human life.

Since science is an important human activity and an essential one for the progress of mahKind, it is natural to expect that the Quranic guidance Will address itself to the aspects of science. It is no wonder that the Holy Quran does so beautifully. Almost one-eighth of the total number of verses in this book is devoted to science and technology. There May are several verses of the Holy Quran based on scientific indications .as -

The originator of the heavens and the earth! When He decrees a thing, He says unto it only :Be! and it is. This verse deals with the most - fundamental concept of Allah being the creator of the universe. (Surah Bakarah :117) In the creation of the heavens and the earth, in the defference between the night and the day, in the ships that ply on the sea which benefits mankind, in what Allah sends down the water from the sky and there by He revives the earth after its death and disperses there in all kinds of animals. In the change of the winds and in the clouds obedient between the sky and the earth, indeed there are signs for the people that are wise. (surah Bakarah 164) In this single verse the attention of the Wise has been a specifically drawn to a number of signs of the All-merciful Allah.

(a) The creation of the heavens and the earth,

(b) The difference between the night and the day,

(c) The Ships plying on the sea for the well-being of Mankind,

(d) The rain which Allah sends down from the sky thereby reviving the earth after its death dispersing all kinds of animals there in.

(e) The change of the winds and,

(f) The clouds obedient between the sky and the earth.

How wonderful the creatures of the Almighty Allah is! only Allah is the most praiseworthy. He is the greatest scientist. All the things in this Universe have been created by Allah. He enables His creatures to perform anything . Without His help no mankind or animals can do any thing

It is Allah who alternates the night and the day. Verily these things are an

instructive example for those Who have vision. And Allah has created every animal from water. of them there are some that creep on their bellies some that walk on two legs, and some that walk on four. Allah creates what, He Wills, for verily Allah has power over all things (Surah Noor - 44/45)

It is Allah who takes the souls of man at death and of those who are not in their sleep. He keeps that soul for which He ordained death and the rest souls He sends back to their bodies for a term appointed. verily these are the signs for those who reflect. (Surah jomar: 42)

Since the soul is still beyond human comprehension, scientific analysis and experiments, present and day knowledge is not enough to explain this verse

And among His signs is the sleep that you take by night and by day and your seeking of His bounty, as a matter of fact in that are signs for those who heed. (Surah Room23)

Sleep is a resting condition of the body that recuperates and restores the brain, the nervous system, the muscles and the whole system.

"And among His signs are the ships smoothly running through the Oceans, tall as Mountains.(Surah Shura 32)

This verse speaks of ships /boats/ steamers plying through the ocean, the sea and the river by which people get benefit.

If it be His will, he can still the wind. Then would they become motionless on the back of the ocean. Verily in these are signs for everyone who patiently perseverses and is grateful.(Surah shura :33)

One of the greatest inventions has been the utilization of wind power in the sailing of ships. the direction in which the ship moves is controlled by varying the angle of incidence of wind to the sail.

Such a mechanism is possible by the resolution of forces (law of parallelogram of forces) as ordained by the creator.

" He has Made for you the earth like a carpet spread out and has made for you roads and channels there in, in order that you may find guidance on the way. (Surah Jakroof :10)

This verse is scientifically very interesting because mention has been made here of the creation of every thing in pairs.

In order that you may sit firm and square on their backs , and when so seated you may celebrate the favour of your Lord and say " Glory to the subject of Him who has subjected these to our use, for we could never have accomp

lished this by ourselves. (Surah Jakroof :13)

The sun and the moon follow courses exactly computed (Surah Rahman:5)

your guardian-Lord is Allah who created the heavens and the earth in six days and is firmly established on the throne (of authority)) He draws the night as a veil over the day, each seeking the other in rapid succession. He created the sun the moon and the stars governed by laws under his command. He is verily supreme in all creation and commandment. Blessed be Allah, the cherisher and the sustainer of the universe. (Surah Araf : 54)

Do they not look at the sky above them ? How we have made it and adorned it and there are no flaws in it . (Surah Qaf : 6)

In the sky there are visible millions of stars that twinkle, the planets giving steady light and the shining moon which changes phases during a luner month. The sun is another adornment of the sky which reigns supreme during the day time and makes the glow of all other heavenly bodies.

In the creation of the heavens even a careful observer can not detect any flaw whatsoever every where exists delicate balance and harmony "And the earth we have spread it out and set thereon mountains standing firm and produced there in every kind of beautiful growth in Pairs (surah Qaf :7)

"And the firmament has He raised high and He has set up the balance. In order that you may not transgress due to balance (Surah Rahman :7-8)

And the sun runs his course for a period determined for him. That is the decree of the All- merciful Allah , the exalted in might the omniscient (surah yasin :38)

And for the moon we have appointed menssion to traverse till she returns like the old and withered lower part of a date stalk (surah yasin:39)

It is not permitted to the sun to cateh up the moon nor can the night outstrip the day .Each swims along its own orbit in accordance with law .

I bring to an end with a prayer which our lord has taught us. "Oh lord, increase me in knowledge " may Allah forgive me for the errors that might have crept inspite of the best may my efforts.

কুরআন ও হাদিসের আলোকে পর্দা

হুমায়ূন কবির
আলিম ২য় বর্ষ

আরবীতে পর্দাকে বলা হয় 'হেজাব'। এটা একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। পর্দা বলতে আমরা বুঝি কোন কিছু দেখা না যায় মত আবরণ দিয়ে দেয়া। কেউ কেউ মনে করেন, পর্দা মানে একটি বোরকা ও একটি ছাতা, আসলে এগুলো হচ্ছে পর্দা অবলম্বনের মাধ্যম। ইসলামে পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম। পুরুষ ও নারীদের সেই অংশ যাকে আরবীতে "আওরাত" এবং উর্দুতে "সতর" বলা হয়, তা সকলের কাছে গোপন করা শরীয়তগত, স্বভাবগত ও যুক্তিগত ভাবে ফরজ। ঈমানের পর সর্বপ্রথম করণীয় ফরজ হচ্ছে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা। সৃষ্টির শুরু থেকেই এটা ফরজ এবং সকল পয়গাম্বরের শরীয়তে তা ফরজ ছিল। বরং শরীয়ত সমূহের অস্তিত্বের পূর্বেও জান্নাতে যখন নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের কারণে হযরত আদম (আঃ) এর জান্নাতি পোষাক খুলে যাওয়ায় গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ হয়ে গেল, তখন সেখানে ও আদম (আঃ) গুপ্তাঙ্গ খোলা রাখা বৈধ মনে করেননি। তাই আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) উভয়ে জান্নাতের পাতা গুপ্তাঙ্গের উপর বেঁধে নেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ঃ-

وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة (الاعراف ٢٢)

অর্থ- তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজেদের উপর বেহেস্তের পাতা জড়াতে লাগল (আল আ'রাফ-২২)। বুঝা যায় দুনিয়াতে আগমনের পর আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত সকল শরীয়তে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা ফরজ ছিল। তাই স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য রয়েছে স্বতন্ত্র কিছু বিধি ও আহ্কাম। পুরুষের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র হচ্ছে ঘরের বাইরে প্রকৃতির রুদ্র কঠিন পরিবেশে। পক্ষান্তরে স্ত্রী জাতির দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র হচ্ছে ঘরের ভিতরে। তাই স্ত্রী জাতির প্রতি নির্দেশ করে আল্লাহ বলেন ঃ-

وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى - الاحزاب : ٣٣ -

অর্থঃ-এবং তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করবে এবং তোমরা পূর্বের জাহেলী যুগের অবস্থার ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করবেনা (আল আহযাব-৩৩)। মহান আল্লাহ্ তায়ালা আরো ঘোষনা করেন ঃ-

واذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن - (الاحزاب ٥٣)

অর্থঃ এবং তোমরা তার পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। (আহযাব ৫৩)

ইমাম বোখারী (রাঃ) সুরা আহযাবের তাফসীরে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন

যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসুলল্লাহ আপনার নিকট ভাল-মন্দ সব ধরণের লোক আসা যাওয়া করে, তাই যদি আপনি উম্মেহাতুল মু'মেনীনদেরকে পর্দার নির্দেশ দেন তাহলে ভাল হত। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা পর্দার আয়াত নাযিল করেন যার কারণে সকল মহিলাদের উপর পর্দা পালন ফরজ হয়েছে। (বুখারী-খন্ড : ২)

হাদিস শরীফে এসেছে :

واقرب ماتكون من وجه ربها وهى فى قعر بيتها ـ الحديث.

অর্থাৎ মহিলাগণ আল্লাহ তায়ালার সর্বাধিক নিকটে তখনই থাকে যখন সে তার ঘরের ভিতরে অবস্থান করে। হাদিস শরীফে আরো আছে :

اذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان ـ

অর্থাৎ- নারী যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে তাক করে নেয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাহাবীদের স্ত্রীদের পর্দা ঃ

عن عائشةؓ قالت اومت امراة من وراء ستر بيدها كتاب الى رسول الله ﷺ ـ رواه ابوداود

অর্থাৎ- এজকন মহিলা পর্দার আড়ালে থেকে রাসুল (সঃ) এর দিকে একটি চিঠি দিয়েছিল। এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, সাহাবাদের (রাঃ) সম্মানিত স্ত্রীগণ ও রাসুল (সাঃ) এর সাথে পর্দা করতেন।

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মহিলাগণ ঘর হতে বের হতে হলে বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা আপাদ মস্তক আবৃত করে রাখবে। যেমন সুরা আহযাবের ৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

يا ايها النبىّ قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ـ (الاحزاب ٥٩)

অর্থাৎ- হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে কন্যাগণকে এবং মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন "জিলবাব" ব্যবহার করেন। "জিলবাব" সেই লম্বা চাদরকে বলা হয়, যা দ্বারা নারীর আপাদমস্তক আবৃত হয়ে যায়।

পর্দা গোপনীয় ঃ তাই মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

انّ الله حيى ستير يحب الستر ـ

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা লজ্জাশীল ও গোপনীয়। কাজেই তিনি পর্দাকে মহব্বত করেন। মহানবী (সঃ) আরো এরশাদ করেন ঃ

ايما امرأة نزعت ثيابها فى غير بيت اهلها خرق الله عز وجل عنها سترها ـ

অর্থাৎ- যে মহিলা তার ঘরের লোক ব্যতীত অন্যের নিকট তার কাপড় উম্মোচন করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে বেপর্দা করে দেন।

স্বামী ব্যতীত নিজ সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য পরিধেয় পোশাক পরিচ্ছেদ ব্যবহারে আল্লাহ্ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন।

পর্দা তাক্ওয়া তাই মহান আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষনা করেন ঃ

يا بنى آدم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا ولباس التقوىٰ ذلك خير-الاعراف ٢٦-

অর্থাৎ- হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি। তোমাদের দেহের আবরন এবং সাজ-সজ্জার বস্তু হিসাবে এবং পরহেজগারীর পোশাক; এটি সবোর্ত্তম। (আরাফ - ২৬)

দুঃখের সাথে বলতে হয়, বর্তমান সমাজে মহিলাদের পর্দা সম্পূর্ণ কুরআন ও হাদীসের বিপরীত। বর্তমানে মহিলারা পর্দাহীন ভাবে স্কুল-কলেজ, রাস্তা ইত্যাদিতে চলা ফেরা করে তা পরিহার করা অপরিহার্য। বিশেষ করে মুসলিম সমাজ বেপর্দা হওয়ার কারণ হচ্ছে; টিভি, ও বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া।

রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন ঃ

عن عمار بن ياسرؓ رفعه ثلاثة لا يدخلون الجنة ابدا الديوث والرجلة من النساء ومد من الخمر قالوا انما الديوث قال الذى لا يبالى من دخل على اهله-

অর্থাৎ- তিন শ্রেণীর লোক কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। (১) দায়ুছ (২) পুরুষের বেশধারী নারী (৩) মদ্যপায়ী। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, দায়ুছ কাকে বলে? উত্তরে রাসুল (সঃ) বললেন, যার স্ত্রীর নিকট যে কেউ আসা যাওয়া করে, আর সে তার কোন পরোয়া করেনা। (কাবীর)

পর্দার আরেকটি স্তর হলো, মহিলাদের সমস্ত দেহ আবৃত থাকবে; কিন্তু মুখমন্ডল ও হাতের তালু খোলা থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে পক্ষান্তরে যারা বোরকা চাদর ইত্যাদি দ্বারা তাফসীর করেন, তারা এগুলো খোলা না জায়েয মনে করেন। তবে যারা জায়েয মনে করেন, তাদের মতেও ফেত্নার আশংকা না থাকা শর্ত। চার ইমামের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল এই তিন জন প্রথম মাযহাব অনুসরণ করেন। ইমাম আযম (রঃ) ফেতনার আশঙকা না থাকার শর্তে দ্বিতীয় মত গ্রহণ করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পুরুষদের দৃষ্টি সংযত রাখা ও লজ্জাস্থান আবৃত করার নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون-نور - ٣٠-

অর্থাৎ- হে নবী (সঃ) মুমিনদেরকে বলে দাও তারা যেন, তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, এটাই তাদের জন্য উত্তম, তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্

অবহিত। (নুর :৩০)

মুমিন নারীকে পর্দার নির্দেশ এবং যাদের থেকে পর্দা করতে হবেনা তাদের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, "মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। আর তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবাও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা,শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ তাদের মালিকানাধীন দাসী যৌন কামনাহীন পুরুষ এবং নারীদের গুপ্তাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো নিকট তাদের আবরণ প্রকাশ না করে। হে মুমিন গণ তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" নুর -৩১

উল্লেখ্য যে, হঠাৎ কারো দৃষ্টি কোন মহিলার দিকে পড়ে গেলে তা মাফ করা হবে। যেমন বর্ণিত আছে,

عن جريرٌ قال سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك (مسلم)

অর্থাৎ- "হযরত জরীর বিন আবদুল্লাহ (রঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আকষ্মিক দৃষ্টি পতিত হওয়া সম্পর্কে। তখন হুজুর (সঃ) বললেন, তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। (মুসলিম)।

সুতরাং অত্র আলোচনা থেকে বুঝা যায়। সকল মুসলিম নর-নারীদের উপর পর্দা অবলম্বন করা ফরজ। যদি আমরা পূর্বে এই পর্দার হুকুম লংঘন করে থাকি তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করা দরকার। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :-

توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون (نور ٣)

অর্থাৎ- "হে ঈমানদার গণ! তোমরা সকলেই আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা কর। যাতে তোমরা সফল কাম হতে পার।" (নূর-৪)

হে আল্লাহ! বিশ্বের সকল মুসলিম নর-নারীদের কে পর্দামত চলার তাওফীক দান করুন। (আমিন)

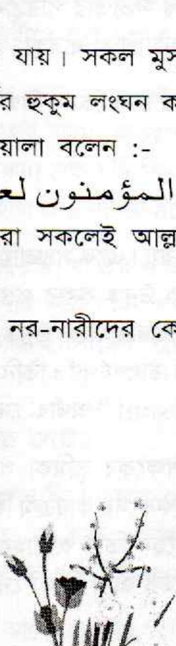

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাঃ বিপন্ন বিশ্ব সভ্যতার অনিবার্য প্রয়োজন

মোহাম্মদ মুনির উদ্দীন
আলিম ২য় বর্ষ।

সামগ্রিক ভাবে ব্যর্থ হয়েছে স্যাকুলার শি''ক্ষা ব্যবস্থাঃ

বর্তমান পৃথিবীর প্রেক্ষাপট ঘোষণা করছে, আদর্শহীন আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গুলো জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে নিতে ব্যর্থ। বস্তুবাদী দর্শণের পুঁজিবাদী শিক্ষা,লিবারেল ও স্যাকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা গুলো চরিত্রহীন, লক্ষ্যহীন, আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর যে সব নাগরিক তৈরী করেছে তার ভয়াবহ রূপ দেখে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ ও সমাজবিদরাই বেশি অস্থির হয়ে পড়েছেন। ইংরেজ কবি T.S Eliot বলেছেন, "All our knowladge brings us nearer to our ignorance, All our ignorance brings us nearer to our death" আমাদের তাবৎ জ্ঞান আজ আমাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিয়ে চলেছে, আর আমাদের তামাম অজ্ঞতা আমাদেরকে নিয়ে চলেছে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে ।"

সত্যিই বর্তমান পৃথিবীর অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সাংস্কৃতিক গোলামী; এর সবই স্যাকুলার শিক্ষা ব্যবস্থার কীর্তি। যৌনাচার, অবক্ষয়ের গ্লানি, মারনাস্ত্রের বিভীষিকা, দারিদ্রের জ্বালা; রক্তাক্ত, হতাশ, আহত ও পীড়িত মানবতার জন্য এক মাত্র দায়ী ধর্মহীন, নৈতিকতা মুক্ত বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা। পৃথিবীর মানবতাকে কিছু দিতে সক্ষম হয়নি স্যাকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা। উপরন্তু এটাই তিক্ত অভিজ্ঞতা ও অবধারিত বাস্তবতা যে, এ অপ শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে যে পরিমান বর্তমান থাকবে সে পরিমান দুর্ভোগই মানবতার জন্য অবশিষ্ট থাকবে। তা হলে মুক্তি? বিপন্ন বিশ্ব সভ্যতার পরিত্রান কি সুদূর পরাহত? না, পরিত্রানের পথ একটা আছে। প্রয়োজন একটি মার্জিত ও পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা।

শিক্ষা আসলে কি। শান্তিময় পৃথিবীর জন্য কেমন শিক্ষা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো ধাপে ধাপে আলোচনা করা হলো।

কাকে বলে শিক্ষা ঃ

নিঃসন্দেহে শিক্ষা একটি ব্যাপক বিষয়। একে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। প্রখ্যাত দার্শনিক ও কবি আল্লামা ইকবালের মতেঃ মানুষের খুদী বা আত্মাকে উন্নত করার প্রচেষ্টাই শিক্ষা। শিক্ষাবিদ অধ্যাপক Herman H. harne লিখেন-"সচেতন মানব সত্বাকে খোদার সঙ্গে উন্নত ভাবে সমন্বিত করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া। মহাকবি মিল্টনের সংজ্ঞাটি বহুল পরিচিত ও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন- Education is the harmonious development of body, mind and soul " অর্থাৎ- দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত উন্নতির নামই শিক্ষা।

বিশ্ব সভ্যতার সবচেয়ে স্বার্থক শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছিলেন নবী-রসূলগণ। তাঁরাই মানব জাতির জন্য খোদায়ী শিক্ষক। এই মহান শিক্ষকদের কার্যক্রম ছিলো আল্লাহ্‌র ভাষায়- "তিনি (আল্লাহ্) অজ্ঞদের মধ্য থেকে তাদের জন্য রাসূল প্রেরণ করেছেন তিনি আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ পড়ে শুনাবেন, তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। যদিও ইতোপূর্বে তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় ছিল। (জুমআ:২)

দেখা গেলো, শিক্ষার একটি মৌলিক দিক হলো আদর্শ,সভ্যতা, নৈতিকতা ও ধর্মের ভিত্তিতে জীবন। না হয় শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই বিফলে যায়।

ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকল্প নেই ঃ

মানব সভ্যতা বিনির্মাণে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা। নৈতিক মূল্যবোধ মুক্ত শিক্ষা কোন কিনারা করতে পারেনি বিশ্ব শান্তির। পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ ও সমাজবিদরাই এখন ধর্ম শিক্ষার জন্য আওয়াজ তুলছেন।

Stanly Hull তো একেবারে খোলামেলা বলে ফেলেছেনঃ If you teach your children three R,s, (they are Reading writting and Arithmetic) and leave the fourth R (Religion) you will get a fifth R Rascal."

পাশ্চাত্যের আধা নাস্তিক বার্ট্রান্ড রাসেল কে ও বলতে হলোঃ Informative knowladge তথা তত্ব ও তথ্য ভিত্তিক জ্ঞান যদি বৃদ্ধি পায় কিন্তু wisdom তথা নৈতিক প্রজ্ঞা যদি সে অনুপাতে বৃদ্ধি না পায় তাহলে সে জ্ঞান কেবল দুঃখকেই বাড়িয়ে দেয়। স্যাকুলার শিক্ষা মানুষের Rationality এর পরিবর্তে Animality বা পশুত্বকে বেশি জাগ্রত করেছে। সুতরাং, যা হবার তাই হয়েছে।

বর্তমান দুনিয়ার ভয়াবহ রুপ দেখে প্রফেসর ব্রেবাচার Modern philosophy of Education সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকেও ধর্মের আওতায় আনার পরামর্শ দিয়েছেন।

কোন্ ধর্মের ভিত্তিতে রচিত হবে শিক্ষাব্যবস্থা ঃ

ধর্মের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা রচিত হবে। নৈতিকতার জোয়ার বয়ে যাবে। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায়, শিক্ষা ব্যবস্থায়নে কোন ধর্ম ভূমিকা রাখবে? পৃথিবীতে তো অনেক ধর্ম বিদ্যমান।

সকল তথ্য প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয় সৃষ্টিগত ভাবে মানুষ এক ও অভিন্ন। মানুষের জন্মদান ও জন্মগ্রহণের জীব ও জৈবিক প্রক্রিয়া, মানুষের মৃত্যু সবতো একই রকম। সুতরাং, স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা আমাদের স্রষ্টা এক না ভিন্ন? স্রষ্টা যদি এক হন তবে ধর্মের এ ভিন্নতা কেন? স্রষ্টা যদি ভিন্ন হন তবে এ একক ঐক্য এলো কোত্থেকে? এর উত্তর হলো ধর্ম শুধু একটি, স্রষ্টা ও এক। তাহলে অন্যান্য ধর্ম গুলো ভ্রান্ত সাব্যস্ত হচ্ছে এবং এটাই বাস্তবতা।

তা হলে কোন সে ধর্ম, যা একক ও অদ্বিতীয়; যা ভ্রম ও অজ্ঞানতার উর্ধ্বে। অবশ্য এ ধর্ম হবে বাস্তব ও সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত। যা জীবনের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি-ভঙ্গি পেশ করে নির্ভুল ভাবে। এমন ধর্ম হলো শুধু একটি, আর তা কেবল ইসলাম। সুতরাং, একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতে রচিত হতে পারে নব প্রজন্মের শিক্ষা ব্যবস্থা।

ইসলামই একমাত্র নির্ভর যোগ্য, বিকল্প নেইঃ

বর্তমান জটিল বিশ্বের সব সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম একমাত্র ইসলাম। আর কোন ধর্ম এ দুঃসাহস দেখাতে সক্ষম নয়। কারণ অন্য সব ধর্ম হয়তো মন গড়া, মানব সৃষ্ট অথবা মানুষের পক্ষ থেকে বিকৃতির শিকার। অন্যান্য সব ধর্ম ছিলো কোন নির্দিষ্ট জনপদ ও নির্দিষ্ট কালের জন্য আর ইসলাম শ্বাশত।

আধুনিক কালের বিস্ময় কম্পিউটার। এ আবেগহীন যন্ত্র পর্যন্ত কোরআনের নির্ভুলতার ব্যাপারে যে তথ্য দেয় তা মানুষকে অবাক না করে পারেনা। কম্পিউটার দেখল ইসলামের এ কোরআন মানব গড়া কোন ধর্ম গ্রন্থ নয়। এতে বিকৃতির সকল দরজাই বন্ধ। এটি খোদার পক্ষ থেকে একটি নির্ভুল হিদায়াত। আল্লাহ্র ভাষায় ঃ আ-ফলা য়াতাদাব্বারূনাল কোরআনা ওয়ালাও কানা মিন ইনদি গায়রিল্লাহি লাওয়াজাদু- ফিহি ইখ্তেলাফান কাছিরা (সুরাতুন্নেসা - ২৮)

ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ব্যক্তি গত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সব সমস্যার সমাধান দেয়ার যোগ্যতা একমাত্র ইসলামই রাখে। আল-কোরআন বলছে ঃ ইন্নাদ্দিনা এনদাল্লাহিল ইসলাম। সুতরাং, কোরআনের আলোকে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রণিত হতে পারে আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা। এর কোন বিকল্প নেই। অন্য কোন বিকল্প পথ অন্বেষণ করাটাই বোকামী। আল-কোরআনের ভাষায় -আফা গাইরা দ্বীনিল্লাহি য়াবগুন ওয়া লাহু আসলামা মান ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ তাওআওঁ ওয়া কারহান্ ওয়া ইলাইহি য়ারজিউন।

উন্নত বিশ্ব সভ্যতা, প্রয়োজন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাঃ

বিশ্বের চিন্তাশীল সম্প্রদায় আজকের পৃথিবীর জন্য পথ খুঁজছেন। এদিকে আবার ইসলামের প্রতি অনীহা দেখান। অথচ অনীহা প্রদর্শন কারীরা বিকল্প কোন পথের খবর ও দিতে পারে না। তাহলে আমরা আর কতদিন এভাবে লক্ষ্যহীন হয়ে চলবো? এর জবাব অবশ্যই দিতে হবে। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ আর নেই।

বৃটেনের হবু রাজা ইংরেজ রাজ কুমার Oxford Centre for islamic studies এর Patron হিসেবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বিবেকের তাড়নায় বলতে বাধ্য হয়েছিলেনঃ "More than this Islam can teach us today a way of understanding and living in the world which christanity it self in the poorer for having lost." সত্যিই ইসলামই পারে একটি শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তুলতে। এর জন্য প্রয়োজন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। ইসলাম কোন প্রান্তিক মতবাদ নয়। এতে যেমন বৈরাগ্যের কোন সুযোগ নেই, তেমনি আবার শুধু ভোগের আধিকার দেয়না। একদিকে নৈতিক সত্তার বিকাশ সাধন করে গড়ে তুলবে খোদার সাথে গভীর সম্পর্ক, আবার অন্য দিকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রকৌশলকে কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলবে সুন্দর একটি পৃথিবী।

বৃটিশ মনীষী জর্জ বার্নাড়শ খুব জোরালো ভাবেই বলেছেনঃ "If all the world was united under One leader mahammad , he would have been the best fitted man to lead the peoples of verioues creeds, dogmes and ideas to pease and happiness" বিশ্ব শান্তির জন্য জর্জ বার্নাড়শ প্রস্তাবিত ব্যক্তিটি (মুহাম্মদ (সঃ) যদিও বর্তমান নেই কিন্তু তার প্রতিষ্ঠিত সে আদর্শ, তাঁর আনীত সে কোরআন এখনো বর্তমান। সে আদর্শের ,মূল্যবোধের ভিত্তিতে যদি এ জটিল বিশ্বের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণীত হয় তবে তা খুব সফল ভাবেই দিশেহারা মানবতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।

শিক্ষার ব্যাপারে ইসলাম অতুলনীয়। শিক্ষার ব্যাপারে আল-কোরআনের একটি প্রশ্ন বোধক প্রস্তাবনা দিয়েই প্রবন্ধের ইতি টানছি। মহা গ্রন্থ আল-কোরআনের যুগান্তকারী জিজ্ঞাসা ঃ-

হাল ইয়াস্তাবিল লাযিনা এয়া'লামুনা ওয়াল লাযিনা লা এয়া'লমুনঃ অর্থাৎ - যারা জানে, আর যারা জানেনা তারা কি সমান হতে পারে?

প্রচলিত শিক্ষা বনাম আদর্শ শিক্ষা

মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম সিকদার
আলিম ২য় বর্ষ

প্রাথমিক কথা ঃ শিক্ষা সকলের নিকট একটা পরিচিত বিষয়। শিক্ষা মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । শিক্ষা ছাড়া কোন ব্যক্তির পথ চলা অসম্ভব। কারণ জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান । ভাল-মন্দ বুঝার ক্ষমতা যার নেই সেই হয় সমাজের জন্য ব্যাধি স্বরূপ। জ্ঞানের সাধনা ও চর্চা ব্যতীত মানুষ মনুষ্যত্ববোধে উজ্জীবিত হতে পারে না । কোরআনে কারীমে বলা হয়েছে "মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু" অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে সে তার রব বা প্রতিপালককে ও চিনেছে।

শিক্ষা কি?

শিক্ষা শব্দের অর্থ হল অধ্যয়ন, জানা, অর্জন করা এবং অবগত হওয়া ইত্যাদি। ইংরেজীতে বলে Education এর সমার্থক শব্দ হল Educutum, Educore and Educere আর এই তিনটা শব্দের অর্থ হল প্রশিক্ষণ দেওয়া, লালন-পালন করা, ভিতর থেকে পরিবর্তন সাধন করা ইত্যাদি। শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নানা মনীষী নানা কথা বলেন। দার্শনিক আল্লামা ইকবাল বলেন : "মানুষের খুদির উন্নতি সাধনই আসল শিক্ষা।" মহা কবি জন মিলন বলেন Education is the hermonious development of body mind and soul. সক্রেটিসের মতে শিক্ষা হচ্ছে : Education means co-rodication of falsehood and cxposure of truth.

ইসলামী পন্ডিত মাতুরিদীর মতে শিক্ষা হচ্ছে ঃ আল-ইল্‌মু মাওদিআতুন ফিল ক্বালবে, কাল কুওয়াতিল বাচেরাতে ফিল আইনি ওয়াল কুওয়াতিল মুসামেয়াতে ফিল আযান।

কোন মনীষী বলেছেন, " শিক্ষা মানে কেবল ডিপ্লোমা সনদ অর্জনই নয়, শিক্ষা হল এমন এক কৌশল যার অনুশীলন ও প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ ইহকালে এবং পরকালে শান্তিতে বাস করতে পারে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জ্যাক্‌স রুশো তার শিক্ষা সংক্রান্ত সর্ববৃহৎ পুস্তক Emile এ বলেন : It is a matter of little importance to me Whether my pupil Be trained for the arms, for the church or for the bart to live is the bussiness I wish To teach him whe he leaves my hands I acknowladge that he Will be neither magistrate saldier nor priest he will be first of All a man.

অধ্যাপক হর্ন বলেন - "শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং আদর্শবান লোক তৈরী করা।"

অধ্যাপক Herman H. Harne এর মতে "শিক্ষা হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে বিকশিত মুক্ত সচেতন মানব সত্ত্বাকে আল্লাহ্‌র সাথে উন্নতভাবে সমন্বিত করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া।"

পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদগণ ও অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কহীন শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ।

আল্লামা ইকবাল বলেন - "শিক্ষা যতক্ষণ না উত্তম চরিত্র গঠনে ব্রতী হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল করতে সক্ষম হবে না "

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন : শিক্ষা পদ্ধতি তরুণ মনকে শুধু জ্ঞান পূর্ণ করতেই চাইবেনা একে অবশ্যই একই সঙ্গে শিক্ষার নৈতিক চরিত্র সৃষ্টি এবং তার মনে সামাজিক জীবনের গুণাবলীর ধারণা দিবে।"

শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সর্ম্পকে অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব এর বক্তব্য হচ্ছে: "আল্লাহ্ তায়ালার সৎও

ছালেহ্ বান্দাহ্ তৈরী করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং "বস্তুগত জ্ঞানের নৈতিক শক্তির সমন্বয় সাধনই শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হতে হবে।

মোদ্দাকথায় শিক্ষার উদ্দেশ্য হল "সমাজের মানুষের ভেতরকার লুকায়িত প্রতিভাকে প্রকাশ করা এবং তাদেরকে এভাবে গড়ে তোলা, যাতে তারা সমাজের উপযুক্ত ও যোগ্য নাগরিক হয় এবং এদের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হয়।" আর এর ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি, দেশ,ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুশিক্ষাই যে একমাত্র মুক্তির সহায়ক তা প্রমাণিত হবে।

শিক্ষার চুড়ান্ত লক্ষ্যের বর্ণনায় প্রধানত : দু'শ্রেণীর প্রবক্তা দৃশ্যমান। প্রথম প্রকারের হলেন ইসলামী দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের মতে শিক্ষার চুড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে " জীবনের গতি পথে উপস্থিতব্য বিবিধ সমস্যার এমনভাবে সমাধান দেয়া যাতে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি পায়।" দ্বিতীয় প্রকারের হলেন, আধুনিক জ্ঞান সমৃদ্ধ তথা খোদাদ্রোহী নাস্তিক্য বাদী পন্ডিত। তাদের কথায় "শিক্ষার চুড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে এভাবে গড়ে তোলা যেন এ দুনিয়ার জীবনের আরাম-আয়েশ ও স্বার্থসিদ্ধ করতে পারে।"

প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা ঃ

বর্তমানে শিশু শ্রেণী হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা হচ্ছে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার জনক'লর্ড ম্যাকল' ১৮৩৫ সালে ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দাখিল করেন তারই অংশ বিশেষ। কিন্তু অবশ্য তৎপূর্বে ডেভিডহেয়ার এবং আলেকজান্ডার ডাপ ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পথ পরিস্কার করে রেখেছিলেন। তম্মধ্যে ডেভিড় হেয়ারের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীকে ইংরেজী ভাবাপন্ন করে তোলা। আর আলেকজান্ডার ডাপের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার ভিতর দিয়ে সুকৌশলে খৃষ্টধর্মের প্রতি ভারতবাসীদেরকে আকৃষ্ট করা। সেই শিক্ষা ব্যবস্থার (আধুনিক শিক্ষার) জনক এর উদ্দেশ্য ছিল চিন্তা চেতনাকে ইংরেজদের অনুকূলে আনা। এ সম্পর্কে তিনি বলেন :- "বর্তমানে আমাদেরকে অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যাতে এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যায়, যারা আমাদের ও লক্ষ লক্ষ মানুষের-যাদের আমরা শাসন করছি তাদের মধ্যে দূতের কাজ করতে পারে।" এরা এমন এক ধরনের মানুষ হবে যারা রক্তে ও গায়ের রঙে হবে ভারতীয় কিন্তু মেজাজ, চিন্তা-ভাবনায়, নৈতিকতায় ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ।" অবশ্য শিক্ষা কমিশন কর্তৃক কিছুটা সংস্কার সাধন করা হলে ও মৌলিকতায় কোন পরিবর্তন আসেনি। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু-কিশোরদের শিক্ষা দেয়া হয়, কত দুধে কত পানি মিশিয়ে বিক্রি করলে কত লাভ হয়। অথচ শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল এরকম কাজ করলে কত বড় ধোকাবাজি হবে। অথবা ব্যাংকে এত টাকা জমা করলে শতকরা এত চক্রবৃদ্ধি হার সুদে এত দিন পর সুদ-আসলে কত হবে। অথচ উচিত ছিল ধনীদের সঞ্চিত টাকা হতে শতকরা এত হারে জাকাত দিলে বৎসরে কত জন গরীবের দুঃখ মোচন হবে। এভাবে জীব বিদ্যায় বিভিন্ন প্রাণীর অবস্থা ও রূপান্তর আলোচনা কালে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে বানরের বংশধর রূপে ধরে নিয়ে শিক্ষা দেয়া হয়, যা নিতান্তই হাস্যস্পদ। এমনিভাবে অসংখ্য অলীক ও ভুল তথ্য বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান।

আধুনিক শিক্ষার কুফল ঃ

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে রন্দ্রে রন্দ্রে ভুল রয়েছে বিধায় তা মানবতার মুক্তি ও শান্তি কখনো উপহার দিতে পারে না এবং সম্ভব ও নয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধর্মীয় জ্ঞান বর্জিত তাই ছাত্রদের অন্তরে পরকাল ও জবাবদিহীতার কোন ভয় ভীতি থাকেনা। কাজেই স্বভাবতই তারা ধর্মহীন হয়ে গড়ে উঠে। এর ফলশ্রুতিতে তারা ভাল-মন্দ বা ন্যায়-অন্যায়ের কোন বালাই না রেখে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। যেন তারা অপকর্মের জন্যই যোগ্য হয়ে উঠেছে। যার বাস্তব প্রমাণ আজকের আধুনিক শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার শীর্ষস্থানে উপনীত রাষ্ট্র সমূহ।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রী, ভাই-বোনদের মাঝে তথাকথিত ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার নামে কত

শিক্ষা চালু রয়েছে। এতে স্বভাবতই তাদের মাঝে বিভিন্ন প্রকার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং অনেক সময় আত্মহত্যা, হাইজ্যাক,অপহরণ, ধর্ষণ ইত্যাকার অবাঞ্চিত ঘটনা সমূহ সংঘঠিত হয়। শুনতে ও অবাক লাগে, এক জরিপে দেখা গিয়েছে, বিশ্বের তথাকথিত সভ্যতম রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে প্রায় দশ লক্ষ অবিবাহিতা কিশোরী অবৈধ যৌন সম্পর্কের কারণে গর্ভবতী হয়। এদের শতকরা ৪৪ভাগ স্কুল ছুট হয়ে যায়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ সমূহের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রী সরাসরি তাদের শিক্ষকগণের যৌণ লালসার শিকার হন। এ সকল অপকর্মকে চাপিয়ে রাখার জন্যই তাদের মাঝে জন্মনিয়ন্ত্রনের বিভিন্ন ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

সুতরাং বুঝা যায় যে, আধুনিক কু-শিক্ষার প্রভাবের কারণে ও সুশিক্ষার অভাবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হয়েও মানুষ পশুত্বের পর্যায়ে নেমে গিয়েছে। যে ব্যাপারে দুঃখ বোধ করে নবী (সঃ) বলেন : আল্লাহ্র নিকট কিয়ামত দিবসে নিকৃষ্টগনের মধ্যে পরিগণিত হবে সে ব্যক্তি, যার লব্ধ জ্ঞান দ্বারা কোন উপকার সিদ্ধ হয়না । মূলতঃ এ নাজুক ফলাফলের বিশেষ কারণটি হচ্ছে, এ শিক্ষা ব্যবস্থায় আল্লাহ্ ভীরুতা ও আধ্যাত্মিকতা স্বীকার হয়না, যা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই একজন পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ Al bert schezer এ গুরুত্বের কথা স্বীকার করে বলেছেন, :

Three kinds of progress are significant; progres in knowledge and tecnology in socialisation of man and progress in spirituality the last one is the most important.

অতএব, প্রমাণিত হল যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পঙ্গুত্ব, অযোগ্যতা ও অপূর্ণাঙ্গতা বিশ্ববাসীর সম্মুখে দিবালোকের মত স্পষ্ট।

আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমান সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার । এই নারকীয় কর্মকান্ডে পরিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফরিয়াদ করছে বিশ্বমানবতা। তাহলে এ মুক্তি কি এমনিতে সম্ভব? অতীতে কি কোন শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের মাধ্যমে মানবতা শান্তি পেয়েছিল? এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব ১৪০০ বৎসরের পূর্বেকার আরব বিশ্বের ইতিহাসে আলোচিত উম্মী নবী মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সঃ) এর শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবতা হতে জানা যায় তৎকালীন আরবের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা আজকের তথাকথিত আধুনিক সভ্য সমাজের চেয়ে কোন দিক দিয়ে কম নাজুক ছিলনা। কিন্তু উম্মী নবী খোদায়ী শিক্ষা মানুষের মাঝে প্রচার করেন, সেই শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয়েছিল বলে ঐ সমস্ত মানবতা বিধ্বংসী কাজ ও প্রবণতা উৎপাটিত হয়ে সমগ্র রাষ্ট্রে নেমে এসেছিল স্বর্গীয় শান্তিধারা। ঐ মানব সমাজের মুক্তিদাতা মহান ব্যক্তিবর্গ হলেন হযরত আবুবকরের (রঃ) মত বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক, হযরত ওমরের (রঃ) মত ন্যায়-পরায়ন শাসক, মুয়াবিয়ার মত রাজনীতিবিদ, আমীর হাম্‌যা (রঃ) ও খালিদের (রঃ) মত যোদ্ধা এবং ইবনে আব্বাসের মত শিক্ষাবিদ ও হাসানের মত কবি প্রমূখ।

মূলতঃ সেই শিক্ষা ব্যবস্থা যদি আবার বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে চালু হয় তাহলে নিঃসন্দেহে বিশ্বমানবতা পূনরায় স্বর্গীয় শান্তির স্বাদ পাবে, সেই শিক্ষায় শিক্ষিতদের পরিচালনায় বিশ্বের নাজুক পরিস্থিতি পাল্টে যাবে। বস্তুত ঃ আধুনিক শিক্ষার অভিশাপ হতে মুক্তির জন্যে আকাশ-বাতাস, গাছ-পালা পর্যন্ত স্রষ্টার কাছে ফরিয়াদ করছে। এবং চৌদ্দশত বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত ওহীর শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। সুতরাং সামাজিক ওধর্মীয় মূল্যবোধ, ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক, এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সামনে রাখলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, দেশে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

মোহাম্মদ আবু ছিদ্দিক
আলিম ১ম বর্ষ

উপস্থাপনা ঃ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত প্রায় ছয়শ' কোটি বনি আদমের বসবাস। সবাই মানুষ কিন্তু এই মানুষের মধ্যে জাতিগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সেটা কোথাও ভাষার, কোথাও ভৌগলিক সীমা রেখার, আবার কোথাও ধর্মীয় চেতনা বিশ্বাসের দিক থেকে। যার ফলে প্রত্যেকটা জাতির আলাদা একটা স্বকীয়তা এবং আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটার ভিত্তিতে এক জাতি থেকে অপর জাতি বা সম্প্রদায়কে চেনা যায়, জানা যায়। প্রত্যেক জাতির এ স্বকীয়তাই হচ্ছে সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা ঃ মূলত: সংস্কার শব্দ থেকেই সংস্কৃতি কথার উৎপত্তি। অর্থগত দিক থেকে একে আবার দুই ভাগে উল্লেখ করা যায় ১। আভিধানিক অর্থ - সংস্কারকৃত অর্থাৎ সংস্কার করার পর যে অবস্থা দাঁড়ায় তাকেই বলে সংস্কৃতি আর ২। পারিভাষিক অর্থে - সংস্কৃতি তাই যাকে ইংরেজীতে Culture বলে। প্রধানত: এই সংস্কৃতি বা Culture হচ্ছে তাই যা মানুষ দৈনন্দিন জীবনে করে থাকে। আরবীতে সংস্কৃতির প্রতিশব্দ হচ্ছে তাহ্‌জীব । তাহজীব অর্থ কেটে সমান করা , বাগানের গাছ কেটে সমান করা হয়। এভাবে পরিশীলিত ও মার্জিত করাকেও তাহজীব বলে। অর্থাৎ মানুষের পরিশীলিত জীবন ধারাকেই সংস্কৃতি বলে।

কোন কোন মনীষীর মতে Culture is the reflection of believes অর্থাৎ বিশ্বাস , চিন্তা-চেতনার পূর্ণ পরিস্পুটনই হচ্ছে সংস্কৃতি।

বৃটিশ বিজ্ঞানী ই, বি, টেইলর বলেন Culture is that complex whol which includes knowledge, art, moral law, custom and any other capabilities and habits acquire by man as a mamber of Society.

মানুষের জ্ঞান, কলা, নৈতিক আইন, প্রথা এবং সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যে যোগ্যতা ও স্বভাব অর্জন করে সেগুলোর এক জটিল সমাবেশ হল সংস্কৃতি।

আবার কারো মতে শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত সমাজ ব্যবস্থাই সংস্কৃতি। এককথায় আমরা যা চিন্তা করি বা যা বলি তাই হচ্ছে সংস্কৃতি।

ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য ঃ ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য সম্পর্কে একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাঃ)। তিনি বলেন - ''ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হল মানুষ কে সাফল্যের চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত করা।'' এসংস্কৃতি দু'একটা কর্মকান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং একটি ব্যাপক জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের চিন্তা-কল্পনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পারিবারিক ও সামাজিক কাজকর্ম, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতাও সামাজিকতা সব কিছুর উপরই পরিব্যপ্ত।

আগ্রাসন পরিচয় ঃ আগ্রাসন শব্দটি সাম্প্রতিক কালে বহুল আলোচিত। শব্দটি আক্রমণ, জবর দখল প্রভৃতির সমার্থক। আগ্রাসনের যেমন নানা বাহন আছে তেমনি আছে নানা হাতিয়ার । সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই আগ্রাসন বেশি সক্রিয় ও সচল থাকে। এক্ষেত্রে এর সাফল্য শতভাগ। কারণ এ সম্মোহনের একটি জাল ফেলে প্রথমে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে, অত:পর তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতির উপর সাংস্কৃতিক অপারেশন চালায়। জাতির মধ্যে তখন থাকেনা কোন চেতনা বা অনুভূতি শক্তি। এনেশথেশিয়া প্রাপ্ত মানুষের পুরোদেহ কেটে টুকরো টুকরো করলে ও রোগীর উহ্ শব্দ করার শক্তি থাকেনা । সে বেমালুম হয়ে যায়। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যাদের উপর চালানো হয় তাদের অবস্থাও তার বিপরীত নয়।

আগ্রাসনের দৃষ্টান্ত ঃ মূলত আমাদের উপর এ আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে দু'টি পক্ষ। প্রথম পক্ষ প্রাচ্য,২য় পক্ষ পাশ্চাত্য। আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি ঈঙ্গ-মার্কিন সংস্কৃতি। যার পুরো বদন জুড়ে রয়েছে নাস্তিকতা ও ইসলাম বৈরীতা । পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পুরোটাই নগ্নতা সর্বস্ব গান-বাজনা, নাটক, সিনেমা ফ্যাশন শো, সুন্দরী প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। ইদানিং খেলা-ধূলায় ও নগ্নতা এসেছে। বিশেষ করে প্রমীলা, ফুটবল, ক্রিকেট,টেনিস এগুলোয় জড়িয়ে গেছে নগ্নতা। পক্ষান্তরে প্রাচ্য সংস্কৃতি বলতে মালাউনি সংস্কৃতিই বোঝায়। মালাউনি কালচারে ছেয়ে

গেছে জাপানের ফুজিয়ামা থেকে ল্যাটিন আমেরিকা পর্যন্ত। বোম্বাইয়া নর্তকীদের ডেমনা নাচ আর হিন্দী চলচ্চিত্রই এর প্রমাণ। মোট কথা যে যত গতর খুলতে পারে সে তত অত্যাধুনিক।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, যেখানে সারা বিশ্বে সংস্কৃতির বিপ্লবের জোয়ার বইছে, সেখানে মুসলিম জাতি নিশ্চুপ বসে আছে। এর প্রতিউত্তরে তারা কিছু করাতো দূরের কথা বরং গোগ্রাসে গিলতে শুরু করেছে। ইসলামের সূতিকাগার মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা খুবই করুণ। তাদের পক্ষে অনেক কিছু করার ছিল কিন্তু তারাই আজ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রধান ক্রেতা। আমাদের বাংলাদেশের অবস্থা আরো করুণ। আমরা বোম্বাইয়া ফিল্ম চোখ বুজে বাংলায় অনুবাদ করে চালিয়ে দিই । এ দেশীয় মুসলিম নায়িকারা কাপড় খুলতে না চাইলে ও ওপার থেকে এনে কাপড় খোলা ফ্লপ নায়িকাদের দ্বারা ছবি বানাই। বিভিন্ন মঞ্চে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে দাড়ি, টুপি পরিয়ে খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করাই। এর দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের চৌদ্দ গোষ্ঠীর ইজ্জত ভুলন্ঠিত করি। আর টি,ভিতে সংবাদ পাঠিকা থেকে নাটিদের সকলেই অর্ধনগ্ন। যেন সবাই নিলর্জ্জ, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

পান্তা ও সান্‌কি সংস্কৃতিঃ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মূল চরিত্রটা ফুটে উঠে বৈশাখী মেলায়। সেদিন শহরের বিভিন্ন মোড়ে ও ঢাকার রমনার বটতলায় নারী-পুরুষ মিলিত হয়। পুরুষেরা কপালে তিলক এঁকে খদ্দরের জামা আর ধুতি পড়ে। মুসলিম তরুণীরা রাঙ্গালী মালাউন সাজার সুতীব্র বাসনায় হলুদ লাল পেড়ে শাড়ী পড়ে। কপালে সিঁদুর, হাতে শাখা পড়ে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, পানি-পান্তা মাটির সান্‌কিতে খাওয়ার হিড়িকটা। এখানেই শেষ নয় অশ্লীলতার আর একধাপ এগিয়ে পান্তা বিক্রেতা তরুণীরা উগ্র সাজে সজ্জিত হয়ে হাঁকতে থাকে। ভাবতেও অবাক লাগে আমাদের দেশের মুসলিম তরুণ-তরুণীরা বৈশাখ বরণ করতে গিয়ে মনসা দেবীর বাহন ও প্রতিকৃতি বানিয়ে শোভা যাত্রা করে ।

থার্টি ফাষ্ট নাইট সংস্কৃতি ঃ- ৩১শে ডিসেম্বর দিবাগত রাতে পাশ্চাত্য ঢং-এ বিরূপ উচ্ছৃংখলা ও কুরুচিপূর্ণ বেহায়াপনার মধ্য দিয়ে কথিত "থার্টি ফাষ্ট নাইট নামক " পৃথক এক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি উদ্‌যাপিত হচ্ছে এদেশে। যা প্যারিস ও নিউইর্য়ককে ও হার মানিয়েছে। সে রাতে ঘড়ির কাটা ১২ টার ঘরে পা রাখতেই শুরু হয় পটকা বিস্ফোরণ, আতশ্‌বাজির ঝিলিক আর উচ্ছৃংখল যুবক-যুবতীর বানর নাচ। তাদের নাচা-নাচি,হুটোপুটি, হৈ হৈ, রৈ রৈ আর ডুগডুগি -ঝুনঝুনির তালের সাথে গানের লহরিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠে আকাশ-বাতাস। এ হৈ চৈ এর মধ্যে ইবলিশের উত্তরসূরী অভিজাত ? পরিবারের দুলাল-দুলালীরা মোটর সাইকেল ও গাড়ীর বহর নিয়ে উচ্চ হর্ণ বাজাতে-বাজাতে শহরের অলিতে গলিতে প্রদক্ষিণ করে। এবং "হ্যাপি নিউ ইয়ার" "হ্যাপি নিউ ইয়ার" শ্লোগানের ধ্বনি -প্রতিধ্বনিতে নেচে বেড়ায় শহরময়। বেহায়াপনার রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে মাতলামীর স্বর্গ রাজ্যে হারিয়ে যায়। আনন্দ হৈ চৈ এর বিকৃত মানসিকতায় আরেক জনের জামা-কাপড় ছিঁড়ে খুলে ফেলে। তাদের আচরণ অস্বাভাবিকতা, অসভ্যতা ও নির্মম পৈশাচিকতাকেও হার মানায়।

ডিশকাল্‌চার ঃ- বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর অবদান হচ্ছে স্যাটেলাইট। এর মাধ্যমে টেলি কম্যুনিকেশন খুবই সহজ হয়েছে। এই স্যাটালাইটের মাধ্যমে আজ সারা দুনিয়াকে ঘরে ঢুকানো সহজ হয়েছে।ডিশের বদৌলতে স্টার প্লাস, ষ্টার মুভিজ,এটি এন,এম টিভি ,এল টিভি,ডিডি-১,ডিডি-৭ ইত্যাদির মাধ্যমেই দিবারাত চব্বিশ ঘন্টাই পাওয়া যায় ২২ টির মত দেশের প্রায় ৬০টি চ্যানেল। যার মধ্যে চলে গান ড্যান্স,ধুম-ধাক্কা,নর্তন -কুর্দন, যৌন সুড়সুড়ি মূলক ছবি, আর অশ্লীল ও উলঙ্গ ব্লু-ফিল্ম। এর দ্বারা আমরা ক্রমশঃ নাকি আধুনিক? সভ্যতার জগতে প্রবেশ করছি। এ আধুনিক যুগের তথাকথিত প্রগতিবাদী পিতা-মাতা, ছেলে-সন্তান, ভাই-বোন সকলে মিলে একসাথে এ সমস্ত অশ্লীল দৃশ্য উপভোগ করছে। ডিশের প্রভাবে আজকের সমাজ কলুষিত, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ৩ বছরের শিশু থেকে ৬০বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত ধর্ষিতা কেন হয়? জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের সেঞ্চুরী উৎসব কেন পালন করা হয়?

ইন্টারনেট ও ই-মেইল ঃ বিজ্ঞানের আরেক অবদান কম্পিউটার। এর মাধ্যমে আজ অগাধ তথ্য বিকাশের সুযোগ এসেছে। কিন্তু ইন্টারনেটকে মুসলিম জাতি কাজে লাগাতে না পারলে ও মুসলমানদের **চির শত্রু ইহুদী** খৃষ্টানরা ঠিকই একে কাজে লাগাচ্ছে। তারা আজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলামের অপব্যাখ্যা বিশ্ববাসির সম্মুখে তুলে ধরছে। "আই লাভ ইউ" সহ বিভিন্ন প্রকার চরিত্র বিধ্বংসী শ্লোগান ছড়াচ্ছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে এদেশে ইসলামী সংস্কৃতি চালু থাকাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরে রয়েছে সংস্কৃতির নামে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির আগ্রাসন ওপার

থেকে ধার করা দাদা বাবুদের মঙ্গল প্রদীপ থেকে নিয়ে পশ্চিমাদের এক মিনিটের বোবা সংস্কৃতি, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণসহ বিকৃত রুচিসম্পন্ন যৌনাচার মূলক অধঃপতিত ভ্রষ্ট অপসংস্কৃতিকে সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করছি।

অশ্লীল ছায়াছবি, কদর্যপূর্ণ যৌন সুড়সুড়ি মূলক পত্র পত্রিকা ও কলকাতা থেকে আমদানীকৃত নগ্ন ছবি যুক্ত যৌন রসের বইয়ে প্রত্যেকটি লাইব্রেরী আজ ভরপুর যা আমাদের মধ্যে হাজারো পাশবিকতার জন্ম দিয়ে চলছে। মানুষ আর পশুর মধ্যকার পার্থক্য দূরকরে সকলকে জংলী পশুর কাতারে দাঁড় করাচ্ছে। এক শ্রেণীর বিকৃত রুচীর মানবরুপী পিচাশের নোংরা ও হীন মনোবৃত্তিকে সহজে চরিতার্থ করার অপবিত্র নেশায় ওরা নারী সমাজকে প্রতারণা দিয়ে ঘর থেকে বের করে কাজের নামে অকাজে , কর্মের নামে অপকর্মে আর অধিকার হরণ এবং অগ্রগতির নামে দুর্গতির তিমিরাচ্ছন্নতার অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে আদা জল খেয়ে মাঠে নেমেছে।

ভাষার ক্ষেত্রে আরেক করুণ অবস্থা বিরাজ করছে আমাদের দেশে । যেখানে আমাদের বাংলাভাষাকে বিশ্ববাসী মর্যাদা দিচ্ছে, আন্তর্জাতিক ভাবে পালন করা হচ্ছে মাতৃভাষা দিবস, সেখানে আমরা বাংলাভাষার পরিবর্তে ছেলে মেয়েদেরকে আন্টি, আপ্পি, আংকেল, গুডমর্ণিং , ব্র্যাক ফাষ্ট ইত্যাদি ইংরেজী ভাষা শিখানোকে ভদ্রতা মনে করছি। সালামের পরিবর্তে টা-টা কে সুন্দর মনে করি। যারা আমাদের কে ১৯০ বৎসর ধরে শাসনের নামে নির্যাতন করে গেছেন, কেন আমরা আবার তাদের কথাকে আমাদের সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করছি? আন্টি, আংকেল ইত্যাদির পরিবর্তে বাংলাভাষায় কি এর চেয়ে সুন্দর শব্দ নেই? ১৯৫২ সালের কথা কি আমরা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলাম? উত্তর যদি হ্যাঁ সূচক হয়, তাহলে আমরা যারা প্রতিদিন বক্তৃতার মঞ্চে কিংবা টিভির পর্দায় ভাষা সম্পর্কে গলা ফাটায়ে বক্তব্য রাখছি তাতো ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আগ্রাসনের কারণ ঃ

আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মূখ্য উদ্দেশ্য হল আমাদের নিজস্ব চরিত্র ও প্রতিভাকে ধ্বংস করে দেয়া। আধুনিক যুগে যুদ্ধের মাধ্যমে কোন দেশকে প্রত্যক্ষভাবে পদানত করা সহজ নয়। আগ্রাসী শক্তিগুলি এখন কৌশলে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। এ প্রক্রিয়ায় একটি দেশকে ভৌগলিক ভাবে গ্রাস করার আগে সেখানে একটি উপযুক্ত পরিবেশ পর্যায়ক্রমে তৈরি করা হয়। নানাকৌশলে টার্গেট কৃত রাষ্ট্রটির জনগণের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সমূহ এবং তাদের স্বাতন্ত্র্য চেতনা বিলুপ্ত করে শক্তি সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিংড়ে নেয়া হয়। এভাবে সংশ্লিষ্ট জাতির রাজনৈতিক ও ভৌগলিক পরাজয়ের সোপান রচিত হয়ে গেলে এক সময় সে দেশটি আগ্রাসী শক্তির অধীনতা কবুল করে নিতে বাধ্য হয়। তাইতো এক বিশিষ্ট লেখক বলেছেন, "রাজনৈতিক পরাধীণতা থেকে উত্তরণ সম্ভব, কিন্তু সাংস্কৃতিক পরাজয় ঘটলে আর স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া যায়না।"

উপসংহার ঃ

বিশ্ব বিখ্যাত বিপ্লবী এম.এন. রায় তার Historical Role of Islam গ্রন্থে লিখেছেন Learning from the Muslim Europe became the leader of Modern civilization

মুসলিম শিক্ষার প্রভাবেই ইউরোপ আধুনিক সভ্যতার নেতা হতে পেরেছে তাই আমাদেরকে আমাদের সুন্দর সংস্কৃতির প্রতি যত্নবান হওয়া আবশ্যক। সাথে সাথে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করাও দরকার যেহেতু ইসলাম ধর্ম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট ধর্ম। কবি ইসমাঈল হোসেন সিরাজী বলেন -

"দেখ এক বার ইতিহাস খুলি
কত উচ্চে তোরা অধিষ্ঠিত ছিলি
তথা হতে হায় কেনরে পড়িলি
নয়ন মেলিয়া দেখ একবার"

বাস্তবে যদি অবস্থা এরকম হয় তাহলে আমাদের সচেতন হওয়া উচিৎ নয়কি? মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াবার এখনই মোক্ষম সময়।

মহানবী (সাঃ) এর বিনয় ও নম্রতা

নাছির উদ্দিন
আলিম ১ম বর্ষ

হযরত কুদামা ইব্‌নে আব্দুল্লাহ ইবনে আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে হজ্জের মৌসুমে খাকী বর্ণের একটি উটনীর উপর সওয়ার হয়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তিনি এমনভাবে কংকর নিক্ষেপের জন্য গিয়েছিলেন যে, লোকজনকে তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য না কোন মারপিট, ছিল আর না কোন প্রকার হাঁক-ঢাক। অনুরূপ 'এদিকে যাও' 'ওদিকে সর' এসব কথাও বলা হয়নি।"

উল্লেখিত হাদিস থেকে রাসূলে করীম (সাঃ) এর পূত পবিত্র চরিত্রের পরম বিনয় নীতি প্রকাশ পাওয়া যাচ্ছে। কেননা প্রিয় নবী (সাঃ) তখন একই সঙ্গে গোটা বিশ্বের পথ প্রদর্শক ও সকল নবীদের সরদার হওয়ার পাশাপাশি সমকালীন প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি ও ছিলেন। এতদ্‌সত্তেও তাঁর চালচলনে সর্বোচ্চ কর্তাসূলভ আচরণের কোন চিহ্ন দেখা যায়নি। হজ্বের মৌসুমে হাজীদের প্রচন্ডভীড় থাকে। উপরন্তু তাদের অধিকাংশই থাকেন এমন চরিত্রের, যারা নাগরিক রীতি- নীতি সম্পর্কে অচেতন ও অনভ্যস্ত। এমন পরিস্থিতিতে একজনের শরীরে অন্য জনের (শরীরের) ধাক্কা লাগা, ভীড়ের চাপে কেউ নীচে পড়ে যাওয়া মোটেও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে প্রিয় নবী (সাঃ) নিজের আত্মমর্যাদা বা মানসম্মান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পৃথক কোন ব্যবস্থাই নেননি। তিনি সাধারণ হাজীদের সঙ্গে মিশে হজ্বের কাজ কর্ম সম্পাদন করে যান। তাঁর আগমন উপলক্ষে রাস্তায় পথ চারীদের আসা-যাওয়ার পথ রুদ্ধ করা হয়নি। আর না তাঁর সম্মানার্থে পথচারীদের কে 'সর' কিংবা দূরে থাক' ইত্যাদি বলা হয়েছিল? মোটকথা প্রিয়নবী (সাঃ) নিজের প্রাধান্য প্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি। এভাবে প্রিয় নবী (সাঃ) এর বিনয়ও নম্রতা থেকে জানা যায় যে, তিনি মক্কা শরীফে অসহায় শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় কালাতিপাত করছিলেন। তখন আল্লাহপাক তাঁকে ইখতিয়ার দিয়ে বলেছিলেন, হে নবী! আপনার অভিমত কি? আপনি কি বাদশাহী যুক্ত নবুয়াত পেতে চান? না বন্দেগী সংযুক্ত নবুওয়াত? প্রিয় নবী (সাঃ) পরম বিনয় প্রকাশ করে বাদশাহীর পরিবর্তে বন্দেগী সংযুক্ত নবুওয়াত লাভের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং নিজের জন্য অভাব অনটনের পথ বেছে নেন। অথচ নবুওয়াতের সঙ্গে বাদশাহীর সংযুক্তি প্রার্থনা করতে এখানে কোন বাঁধা ছিলনা। তাঁর সম্মুখে হযরত সুলায়মান (আঃ) এর উদাহরণ ও বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া এই বাদশাহী গ্রহণ নবুয়্যতের দায়িত্ব পালনের পথে কোন প্রতিবন্ধক বলে বিবেচিত ছিলনা। কিন্তু রাহমাতুলল্লিল আলামীন (সাঃ) স্বাভাবিক চাহিদার নিরিখে বাদশাহীর উপর বন্দেগীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। একারণে একাধিক হাদীসে পাওয়া যায় যে, এর পর প্রিয় নবী (সাঃ) কখনো হাতের উপর বা পিটের উপর ভর করে বসে পানাহার করেননি। নবী করিম (সঃ) বলেছেন, আমি এক জন নগণ্য বান্দা ও গোলাম হিসেবে বলি, একজন ক্রীতদাস যে ভাবে আহার করে আমি সে ভাবে আহার করি। বিনয় ও নম্রতার এ নীতির কারণে প্রিয় নবী কখনো কোন খাদেম বা কাজের লোককে কোন ভুলের কারণে প্রহার করতেননা। আর কখনো ভাল-মন্দ উল্লেখ করে বকাঝকাও দিতেন না। একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, প্রিয় নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, আমার প্রশংসা করতে গিয়ে তোমরা খৃষ্টানদের মত বাড়াবাড়ি করোনা। খৃষ্টানরা তাদের নবী হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রশংসা করতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করে এবং শেষ পর্যন্ত তারা ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র বলে অভিহিত করে(নাউযুবিল্লাহ)। আমি আল্লাহ্‌র একজন বান্দা মাত্র। কাজেই তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখবে। বিনয় ও নম্র অভ্যাস আল্লাহ্‌পাকের কাছে খুবই পছন্দনীয়। তিনি অহংকার ও বড়ত্ব মনোভাবকে খুবই অপছন্দ করেন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয় বান্দাদের চরিত্র আলোচনা করে ইরশাদ করেন, আল্লাহ্‌র খাস বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে, মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হল যে, তারা আচার আচরণের ক্ষেত্রে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে চলে।

দাওয়াতে দ্বীন

মুহাম্মদ কাশেফুল ইসলাম
আলিম ১ম বর্ষ।

বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের প্রশংসা করে কোরআনুল করীমে বলেছেন, "তার চেয়ে উত্তম কার কথা, যে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেয় এবং স্বয়ং নেক আমল করে আর বলে, নিশ্চয় আমি মুসলমানদের মধ্য হতে একজন।" দাওয়াত কি? দাওয়াতের শাব্দিক অর্থ হলো ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো, আহবান করা, । সাধ্যমত আল্লাহ্‌র দ্বীনের পথে পথভ্রান্ত মানুষকে আহ্বান করা। আল্লাহ্‌ভোলা মানুষদের সামনে আল্লাহ্‌র পরিচয় তুলে ধরাই দাওয়াত। দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। দাওয়াত মুসলিম উম্মাহর প্রাণ শক্তি। এটা দুর্বল হলে সমগ্র জাতির মধ্যে দুর্বলতা ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই দাওয়াত থাকলে দ্বীন থাকবে, দাওয়াত না থাকলে দ্বীন থাকবে না, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত নবী প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) থেকে আরম্ভ করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে প্রতিটি মানব গোষ্ঠিতে নবী রাসুল প্রেরিত হয়েছেন মানুষকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দিতে। মূলতঃ নবী ও রসূলগণের যাবতীয় শিক্ষা-দীক্ষাই দাওয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। দুনিয়ার বুকে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পর কোন নবী রসুল আসবেন না। এ কারণে দুনিয়ার মানুষের সামনে আল্লাহ্‌র দ্বীনের কথা বলার জন্য উম্মতে মুহাম্মদীর (দঃ) উপর দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদী (দঃ) পথভ্রান্ত মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে আহবান করবেন। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) বলেছেন, "তোমরা সবাই দায়িত্ব প্রাপ্ত, এবং সবাই স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিশ্ববাসীর সামনে আল্লাহর দ্বীনের কথা বলা উম্মতে মুহাম্মদীর (দঃ) প্রত্যেক সদস্যের উপরই ফরয দায়িত্ব।

আমরা জানি, সূরা আল আসর কুরআনুল করীমের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, তবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ জন্যই তো ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন "কোরআনুল করীমের এই সংক্ষিপ্ত সূরাটিকে-ই যারা চিন্তা ভাবনা সহকারে পড়বে, তাদের দুনিয়া ও আখেরাত সংশোধনের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে। "আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এ সূরার 'সময়ের কসম' খেয়ে বলেছেন, "নিশ্চয় সব মানুষই ক্ষতিগ্রস্থ। কিন্তু তারা ব্যতীত (১) যারা নিজেরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, (২) নেক আমল করবে,(৩) অন্যকে সত্য ধর্ম বুঝাবে এবং (৪) আজীবন সত্য ধর্মের উপর ধৈর্য ধরে থাকার জন্যে উপদেশ দিবে।"

আল্লাহ্ এই সংক্ষিপ্ত সূরাটিতে এটাই বুঝিয়েছেন যে, তোমরা আমলে ছালেহ্ কর এবং আমার নির্দেশিত পথে দুনিয়ার মানুষকে ডাক। মুসলমান সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এবং সেরা জাতি। শ্রেষ্ঠ জাতি হবার কারণ কি? মুসলমান দুনিয়ার মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে, কল্যাণের পথে, সত্যধর্ম ইসলামের পথে ডাকে যত্ন সহকারে এবং অসৎ কাজে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। মহামহিম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কোরআনুল করীমে ঘোষণা করেছেন– "তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি যাদেরকে মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে"।

আজকের দিন গোটা দুনিয়ার মুসলমান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে নিগৃহীত হচ্ছে সোয়া'শ কোটি মুসলমান আর যাবতীয় আসবাব থাকা সত্বেও আমরা দুনিয়ার বুকে দুর্বল হয়ে আছি। আমরা সর্বত্র পরাজিত ও নাকাম হচ্ছি। কুফরী শক্তি আরকান, ফিলিপাইন, কাশ্মীর, বসনিয়া, চেচনিয়ার মধ্যে মুসলমানদেরকে হত্যা করছে। জীবনের চেয়ে বড় সম্পদ সতীত্ব কেড়ে নেয়া হচ্ছে মা-বোনদের! পথে-প্রান্তরে, গিরি-কন্দরে রক্তমাখা লাশ পড়ে আছে উপেক্ষিত হয়ে। বুকের রক্তে বয়ে যাচ্ছে নদী। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে আমরা তো "খাইরে উম্মাহ" বা শ্রেষ্ঠ জাতি। কিন্তু কখন? যখন তারা কো

কোরআন-সুন্নাহ মতে জীবন গঠন করে এবং চরিত্র, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সমাজনীতি অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে যখন মুসলমান হয়। এ কথা নির্ঘাত সত্য যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুসলমান হতে হলে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে হবে। অর্থাৎ দাওয়াতের কাজ জোরে সোরে চালিয়ে যেতে হবে।

মহান আল্লাহ্ বলেন, "যে আল্লাহ্‌কে (তার দ্বীনকে) সাহায্য করবে, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান ও ক্ষমতাবান। যাদেরকে জমিনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার পর তারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাঁধা দেয়, আল্লাহ্‌রই কাছে সকল কাজের পরিণতি। সরওয়ারে কায়েনাত ফখরে মওজুদাত হযরত রসুলে আকরাম (সঃ) বলেন, তোমরা যদি আমার একটি কথাও জান, তাও অপরকে পৌঁছিয়ে দাও। তিনি আরও বলেন "খোদার কসম খেয়ে বলছি, তোমাদের

হেদায়ত ও উপদেশের দ্বারা যদি একজন লোক ও সৎপথে আসে, তবে তা তোমাদের লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করা অপেক্ষা অধিক উত্তম।"

আম্মাজান হযরত আয়েশা (রঃ) বলেন, একদিন হুযুর (দঃ) এর চেহারা মোবারকের দিকে লক্ষ্য করলে মনে হলো নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে। হুজুর (দঃ) কারও সাথে কথা না বলে অজু করে সোজা মসজিদে গেলেন। আমি রহমতে আলম (সঃ) এর কথা শুনবার জন্য হুজরার দেয়ালে টেক লাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। হুজুর (দঃ) মিম্বরে উঠে প্রথমে মহামহিম আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। অতঃপর বলেন "হে লোক সকল! আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাক। হয়তো এমন সময় আসবে, তোমরা দু'আ করলে আমি দু'আ কবুল করবো না তোমরা সওয়াল করলে আমি পূরণ করবোনা। আর তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে কিন্তু আমি সাহায্য করবোনা। হুযুর (সঃ) এ পর্যন্ত বলেই মিম্বর থেকে নেমে আসলেন।"

কোরআনুল করীমের উল্লেখিত বাণী ও রাসুল (সঃ)এর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে দাওয়াত দ্বীনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমল, দাওয়াতের কাজ প্রতিটি মুসলমানের উপরই একটা ফরয দায়িত্ব। এগুলো বাদে ও কুরআনের আরো অনেক আয়াত এবং হাদীছের বাণী রয়েছে দাওয়াতের গুরত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে। শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ জকরিয়া (রঃ) ফাজায়েলে তাবলীগ নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ তাবলীগের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে কুরআনের প্রায় ৬০টি আয়াত আমার ক্ষুদ্র নজরে পড়েছে। যদি কোন সুক্ষ্মদর্শী অন্বেষণ করে তবে হয়তো আরো অনেক আয়াতই এ বিষয়ে পাবে। যাই হোক, পথভ্রান্ত মানুষকে সৎপথে আহবান করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। নিজে বাঁচার সাথে সাথে অপর ভাইকে ও বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আমরা যদি কেবল নিজে বাঁচতে চাই তবে বাঁচতে পারবোনা কিছুতেই। রহমতে আলম (সঃ) বলেছেন "যদি কোন কওম এর মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন পাপ কার্যে লিপ্ত হয়, তখন কওমের লোকেরা শক্তি থাকা সত্বেও তাকে নিষেধ না করে, তবে মৃত্যুর আগে দুনিয়াতেই তাদের উপর আযাব নাযিল হবে।

আজ আমাদের ঘরের খোঁজ খবর নেই। নিজে নামায পড়ি অথচ আমার ভাই আমার বোন আমার আত্মীয় স্বজন যে নামাজ পড়ছেনা, দ্বীন ইসলামের নির্দেশিত পথে ঠিকভাবে চলছেনা, এ দিকে আমাদের ভাই-বোনেরা টিভির সামনে বসে অশ্লীল ছবি দেখে আমোদ-ফূর্তি করছে। আমরা আজান শুনা মাত্রই মহামহিম আল্লাহ্‌র কুদরতী পায়ে লুটিয়ে পড়ে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছি চোখের পানিতে আর এদিকে আমাদের ভাই বোনেরা অবৈধ প্রেমের গান গেয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে বুক। অথচ এদেরকে সৎপথে আনবার জন্যে কোরআন ও হাদীসের আলোকে কোন উপদেশ দিচ্ছি না, কোন প্রকার চেষ্টা করছিনা। আমরা অনেকেই আজ আপন তালে আছি। আজ যদি আমাদের ঘরের খবর থাকতো, দাওয়াতের কাজ ঠিকভাবে চলতো, তাহলে আমাদের ভাই বোনেরা ও আমাদের সাথে সাথে নামায পড়তো। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ্‌র দরবারে লুটিয়ে পড়তো। যুবতী মেয়েরা বৃদ্ধা মায়ের বহু কষ্টে রান্না করা খানা খেয়ে বেপর্দায় ঘুরা-ঘুরি করতো না। হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, দাওয়াত না থাকার কারণে আজ আমাদের যুবকেরা ইসলামের সমৃদ্ধ শিক্ষা সংস্কৃতি পরিহার করে পশ্চিমা সংস্কৃতি তথা অপসংস্কৃতির ফাঁদে পড়েছে, যা মানুষের হৃদয়ে মিথ্যা ও অসুন্দর ভাব জাগিয়ে তোলে প্রচন্ডভাবে। ফলে দ্রুত এগিয়ে চলছে জাহান্নামের পথে, জান্নাতের পথ এড়িয়ে। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) মিশরের শাসনকর্তা হযরত আমর ইবনুল আ'সকে লিখিত এক পত্রে বলেছিলেন, "তোমাদেরকে সার্বক্ষণিক সতর্কবস্থায় থাকতে হবে। যেন অন্যের আচার-আচরণ ও কৃষ্টি-কালচার তোমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ না করে। কেননা অন্যের সংস্কৃতির প্রভাবে পড়ে যাওয়াটা সর্বাপেক্ষা জঘন্য গোলামীর নামান্তর।"

সত্যি বলতে কি, পথভ্রান্ত মানুষকে সৎপথে ডাকা এবং অসৎ কাজে বাঁধা দেয়া যে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তা ঠিক ঠিক ভাবে পালন না করার কারণে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন-খারাবি, ধর্ষন, অপহরণ, চাঁদাবাজী ও সন্ত্রাসের মত অতি জঘন্য ও অসামাজিক কাজ গুলো নিত্যদিনের ঘটনা। ফলে সমাজে বিরাজ করছে দারুণ অশান্তি। মিথ্যা নয়, দেশের পত্র-পত্রিকা গুলো চোখের সামনে মেলে ধরলেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

এহেন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আমাদের কি নীরব, নিথর ও নির্বোধ হয়ে বসে থাকা ভাল? না এটা মোটেই ভাল নয়। দাওয়াতের দীপ্তমশাল হাতে নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

কবিতা

হক্ব-বাতিল

মোহাম্মদ আরেফ উল্লাহ
ফাজিল ১ম বর্ষ

স্বর্ণকারইসোনা চিনে,
কামার চিনে লোহা,
জেলের কাছে মাণিক দিলে
চিনবে কি আর তাহা?
হক্ব পন্থী ওলামা আর
পীর মাশায়িখ যারা,
হক্ব-বাতিলের পার্থক্য
করবেনই তো তারা।
হক্ব-বাতিলের সংঘর্ষ
নতুন কিছু না,
তৈল-পানি এক করলে
কভু মিশবে না।
দোষ ছাড়া আর কাউকে কি
দোষী বলা যায় ?
কর্ম দোষে, হলে দোষী
করবেই তো হায়! হায়!!

মরণের ডর

মুহাম্মদ নাজেম আনছারী
আলিম ২য় বর্ষ

হে মানব, নেই কি তোমার
মরণের ডর,
এই ঘর নয়তো কারো চির,
আসল ঘর কবর।
বিধাতার ডাকে সাড়া দিয়ে
যেতে হবে কবরে,
পৃথিবীর কোন শক্তি
রাখতে পারবেনা ধরে।
ধন-সম্পদ নিয়ে তুমি
করেছ কত অহংকার,
নেইতো কিছু আর।

হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য

রেজাউল করিম সিকদার
আলিম ২য় বর্ষ

নিজকে আমি প্রশ্ন করি, আমার অতীত দেখে,
আজকে কেন সে অবস্থা হয়ে গেছে বেঁকে?
নিজকে আমি প্রশ্ন করি, আমরা ছিলাম কারা?
আজকে কেন হয়ে গেলাম, জ্যোতি বিহীন তারা।
নিজকে আমি প্রশ্ন করি, মালা আমার কোথায়?
আজকে কেন পাইনা সেটা পরিয়ে নিতাম গলায়।
নিজকে আমি প্রশ্ন করি, আমার মুকুট কোথায়?
আজকে কেন নাই সে মুকুট, দিতাম আমার মাথায়।
নিজকে আমি প্রশ্ন করি, আগ্রা আমার কোথায়?
শাহ্ জাহানের কীর্তি গুলো লুকিয়ে আছে যেথায়।
নিজকে আমি প্রশ্ন করি, গভীর যখন রাত,
আজকে কেন তাজ মহলে নাই সে আমার হাত?
নিজকে আমি প্রশ্ন করি, আল-আকসা কোথায়?
সোলায়মানের স্মৃতি গুলো জড়িয়ে নাই কি সেথায়?
সকল প্রশ্নের জবাব দিয়ে মনটা বলে আমায়,
এসব হলো তোমার কর্মের উপযুক্ত সাজা-ই।
তখন আমি বলি তাকে ভুল করেছি আমি,
মাফ করে দাও, সকল কিছু মহান হয়ে তুমি।
এখন আমি উচ্চ স্বরে বলে রাখি তোমায়,
আমার অতীত ছিনিয়ে নেব, পাই যে তাকে যেথায়।
সে সময়ে আমি হব এই পৃথিবীর রাজা
থাকবেনা তো তখন কেউ বলতে আমায় প্রজা।

স্বপ্ন তুমি

আজগর হোছাইন
আলিম ২য় বর্ষ

তোমায় ভুলিনি আমি ভুলবনা কখনও
হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদরাসা।
তুমি দিয়েছ আমায় নব জীবন,
দিয়েছ মোরে বড় হওয়ার আশা।
তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমি, তোমার কাছে ঋণী,
তুমি আমায় দিয়েছ গর্বিত হওয়ার স্বপ্ন,
তোমার কাছে রয়েছে জ্ঞানের শত রত্ন।
তোমার মাঝে পেয়েছি আমি স্বপ্নের আস্তানা,
সুসময়ে সাথী তুমি, দুঃসময়ে শান্তনা।

চেচ্‌নিয়াতে চল

আবু ছালেহ বিন ইক্‌রাম
আলিম ২য় বর্ষ

চল্‌রে, চল্‌রে, চল
চেচনিয়াতে মরছে মুসলিম দল,
তাদের তরে চল,
নারী-পুরুষ, যত শিশু
মরছে সেখানে।
আমরা যাবো সবে মিলে,
সাহস দিতে, শক্তি যোগাতে
মুজাহিদ সেজে।
যত আসুক বুলেট-বোমা
পাহাড়-পর্বত আরো
আমরা হলাম নবীর সৈনিক
ভয় করিনা কারো।
জাতি সংঘ, ওআইসি আর ন্যাটো,
বন্ধু কেউ নন,
আল্লাহ্ হলেন বন্ধু সবার,
আল-কোরআনের ফরমান।

সাবধান

সৈয়দা তছলিমা বেগম
আলিম ২য় বর্ষ

সাবধানে চল নারী পর্দার আড়ালে
না হলে যেতে হবে জাহান্নামের তলে।
বেহায়াপনা দেখে চিন্তা আমার বেড়ে যায়,
কিভাবে নারীদের পর্দার আড়ালে রাখা যায়?
মুসলমানের ঘরে জন্ম-ই শুধু তাদের নাম
চলার নীতি বিধর্মীদের এই হল কাম।
প্রগতির নামে যুবক-যুবতী করে কত আনন্দ
একদিন এ আনন্দ থেকে বের হবে দূর্গন্ধ।
এ সব কথা ভাবতে গেলে বুকে আমার আগুন জ্বলে,
তবুও তো অনেক নারী আটকা পড়ে প্রেমের কলে।
শোন, শোন বিশ্ববাসী, শোন আমার মা-বোনেরা
পর্দার ভিতর চললে পাবে জান্নাতের ফোয়ারা।

সত্যিই কি প্রগতি

মনোয়ারা বেগম
আলিম ২য় বর্ষ

হে এক বিংশ শতাব্দীর নারী
তোমরা কেন ছেড়েছ ঘর-বাড়ী?
ছেড়েছ পরিবার, স্বামী,সন্তান,
রাস্তায় নেমে দিচ্ছ শ্লোগান।
তোমরা চাও কিসের অধিকার,
অবৈধ মিলন আর বিবস্ত্র হবার?
তোমাদেরকে পশুর দলে,
নেমে দিচ্ছে কলা কৌশলে।
মানব রুপী শয়তানেরা
কু'মন্ত্রনা দেয়, হও ঘর ছাড়া।
লাজ আবরণ ধূলায় লুটে
পাপের পথে যাচ্ছ ছুটে,
নর্তকীর ন্যায় নেচে নেচে
সম্মুখ ভেবে যাচ্ছ পিছে।
ভাজ্ঞালে ভুল করবে হায়!
তখন কোথাও পাবে না ঠাঁই
সত্যের পথে এসো ছুটে,
সময় সুযোগ যাচ্ছে টুটে।

আচ্ছা মা'গো

মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান
আলিম ১ম বর্ষ

আচ্ছা মা'গো ঐ যে আকাশ
কে করেছে সৃষ্টি?
কার ই'শারায় কালো মেঘে
ঝরায় বাদল বৃষ্টি?
কার ই'শারায় তারা গুলো
মিটি মিটি জ্বলে।
কোথায় হতে চাঁদ মামা,
এত আলো ঢালে।
কার হাতে এই প্রকৃতি
নিপূণ ভাবে গড়া,
কেমন করে ডাকলে তারে
দেবে মা'গো সাড়া।

গান-বাজনা ও টিভি

মুহাম্মদ মাহ্‌ফুজুর রহমান
আলিম ১ম বর্ষ

গান-বাজনা, টিভি এখন মহামারীর মত
মুসলমানের ঘরে ঘরে চলছে অবিরত।
গান শুনা আর টিভি দেখা যিনার মত পাপ,
এসব কার্যে লিপ্ত হলে বর্ষে অভিশাপ।
শরীর যেমন ধ্বংস করে যক্ষা এবং টিবি,
ঈমান-আমল নষ্ট করে দেখলে তেমন টিভি।
ডায়াবেটিস রোগীর তরে মিষ্টি যেমন ক্ষতি,
দেখলে টিভি ক্ষতি হবে অতি।
কোরআন-হাদীস মতে টিভি, শয়তানের এক ফাঁদ,
নষ্ট করে ঈমান-আমল, চরিত্র বরবাদ।
কোন ঘরে থাকে যদি গোখরা সাপের বাসা,
চিন্তা করে দেখ সে ঘর, কত সর্ব নাশা।
গোখরা সাপের চেয়ে টিভি বিষাক্ত যে অতি,
ধ্বংস করে নৈতিকতার সকল অনুভূতি।
গান শুনে বা টিভি দেখে যারা দিবানিশি,
তাদের উপর নাযিল হবেই বিপদ সর্ব গ্রাসী
সবিনয়ে করছি আমি করুণ আহ্বান,
ছাড়! ছাড়! টিভি দেখা ওহে মুসলমান॥

দুষ্ট বালক

মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন
৮ম শ্রেণী

গ্রামের সেই দুষ্ট বালক
নাম তার শাওন,
দুষ্টামি আর ফাজলামিতে
ছুটে চলে সারা টাউন।
একদিন ঐ দুষ্ট বালক
উঠলো এক গাছেতে,
দুষ্টামি করতে গিয়ে
পড়ল সে মাটিতে।
হাত-পা ভেঙ্গে সেই
বসে রইল ঘরে,
দুষ্টামি তার বন্ধ হল
এই ঘটনার পরে।

ভালবাসি

জালাল উদ্দীন
আলিম ১ম বর্ষ

হামেদিয়া মাদ্‌রাসা, হামেদিয়া মাদ্‌রাসা
কেমন আছ ভাই,
দ্বীনি প্রতিষ্ঠান বলে তুমি
খোঁজটা নিলাম তাই।
এই বাঁশখালীতে কত প্রতিষ্ঠান,
হিসাব নেইকো তার,
সবার উপর তোমার স্থান
করবে সবাই স্বীকার।
অনেক প্রতিষ্ঠান ছেয়ে গেছে
সারা বাঁশখালীতে আজ,
তারই মাঝে তোমায় পেয়ে
খুশি ছাত্র সমাজ।
তোমার কাছে আছে মোদের
হরেক রকম আশা,
সব কিছু পূরণ করবে
দিয়ে কোরআনের ভাষা।
পারবে তুমি এই জাতিকে
দিতে আলোর সন্ধান।
তাই তোমায় পড়তে করি
সবার কাছে আহ্বান।

সাধ

মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন ছানবী
৭ম শ্রেণী

মা'গো আমি পড়বো নামাজ
উঠব সকাল বেলা,
মুয়াজ্জিনের আযান শোনে
করব না আর অবহেলা।
শীতের দাপট যতই থাকুক
নেই পরোয়া আর,
আযান শোনে, শয্যা ছেড়ে
হবো ঘরের বার্।

শাওয়ালের চাঁদ তুমি ফিরে যাও

মোহাম্মদ আবুল কালাম
আলিম ১ম বর্ষ

হে শাওয়ালের চাঁদ,
তুমি কি আনন্দ বার্তা বয়ে এনেছ!
তুমি কি পারবে? দিতে নির্মল আনন্দ প্রতি ঘরে ঘরে
তুমি কি পারবে? থামাতে দুঃখিনী মায়ের কান্না
যার নয়নের মণিকে দিতে পারনি টুকরো বস্ত্র
হে চাঁদ! তুমি কি এসেছ? নিয়ে এক মুঠো ভাত।
তাদের জন্য, যারা জীবনে প্রতিদিন রোজা রাখে।
হে বাঁকা চাঁদ! তুমি আড় চোখে কি দেখছো
বস্ত্রহীনা রমণীর অর্ধ উলঙ্গ দেহ?
না, ধনী বধূর ব্যাংকক সিঙ্গাপুর থেকে আনা
গাদা গাদা বস্ত্র গুলি?
কে বলে তুমি বয়ে আন আনন্দ!
কে বলে তুমি নিয়ে আস সাম্য-ভ্রাতৃত্ব
আর সৌহার্দের বার্তা।
তবে কেন আস বারবার
কাটা গায়ে নুনের ছিটা দিতে,
কেন তুমি আস?
ধনী আর, গরীবের মাঝে চীনের প্রাচীর গড়তে।
হে শাওয়ালের চাঁদ তুমি ফিরে যাও।
আর কোন দিন এসো না
এ অসাম্যের পৃথিবীতে॥

শহীদ কারা

মুহাম্মদ তাওহীদুল ইসলাম সিকদার
ষষ্ঠ শ্রেণী

আল-কোরআনের পথে যারা
জীবন দিয়ে যায়,
তাদের মত ভাগ্যটা ভাই
কয় জনেরই হয়?
আল-কোরানের পথটা তুমি
আঁকড়ে ধ'রো ভাই,
সে পথ ধরে আর্‌শ মুখে
ছুটে চলো তাই।
শহীদ হওয়া নয়কো সহজ
মরলেই শহীদ নয়,
তারাই শহীদ, খোদার পথে
যাদের মরণ হয়।

হেরার তোরণ

মুহাম্মদ আজিজুর রহমান
ষষ্ঠ শ্রেণী

যারা কঠিন পথে চলতে জানে,
আল্লাহ নবীর বিধান মানে,
কোরআন পড়ে নবীন প্রাণে।
মিথ্যা মতবাদে আঘাত হানে
বাঁধার প্রাচীর ভাঙ্গতে জানে,
অরুণ প্রভাত আনতে জানে।
ছুটতে জানে মরুর প্রাণে,
হেসে জীবন দিতে জানে,
বিজয় কেতন ছিনিয়ে আনে।
তারা অমর জীবন গড়তে জানে,
সবার গলে মাল্য দানে,
হেরার তোরণ গড়তে জানে।

স্বার্থপর নেতা

আজগর হোসাইন
৫ম শ্রেণী

শুনুন মশাই, পেঠুক গোঁসাই
শুনুন মোদের কথা,
রক্ত চোষে যায় না হওয়া
দেশের মহান নেতা।
চিটিং বাজি করে যারা
ফিঠিং করে ভাগ্য,
নয়কো তারা বন্ধু মোদের
নয়কো নেতার যোগ্য।
ছাড়তে হবে ভোগের আশা
হাসতে হবে ভালো,
গরীব-দুঃখীর ঘরে ঘরে
জ্বালাতে হবে আলো।

যদি আমি পারতাম

ছৈয়দা জাহেদা আফ্‌রিন
৫ম শ্রেণী

যদি আমি পারতাম
জগতটাকে বলতাম,
এই আলো আলো নয়,
আলো নামের অন্ধকার।
এসো এসো ভাই-বোনেরা
চল মাদ্‌রাসাতে যাই।
মাদ্‌রাসাতে শিক্ষা নিয়ে
দ্বীনের আলো জ্বালাই।

হাসির বক্‌স

কৌতুক

আমরা এমন একজন ব্যক্তির মুখোমুখি হয়েছি যিনি সকল প্রশ্নের উত্তর কোটেশনের মাধ্যমে দেন।

প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ

প্রশ্ন : আপনার নামটা একটু বলবেন?

উত্তর : না, বলবোনা।

প্রশ্ন : কেন?

উত্তর : রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন " নাম মানুষকে বড় করেনা, মানুষই নামকে জাগায়ে তোলে।"

প্রশ্ন : আপনার পরিচয় জানব কিভাবে?

উত্তর : কথায় বলেনা "ব্যবহারে বংশের পরিচয়"।

প্রশ্ন : আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি?

উত্তর : চার বারে মেট্রিক, পাঁচ বারে স্নাতক।

প্রশ্ন : তার মানে কি বলছেন আপনি?

উত্তর : জ্বি আমি বিশ্বাস করি, "ব্যর্থতাই সফলতার চাবিকাঠি"।

প্রশ্ন : আপনি বর্তমানে কি করছেন?

উত্তর : সক্রেটিস বলেছেন, "প্রথমে নিজেকে জানো।" তাই নিজেকে জানতে চেষ্টা করছি।

সাজ্জাদুর রহমান
ফাজিল ১ম বর্ষ

কৌতুক

দুই ভদ্রলোক বাসে চড়ে কোথাও যাচ্ছে। তখন প্রথম ভদ্রলোক ২য় ভদ্রলোককে বলল, ভাই আপনি বাংলা কথা বলার মাঝে মাঝে ইংরেজী বলেন যে, এটা আমি লাইক করিনা।

২য় ভদ্রলোক : আপনি একটা বলে ফেললেন।

১ম ভদ্রলোক : সরি!

২য় ভদ্রলোক : আরো একটা বলে ফেললেন।

১ম ভদ্রলোক : হোয়াই?

২য় ভদ্রলোক : দাঁড়িয়ে বলল, আপনার মাথা ঠিক আছে তো?

১ম ভদ্রলোক : ইয়েস্।

মুহাম্মদ আব্বাছ
আলিম ২য় বর্ষ

কৌতুক

তিন ব্যক্তি সাগরের কিনারায় দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করছিল। তখন দেখতে পেল, সাগর থেকে একটি মাছ কিনারায় উঠে গেল।

তখন প্রথম ব্যক্তি বলল, দেখ! কত বড় একটি মাছ কিনারায় উঠে গেছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, তোমার নামাজ ভংগ হয়ে গেছে।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল, তোমাদের উভয়ের নামাজ ভংগ হয়ে গেছে কিন্তু আমার নামাজ ঠিক আছে।

সেলিম উল্লাহ্
আলিম ২য় বর্ষ।

কৌতুক

মাজারে ভাই-বোনের মোনাজাত

ছোট ভাই আর বড় বোন মাজারে মোনাজাত করল। বের হওয়ার পর ছোট ভাই জিজ্ঞাসা করল, কি কি চাইছ আপু ? বড় বোন বলল, আমার জন্য কিছু চাইনি। চাইছি শুধু তোর জন্য আর আব্বা-আম্মার জন্য। ছোট ভাই করুণ স্বরে বলল, কি কি চাইছ? আপা মধুর স্বরে বলল, চাইছি তোর জন্য একটি দুলাভাই। আর আব্বা-আম্মার জন্য চাইছি, একটা ভাল জামাই।

হুবাইব নুরী
আলিম ১ম বর্ষ

সত্য কৌতুক

সাম্প্রতিক কালে জাপানের নব নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী মি. মরি গিয়েছিলেন জি. এইটের লিডারদের ফর্মাল দাওয়াত দিতে। জি. এইটের অন্যতম সদস্য হচ্ছে ক্লিন্টন। তিনি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের সাথে সাক্ষাত করতে যান। জাপানের প্রধানমন্ত্রী মি. মরি ইংরেজী ভাষা জানেন না। মিঃ মরি অন্য কোন দেশের নেতাদের সাথে কথা বলার সময় সর্বদা দোভাষীর সাহায্য নেন। মরিকে কয়েকটি ইংরেজী বাক্য শেখানো হল। তাকে শেখানো হয়েছিল হ্যান্ডশেক করার সময় How are you বলতে। উত্তরে ক্লিন্টন বলবেন I am fine and you? মরি সংক্ষেপে বলবেন Me too। তারপর দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলবেন। তিনি যখন ক্লিনটনের সাথে হ্যান্ডশেক করছিলেন তখন মরি বললেন, Who are you? (তিনি How ভুলে গিয়ে Who বলে ফেললেন)। তখন বিচক্ষন ক্লিন্টন হেসে উঠে উত্তর দেন I am Husband of hillary তখন মরিও না বুঝে তোতা পাখির মত তার শিখা Me too বলে ফেললেন। অর্থ্যাৎ আমিও হিলারীর হাসব্যণ্ড (স্বামী)।

মুহাম্মদ এহছানুল হক হানিফ
১০ম শ্রেণী।

কৌতুক

শিক্ষক বিজ্ঞান ক্লাসে একজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করল, এই ছেলে বল তো, বিজ্ঞান শব্দের অর্থ কি?

ছাত্র	: বড় বন্দুক স্যার।
শিক্ষক	: রেগে বললেন, ঠিক হয়নি, বুঝিয়ে বল।
ছাত্র	: কেন স্যার Big অর্থ বড় আর Gun অর্থ বন্দুক। সুতরাং বিজ্ঞান অর্থ বড় বন্দুক।

আবদুল হালিম
৮ম শ্রেণী

কৌতুক

গ্রাম থেকে এক লোক শহরে বেড়াতে গেল। বেড়াতে বেড়াতে তার খুব ক্ষুধা লাগল। তিনি হোটেল মনে করে জর্জকোর্টে ঢুকে পড়ল। এ দিকে বিচার চলছিল। হাকিম বললেন ঃ অর্ডার! অর্ডার!! তখন লোকটি বলল, এক কাপ চা, দুইটি শিংগরা। তারপর তাকে আটক করে জেলে দেয়া হল। তখন জেলখানার রুটিন ভিত্তিক খাবার দিয়ে তার ক্ষুধা নিবারণ করা হল।

জাকের হোসাইন
৫ম শ্রেণী।

আধুনিক বাক্য সংকোচন

১. অস্ত্র বিহীন যে সন্ত্রাস -তথ্য সন্ত্রাস।
২. লজ্জা নেই যার - মশা।
৩. সকর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী যে -ডাকাত।
৪. যা পূর্বে ছিল কিন্তু এখন নেই - পর্দা।
৫. যা পূর্বে ছিলনা কিন্তু এখন আছে -এড্‌স মশা।
৬. চিরস্থায়ী নয় যা -প্রধানমন্ত্রীত্ব।
৭. যা ছাড়তে মন চায়না - ক্ষমতা।
৮. বাঁশ থাকার পরও খালি -বাঁশখালী।
৯. *নির্লজ্জে খাবার যোগ্য -ঘুষ (বর্তমানে)*
১০. যা এখনও আসেনি এমন -গৃহ যুদ্ধ।

মুহাম্মদ আরকানুল ইসলাম
১০ম শ্রেণী।

আধুনিক বাক্য সংকোচন

১. অতি গভীর ও বিশাল - নেতার মন।
২. কারো মুখাপেক্ষী নয় - গণপ্রজাতন্ত্রী দেশের সরকার।
৩. যা ক্রমেই বেড়ে চলছে - উপদেশ।
৪. অল্প লিখে বেশী আয় করেন যিনি - ডাক্তার।
৫. গননার অসাধ্য যা - পাপ।
৬. বহু গৃহ হতে ভিক্ষা গ্রহণ করে যে - প্রার্থী।
৭. ধূমপায়ীদের যে সন্ত্রাস - সিগারেট সন্ত্রাস।
৮. যা সহজেই পাওয়া যায় - সম্পর্ক।
৯. অতিক্রম করা যায় না এমন - বন্ধুর মন।
১০. নিশাকালে চরে বেড়ায় যে - চোর।

মুহাম্মদ আবুল কালাম
১০ম শ্রেণী।

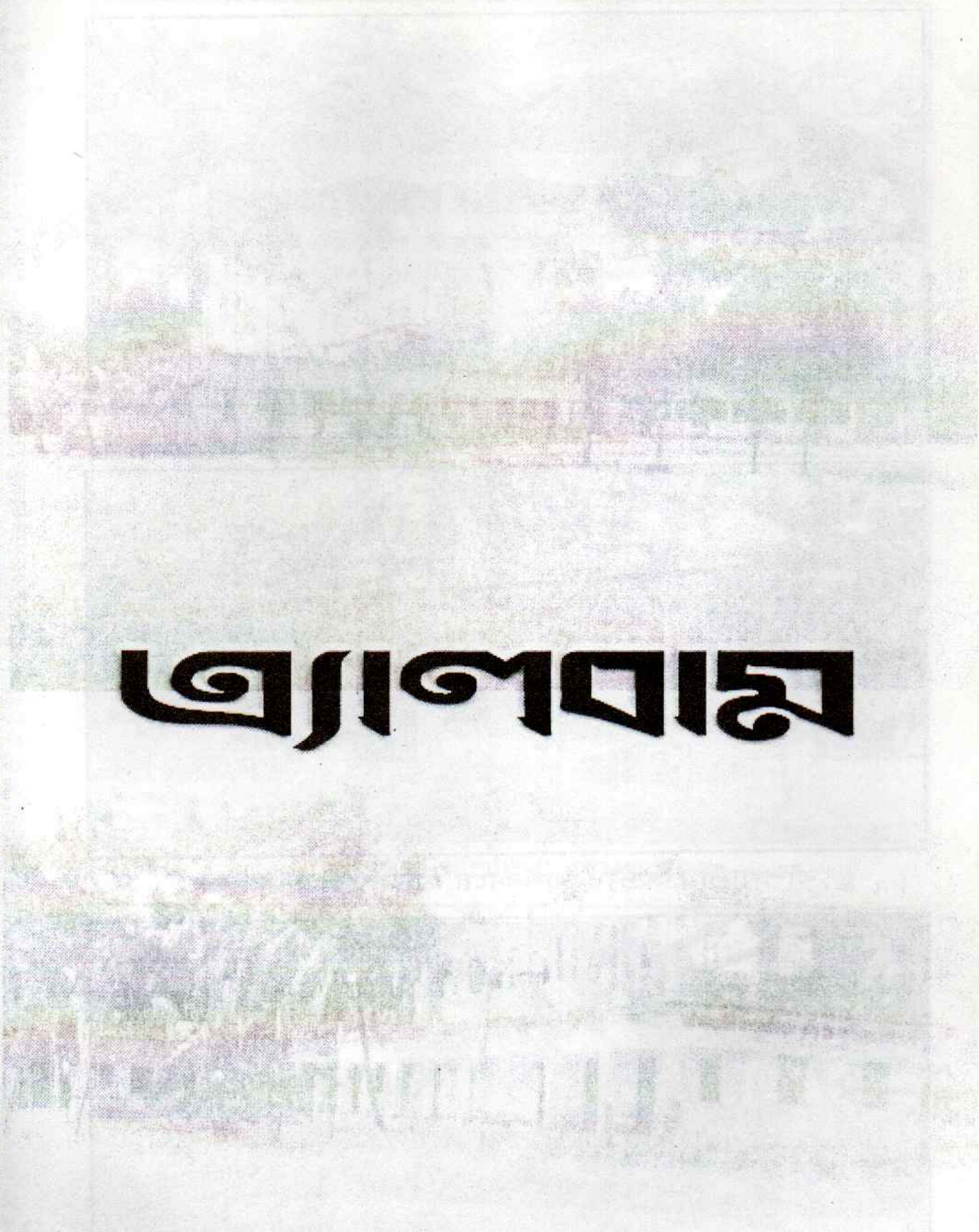

অ্যালবাম

বাঁশখালী জামে মসজিদ

বাঁশখালী কেন্দ্রীয় খানকায়ে হামেদিয়া মজিদিয়া

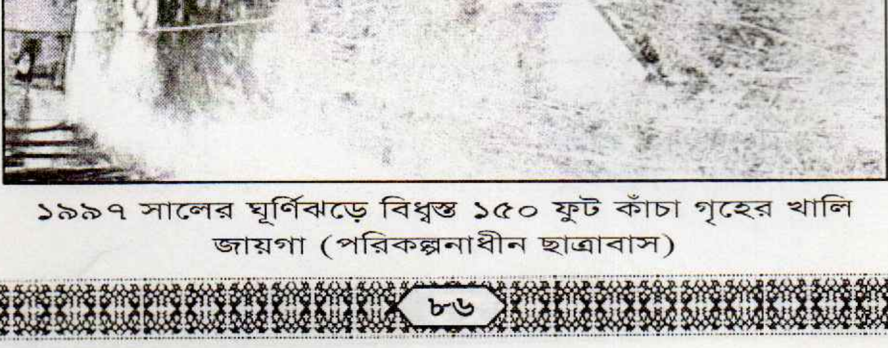

১৯৯৭ সালের ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ১৫০ ফুট কাঁচা গৃহের খালি জায়গা (পরিকল্পনাধীন ছাত্রাবাস)

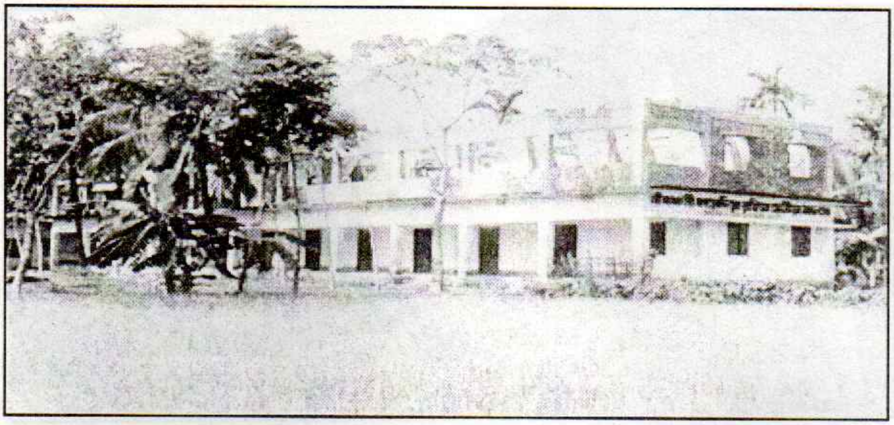

মাদ্‌রাসার একাডেমিক ভবন

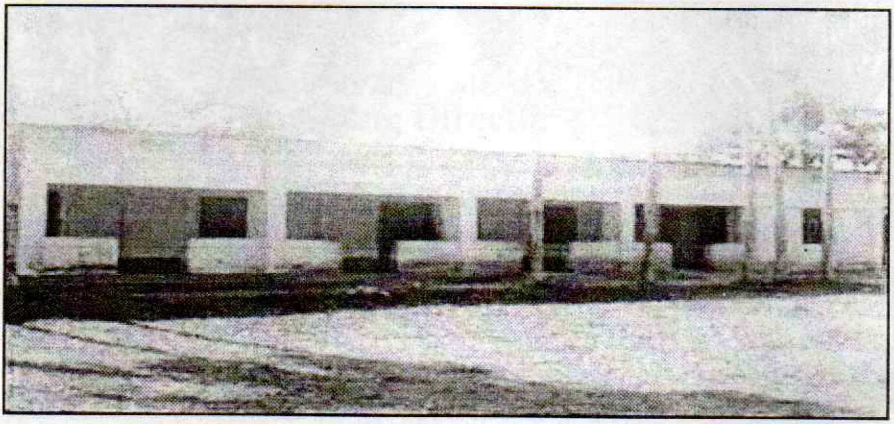

চেচুরিয়া রশিদিয়া হেফ্‌জখানা

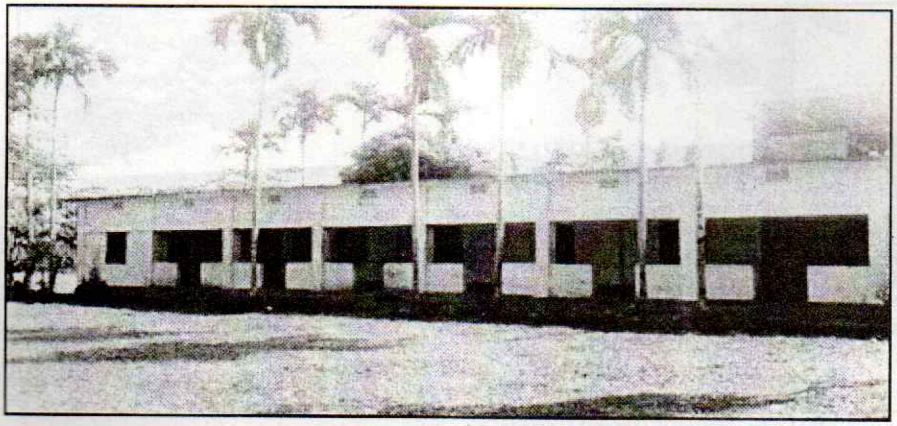

হামেদিয়া রহিমা এতিমখানা, বাঁশখালী।

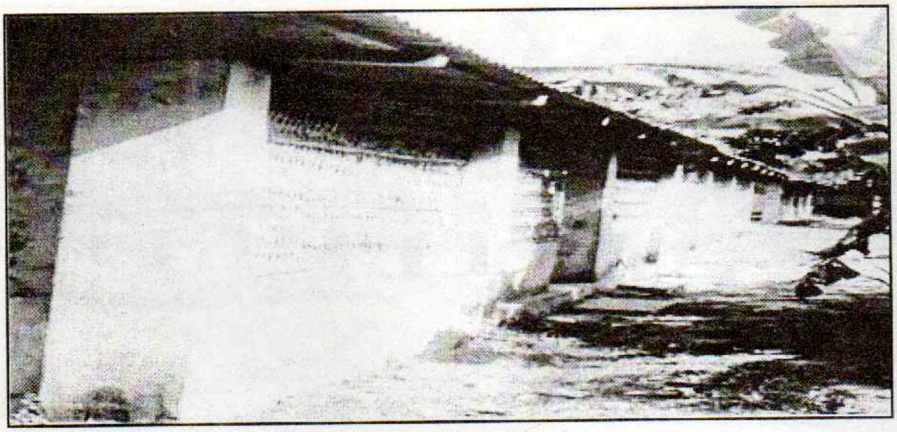

শিক্ষকদের ফ্যামিলি কোয়ার্টার (পশ্চিম)

শিক্ষকদের ফ্যামিলি কোয়ার্টার (পূর্ব)

আবাসিক ছাত্রদের ডাইনিং হল।

With best compliments from

Shahabuddin Ahmed

Chairman & Managing Director

KENT GARMENTS (PVT.)LTD.
KENT FASHION (PVT.)LTD.
KENT INDUSTRIES (PVT.)LTD.
SPRIT DRESSES LTD.

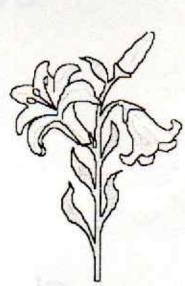

Director

JEMS PACKERS & CARTONS LTD.
INTONE TELETEAM.

DHAKA:
House No -149;Block -E
Road No -13 B
Banani, Dhaka,
Bangladesh.
Tel: 885327,603807

CHITTAGONG
154, Noor Ahmed Road,
Chittagong, Bangladesh
Tel: 614956,612252
652708, 633702
Fax :880-31-610776
E-mail:kent @ctg. dolphi. net

With compliments of

Md. muzibur Rahman

Ratnapur Trading Syndicate

INDENTORS

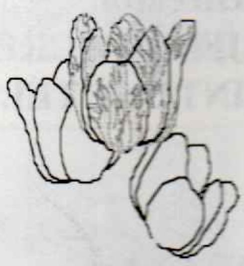

Eneses Chamber (3rd Floor)
1102 Noor Ahmed Sarak
G.P. O BOX # 1196
Chittagong 4000
Bangladesh.
Phone : 636633 Off.
: 634541 Res.
Fax : 610974
E-mail : muzib @ abnetbd.com

বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসার পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষক-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনায়-

---

মোঃ আজিম হোসাইন চৌধুরী
ডাইরেক্টর-

মুন্নি প্রপার্টিস (প্রাঃ) লিঃ
মুন্নি ডেইরী ফার্ম
মুন্নি এন্টারপ্রাইজ

কন্ট্রাক্টর, এজেন্ট সাপ্লাই অব ব্রিকস এন্ড কনস্ট্রাকশন্‌স মেটেরিয়াল্‌স

রওশন ভিলা, পূর্ব নাসিরাবাদ, খুলশী,
পলিটেক্‌নিক্যাল কলেজ,
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৮৩৩৭৬

With compliments of

Md. muzibur Rahman

Ratnapur Trading Syndicate

INDENTORS

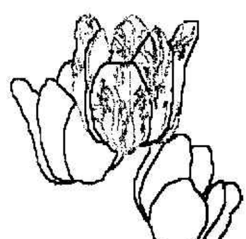

Eneses Chamber (3rd Floor)
1102 Noor Ahmed Sarak
G.P. O BOX # 1196
Chittagong 4000
Bangladesh.
Phone : 636633 Off.
: 634541 Res.
Fax : 610974
E-mail : muzib @ abnetbd.com

বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসার পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষক-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনায়-

মোঃ আজিম হোসাইন চৌধুরী
ডাইরেক্টর-

মুন্নি প্রপার্টিস (প্রাঃ) লিঃ
মুন্নি ডেইরী ফার্ম
মুন্নি এন্টারপ্রাইজ

কন্ট্রাক্টর, এজেন্ট সাপ্লাই অব ব্রিকস এন্ড কনস্ট্রাকশন্স মেটেরিয়াল্স

রওশন ভিলা, পূর্ব নাসিরাবাদ, খুলশী,
পলিটেক্‌নিক্যাল কলেজ,
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৮৩৩৭৬

দক্ষিণ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন
বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসার
অব্যাহত অগ্রযাত্রা সফল হোক-

সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড
SOCIAL INVESTMENT BANK LIMITED

(যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ত্রি-মূখী একটি অনন্য ব্যাংকিং মডেল)

দরদী সমাজ গঠনে সমবেত অংশ গ্রহণ

খাতুনগঞ্জ শাখা

৯৬, খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০৩১-৬৩৯০১৪ ট্যালেক্স : ৬৩৩১৪৬

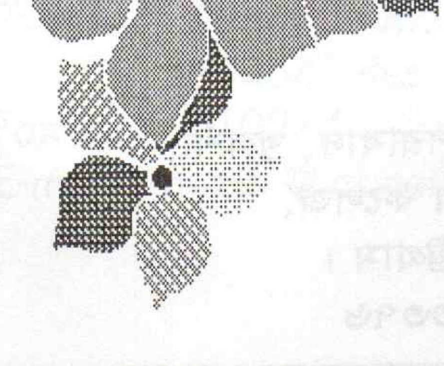

প্রধান অফিসঃ
১৫, দিলকুশা, বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৯৫৫৪৮৫৫, ৯৫৫৪৮২২,
৯৫৫৯০১৩
পি.বি.এক্স ঃ ৯৫৫৯০১৪
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৫৫৯০১৩।

মাদ্‌রাসার পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ-

আলহাজ্ব কমর উদ্দীন আহমদ
স্বত্ত্বাধিকারী

মেসার্স কমর উদ্দিন এন্টারপ্রাইজ

১২৮/৪ ইয়াছিন শরীফ মার্কেট
খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ অফিস ৬৩৬৫৯৮, ৬১৮২৫৪
বাসা ঃ ৬৩৬৬২১।

এখানে সাবান প্রস্তুতের যাবতীয় কাঁচা মাল ক্রয় ও বিক্রয় করা হয়।

স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই

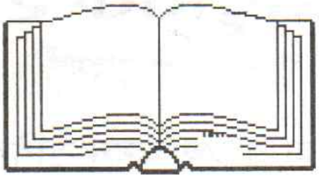

নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী

স্কুল-কলেজ, মাদ্‌রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রকার পুস্তক পাইকারী বিক্রেতা।

১৪০, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৮০৮৯

মাদ্রাসা পরিচালনা ও তায্কিরা প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি মোবারকবাদ-

ক্যাফ্টিক এ্যাপারেল্স লিঃ

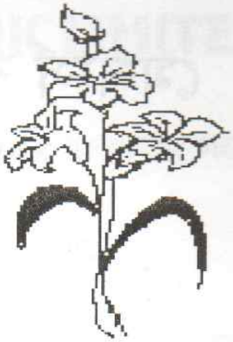

১০৯, চকবাজার
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোনঃ অফিসঃ ০৩১-৬২০৫৪২
বাসাঃ ০৩১-৬৫০৪৬৯
মোবাইলঃ ০১৮-৩১০৩১৯
ফ্যাক্সঃ ০৩১-৬৩০৬১৫

মাদ্রাসার গভর্ণিং বডি, শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের কে ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা-

বাঁশখালী আধুনিক হাসপাতাল

গুণাগড়ী, খাসমহল, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

এমূহুর্তে পাওয়া যাচ্ছে এমন সুবিধা সমূহ ঃ

- বিভিন্ন রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের চেম্বার।
- বিনা ব্যথায় খত্না করা, নাক, কান, ছেদানো।
- সার্বক্ষনিক বহির্বিভাগ।
- অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা,
- বিদেশ গমনেচ্ছুদের মেডিকেল ফিট্নেস যাচাই।
- হাঁপানি রোগীর জন্য নেভ্যূলাইজার সুবিধা প্রদান।
- এক্সরে।
- গাইনী।
- সার্জারী।
- টিকা দান ব্যবস্থা।
- অবজারভেশন ওয়ার্ড।
- অত্যাধুনিক প্যাথলজি।

সার্বক্ষনিক ডাক্তার- দিবা-রাত্রি বহিঃ বিভাগে মাত্র ২০ (বিশ) টাকা 'ফি' তে রোগী দেখা হয়।

আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ কামনার্থে-

মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী
চেয়ারম্যান ০১৮-৩১৬০১১ (মোবাইল)

ইউছুফ বাহার চৌধুরী
এম, ডি ০১৮-৩১২৪১৬ (মোবাইল)

পঁচিশ বছর পূর্তির এ মুহূর্তে মাদ্‌রাসার সার্বিক
উন্নতি কামনা করছি।

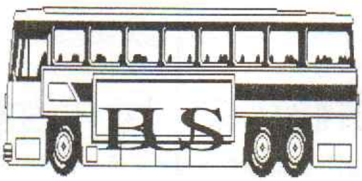

চট্টগ্রাম-আনোয়ারা-বাঁশখালী যানবাহন মালিক সমিতি

২৫৭/বি কাপাসগোলা সড়ক, চকবাজার,
চট্টগ্রাম। রেজি নং -১২২৭
ফোন ঃ ৬৫৫২১৭

তায্‌কিরা প্রকাশনার সফলতা কামনায়-

হামদর্দ- প্রাচ্য ঔষধের ফার্মাকোপিয়ার প্রতিষ্ঠাতা

সিনকারা	কারমিনা	নিশাত
সুরাঞ্জান	সুয়ালিন	পেচীস
এ্যালকুলী/বুজুরী	নওনেহাল	দিনার
সাদুরি	ছাফী	মাস্তুরীন

হামদর্দ ল্যাবৃরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ
সৌজন্যে ঃ হামদর্দ, চট্টগ্রাম জোন।
ফোন ঃ ৬১৪১১১

মাদ্‌রাসার শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায়-

আলহাজ্বা সায়েরা বেগম
ডাইরেক্টর-

মিসেস সায়েরা এন্টারপ্রাইজ

চৌধুরী হিল; খুলশী, নাসিরাবাদ
ডাকঃ পলিটেক্‌নিক্যাল, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ৬৮৩৪২৫, ৬৮৩২৩৩
মোবাইল ঃ ০১৮- ৩১২৫০১

মাদ্‌রাসার সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি কামনায়-

আহমদ ছফা
প্রপ্রাইটর

রিদ্‌ওয়ান প্রকাশনী

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্‌রাসার কিতাব সহ সকল প্রকার বইয়ের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

৩৬, শাহী জামে মসজিদ
শপিং কমপ্লেক্স (২য় তলা উত্তর)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৮৪১৪

স্মরণিকা প্রকাশনার সফলতা কামনায়

আনোয়ারুল আজীম
প্রপ্রাইটর

মেসার্স আনোয়ার ট্রেডার্স

উপজেলা মার্কেট, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

আজীম টেলিফোন সেন্টার

কন্টিনেন্টাল কুরিয়ার সার্ভিস

এস,এম, সুপার মার্কেট, গুণাগড়ী, বাঁশখালী।

ফোন ঃ ৬৩০৫০১ -৩৫, ৬৩০৮৬৫-৩৫
(পিসিও) ৬৩৫০৬৬-২৩
মোবাইলঃ ০১৮-৩১৮৮০৬,৩১৮৬৬১
০১৭-৩৫৩২৪৫, ৩৫৩২৪৪
সেবা ঃ ০৩০২০৮০১৫

'তায্‌কিরা' প্রকাশনার উদ্যোগকে স্বাগত জানাই-

মুহাম্মদ নাজিম উদ্দীন
প্রপ্রাইটর

বাঁশখালী বুক্‌স

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্‌রাসা ও ধর্মীয় বই পুস্তক বিক্রেতা।

৪৮, শাহী জামে মসজিদ
শপিং কমপ্লেক্স (২য় তলা উত্তর)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬২১০৮৬ (অনু)

হেদায়ত ও উপদেশের দ্বারা যদি একজন লোক ও সৎপথে আসে, তবে তা তোমাদের লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করা অপেক্ষা অধিক উত্তম।"

আম্মাজান হযরত আয়েশা (রঃ) বলেন, একদিন হুযুর (দঃ) এর চেহারা মোবারকের দিকে লক্ষ্য করলে মনে হলো নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে। হুজুর (দঃ) কারও সাথে কথা না বলে অজু করে সোজা মসজিদে গেলেন। আমি রহমতে আলম (সঃ) এর কথা শুনবার জন্য হুজরার দেয়ালে টেক লাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। হুজুর (দঃ) মিম্বরে উঠে প্রথমে মহামহিম আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। অতঃপর বলেন "হে লোক সকল! আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতে থাক। হয়তো এমন সময় আসবে , তোমরা দু'আ করলে আমি দু'আ কবুল করবো না তোমরা সওয়াল করলে আমি পূরণ করবোনা। আর তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে কিন্তু আমি সাহায্য করবোনা। হুযুর (সঃ) এ পর্যন্ত বলেই মিম্বর থেকে নেমে আসলেন।"

কোরআনুল করীমের উল্লেখিত বাণী ও রাসুল (সঃ)এর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে দাওয়াত দ্বীনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমল, দাওয়াতের কাজ প্রতিটি মুসলমানের উপরই একটা ফরয দায়িত্ব। এগুলো বাদে ও কুরআনের আরো অনেক আয়াত এবং হাদীছের বাণী রয়েছে দাওয়াতের গুরত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে। শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ জকরিয়া (রঃ) ফাজায়েলে তাবলীগ নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ তাবলীগের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে কুরআনের প্রায় ৬০টি আয়াত আমার ক্ষুদ্র নজরে পড়েছে। যদি কোন সুক্ষদর্শী অন্বেষণ করে তবে হয়তো আরো অনেক আয়াতই এ বিষয়ে পাবে। যাই হোক, পথভ্রান্ত মানুষকে সৎপথে আহবান করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। নিজে বাঁচার সাথে সাথে অপর ভাইকে ও বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আমরা যদি কেবল নিজে বাঁচতে চাই তবে বাঁচতে পারবোনা কিছুতেই। রহমতে আলম (সঃ) বলেছেন "যদি কোন কওম এর মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন পাপ কার্যে লিপ্ত হয়, তখন কওমের লোকেরা শক্তি থাকা সত্বেও তাকে নিষেধ না করে, তবে মৃত্যুর আগে দুনিয়াতেই তাদের উপর আযাব নাযিল হবে।

আজ আমাদের ঘরের খোঁজ খবর নেই। নিজে নামায পড়ি অথচ আমার ভাই আমার বোন আমার আত্মীয় স্বজন যে নামাজ পড়ছেনা, দ্বীন ইসলামের নির্দেশিত পথে ঠিকভাবে চলছেনা, এ দিকে আমাদের ভাই-বোনেরা টিভির সামনে বসে অশ্লীল ছবি দেখে আমোদ-ফূর্তি করছে। আমরা আজান শুনা মাত্রই মহামহিম আল্লাহ্‌র কুদরতী পায়ে লুটিয়ে পড়ে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছি চোখের পানিতে আর এদিকে আমাদের ভাই বোনেরা অবৈধ প্রেমের গান গেয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে বুক। অথচ এদেরকে সৎপথে আনবার জন্যে কোরআন ও হাদীসের আলোকে কোন উপদেশ দিচ্ছি না, কোন প্রকার চেষ্টা করছিনা। আমরা অনেকেই আজ আপন তালে আছি। আজ যদি আমাদের ঘরের খবর থাকতো, দাওয়াতের কাজ ঠিকভাবে চলতো, তাহলে আমাদের ভাই বোনেরা ও আমাদের সাথে সাথে নামায পড়তো। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ্‌র দরবারে লুটিয়ে পড়তো। যুবতী মেয়েরা বৃদ্ধা মায়ের বহু কষ্টে রান্না করা খানা খেয়ে বেপর্দায় ঘুরা-ঘুরি করতো না। হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, দাওয়াত না থাকার কারণে আজ আমাদের যুবকেরা ইসলামের সমৃদ্ধ শিক্ষা সংস্কৃতি পরিহার করে পশ্চিমা সংস্কৃতি তথা অপসংস্কৃতির ফাঁদে পড়েছে, যা মানুষের হৃদয়ে মিথ্যা ও অসুন্দর ভাব জাগিয়ে তোলে প্রচন্ডভাবে। ফলে দ্রুত এগিয়ে চলছে জাহান্নামের পথে, জান্নাতের পথ এড়িয়ে। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) মিশরের শাসনকর্তা হযরত আমর ইবনুল আ'সকে লিখিত এক পত্রে বলেছিলেন, "তোমাদেরকে সার্বক্ষণিক সতর্কবস্থায় থাকতে হবে। যেন অন্যের আচার-আচরণ ও কৃষ্টি-কালচার তোমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ না করে। কেননা অন্যের সংস্কৃতির প্রভাবে পড়ে যাওয়াটা সর্বাপেক্ষা জঘন্য গোলামীর নামান্তর।"

সত্যি বলতে কি, পথভ্রান্ত মানুষকে সৎপথে ডাকা এবং অসৎ কাজে বাঁধা দেয়া যে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তা ঠিক ঠিক ভাবে পালন না করার কারণে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন-খারাবি, ধর্ষন, অপহরণ, চাঁদাবাজী ও সন্ত্রাসের মত অতি জঘন্য ও অসামাজিক কাজ গুলো নিত্যদিনের ঘটনা। ফলে সমাজে বিরাজ করছে দারুণ অশান্তি। মিথ্যা নয়, দেশের পত্র-পত্রিকা গুলো চোখের সামনে মেলে ধরলেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

এহেন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আমাদের কি নীরব, নিথর ও নির্বোধ হয়ে বসে থাকা ভাল? না এটা মোটেই ভাল নয়। দাওয়াতের দীপ্তমশাল হাতে নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

ইসলামী ব্যাংকের আরো একটি উদ্যোগ

পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প

সড়ক ও নৌ-পরিবহন ব্যবসায় নিয়োজিত অভিজ্ঞ সফল ব্যবসায়ী ও এ খাতে যোগ্য নতুন উদ্যোক্তাদের এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ক্রয়ে সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে।

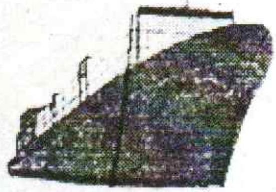
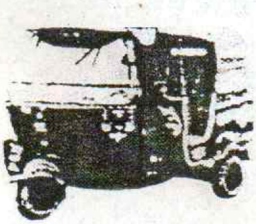
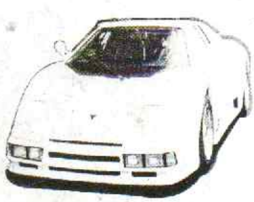

এছাড়া রয়েছে বহুজাতিকসহ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক সংস্থা এবং সচ্ছল চাকুরীজীবী ও পেশাজীবীদেরকে লিজিং পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকার **হায়ার পারচেজ** পদ্ধতিতে বিভিন্ন যানবাহন 'মালিকানা লাভের সুবিধাসহ ভাড়ায়' দেয়ার ব্যবস্থা।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত